চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister
Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 2 June 2019 ■ আগরতলা, ২ জুন, ২০১৯ ইং ■ ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আপনার হাতে, আপনার সাথে
CITIZEN
ছাতা • ব্যাগ • লাগেজ
সবচেয়ে মজবুত
সবচেয়ে সস্তা
আপনার হাতে, আপনার সাথে
CITIZEN
ছাতা • ব্যাগ • লাগেজ
Wholesalers may contact CITIZEN UMBRELLA MANUFACTURER LTD.
Head Office : 147, Mahatma Gandhi Road, Kolkata-700 007, Ph. No. +91 033-2268-1396, +91 033-2271-2152,
Fax : +91 033-2271-2151, Website : www.citizenumbrella.com, E-mail : citizenkolkata@gmail.com

ঝড়ে লন্ডভন্ড রাজ্যের তিন জেলা
বজ্রপাতে হত এক, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ উদয়পুর/ চড়িলাম, ১ জুন ।। ভোরের ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে রাজ্য। দক্ষিণ জেলা, সিপাহিজলা জেলা এবং পশ্চিম জেলায় মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বজ্রপাতে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। ভোরে রবার সংগ্রহ করতে গিয়ে বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আগরতলার বলদাখাল, ওরিয়েন্ট চৌমুহনি, অসম-আগরতলা জাতীয় সড়ক, থানা রোড, চন্দ্রপুর, রানিরবাজার, খয়েরপুর এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। এদিকে, সদর, জিরানিয়া, মোহনপুর, বিশালগড় এবং সোনামুড়া মহকুমায় ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। ঝড়ের প্রকোপে বিলোনিয়ায় তিনজন আহত হয়েছেন। তাঁদের জিবি হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। ঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির খোঁজখবর নিতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষামন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা এবং বাড়িঘর মেরামতি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

শনিবার ভোরে ৪০ থেকে ৫০ কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে ত্রিপুরার তিনটি জেলায় আছড়ে পড়ে ঝড়। সাথে শুরু হয় বৃষ্টি। প্রচণ্ড বাতাসের সাথে ভারী বর্ষণে বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রাজ্য

দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের প্রকাশিত রিপোর্টে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর, ডিসিনগর, শান্তিরবাজার মহকুমার জোলাইবাড়ি, শান্তিরবাজার পুর পরিষদ এলাকা, সিপাহিজলা জেলার জম্পুইজলা মহকুমার জম্পুইজলা ব্লক, বিশালগড় মহকুমার বিশালগড় ব্লক, চড়িলাম ব্লক, সোনামুড়া মহকুমার কাঠালিয়া, নলছড় এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সদর মহকুমার পুর নিগম এলাকা, ডুকলি, জিরানিয়া মহকুমার জিরানিয়া ব্লক এবং মোহনপুরে ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগরে ঝড়ে পাঁচটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া, তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় জিবি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বিলোনিয়ার ডিসিনগরেও ঝড়ে ১৩টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১০টি আংশিক এবং ৩টি বাড়ি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদিকে, শান্তিরবাজার মহকুমায় জোলাইবাড়িতে ঝড়ে ২২টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জানা গিয়েছে, ১৯টি বাড়ি আংশিক এবং ৩টি বাড়ি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শান্তিরবাজার পুর পরিষদ এলাকায়ও ১৩টি পরিবার ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁদের ১০টি বাড়ি আংশিক এবং ৩টি বাড়ি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলা প্রশাসনের তরফে ক্ষয়ক্ষতি নিরুপণের কাজ চলছে।

এদিকে, সিপাহিজলা জেলার জম্পুইজলা মহকুমার জম্পুইজলায় ১৬টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁদের ১২টি বাড়ি আংশিক এবং ৪টি বাড়ি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রিপোর্টে প্রকাশ, আজকের ঝড়ে বিশালগড় এবং সোনামুড়া মহকুমা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশালগড়ে ৮৪টি পরিবার ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জানা গিয়েছে, ২৫টি বাড়ি আংশিক, ৩২টি বাড়ি মারাত্মকভাবে এবং ২৭টি বাড়ি পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঝড়ের সময় এক ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অগ্নিদগ্ধ হয়ে গৃহবধূর রহস্যমৃত্যু কুমারঘাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন ।। অগ্নিদগ্ধ হয়ে অকালে প্রাণ গেল এক গৃহবধূর। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে উত্তর ত্রিপুরার কুমারঘাট এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বিভিন্ন মহলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে স্বামীর বাড়ি থেকে সাফাই গাওয়া হলেও অনেকে এর পিছনে পারিবারিক অশান্তির জেরে পরিকল্পিত খুন বলে মনে করছেন।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, প্রায় ছয় বছর আগে কুমারঘাটের বাসিন্দা গোপাল দাসের ছেলে কিশোর দাস ভালোবেসে বিয়ে করেন পাগলাছড়ার নির্মল দে-র কন্যা লিপিকা দে-কে। অভিযোগ, বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই লিপিকার স্বামী এবং শাশুড়ি মিলে লিপিকার উপর অমানবিক নির্যাতন শুরু করেন। দীর্ঘদিন ধরে এই নির্যাতন চলতে থাকে। এ নিয়ে বেশ কয়েকবার গ্রামীণ সালিশি সভাও হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। দিনের পর দিন গৃহবধূ লিপিকার উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের মাত্রা বাড়তে থাকে। এরই মধ্যে গত সন্ধ্যায় শ্বশুর বাড়িতে গৃহবধূর চিৎকারে ছুটে আসেন এলাকার লোকজন। তাঁরা দেখেন, লিপিকার শরীরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। প্রতেবেশীরা আগুন নিভিয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় গৃহবধূকে কুমারঘাট হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক লিপিকাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এ-বিষয়ে কুমারঘাট হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক মার্গারেট দেববর্মা জানান, মৃতার শরীরে কেরোসিনের গন্ধ পাওয়া গেছে। হাসপাতালে পৌঁছনোর অনেক আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এদিকে মেয়ের মৃত্যুর লিপিকার বাবা শ্বশুর বাড়ির লোকদের দায়ী করেছেন। নিহত লিপিকার বাবার অভিযোগ, তাঁর মেয়ের শাশুড়ির প্ররোচনা এবং মদতে লিপিকার স্বামী ধারাবাহিকভাবে বউয়ের উপর নির্যাতন চলাত।

এদিকে মৃতার স্বামী জানান, ঘটনার সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না। কীভাবে ঘটনাটি ঘটল এ-ব্যাপারে বিন্দুবিসর্গ জানেন না তিনি। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিএসএফ উদ্ধার করেছে ৩,০০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট ও গাঁজা, হেরোইন-সহ আসাম রাইফেলসের হাতে ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন ।। ফের রাজ্যে নেশা সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। বিএসএফ এবং আসাম রাইফেলস-এর অভিযানে পৃথক পৃথক স্থান থেকে নেশার ইয়াবা ট্যাবলেট, গাঁজা এবং হেরোইন উদ্ধার হয়েছে। এক যুবককেও নেশা সামগ্রী সমেত আটক করা হয়েছে।

বিএসএফ-এর জনসংযোগ আধিকারিক সঞ্জীব কুমার জানিয়েছেন, আজ ভোররাতে সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া থানাধীন দীপক আউটপোস্ট এলাকায় পাচারকারীরা সীমান্ত দিয়ে নেশা সামগ্রীগুলো পাচারের চেষ্টা করছিল। এপার থেকে কাঁটাতারের বেড়ার উপর দিয়ে বাংলাদেশে ছোট ছোট প্যাকেটে করে নেশা সামগ্রীগুলো পাচার করছিল তারা। বিএসএফ জওয়ানরা তাদের ধরতে গেলে তারা পাচার সামগ্রী ফেলে পালিয়ে যায়। তিনি জানান, রাতের অন্ধকারের সুযোগেই তারা পালাতে সক্ষম হয়েছে।

সঞ্জীব কুমার আরও জানিয়েছেন, পাচারকারীরা পালিয়ে যাওয়ার পর এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩,০০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট এবং এক কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে।

এদিকে, উত্তর ত্রিপুরা জেলার যুবরাজনগর ব্লকের অধীন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এক যুবককে আসাম রাইফেলস-এর জওয়ানরা ব্রাউন সুগার-সহ আটক করেছে। আসাম রাইফেলস-এর জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ২৯ নম্বর আসাম রাইফেলস ব্যাটালিয়নের কমাডেন্ট আনোয়ার রহমানের নেতৃত্বে ধর্মনগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজীব সূত্রধর বিপ্লব নাথকে আটক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকুরীর নিশ্চয়তার দাবীতে ১০৩২৩ এডহক শিক্ষকরা আন্দোলনের পথে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন।। ১০৩২৩ এডহক শিক্ষককে অবিলম্বে পূর্বাবস্থায় ফিরেয়ে নেওয়ার দাবিতে অল ত্রিপুরা সরকারি ১০৩২৩ এডহক পে শিক্ষক কর্মচারী সংগঠন আন্দোলনের ক্ষেত্রে পা বাড়াচ্ছে। সুপ্রিমকোর্ট রাজ্যের ১০৩২৩ জন শিক্ষককে এডহক ভিত্তিতে ২০২০ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত শিক্ষকতায় নিযুক্ত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তারা ২০০২, ২০০৬ এবং ২০০৯ সালে বামফ্রন্ট সারকারের আমলে শিক্ষক পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ঐ সময় শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে টেট পদ্ধতি চালু ছিল না। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে টেট বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করে। ইতিপূর্বে যারা শিক্ষক পদে চাকুরি পেয়েছেন তাদেরকেও যোগ্যতা অর্জনের শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তৎকালীন বামফ্রন্ট ষরকার এসব নিয়ম কানুনের কোন তোয়াক্কা করেনি। ১০৩২৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা সরকারের ভ্রান্ত নিয়োগ নীতির কারণে জটিল সমষ্যার সম্মুখীন হন। তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার তাদের পাশে রয়েছে বলে বরাবরই আশ্বাস বাণী শুনিয়েছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অসহায় শিক্ষকদের চাকরীর নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গণতন্ত্র রক্ষার বার্তা নবনির্বাচিত সাংসদদের দিলেন সোনিয়া গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১ জুন (হি.স.): গণতন্ত্র এবং সংবিধান রক্ষা জন্য দলের সাংসদেরা সংসদের ভেতর এবং বাইরে লড়াই চালিয়ে যাবেন। শনিবার নবনির্বাচিত সংসদদের সঙ্গে বৈঠকে এমনই আহ্বান জানালেন কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেত্রী সোনিয়া গান্ধী।

এদিন সংসদের সেন্ট্রাল হলে দলের নতুন সংসদদের উদ্দেশ্য করে সোনিয়া গান্ধী বলেন, নজিরবিহীন সঙ্কট তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে নতুন সুযোগও তৈরি হয়েছে। হার থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা ফের ঘুরে দাঁড়াব। সংসদে শাসকদলকে যে কংগ্রেস ছেড়ে কথা বলবে না তা স্পষ্ট করে দিয়ে সোনিয়া গান্ধী বলেন, ভুয়ো তথ্য তুলে ধরে উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরা হচ্ছে। সঠিক তথ্য তুলে ধরে উন্নয়নের হিসেব তুলে ধরা উচিত। বিরোধী দল হিসেবে কংগ্রেস সত্য এবং স্বচ্ছতার জন্য লড়াই চালিয়ে যাবে। সতর্ক এবং দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে যাবে কংগ্রেস। জনগণের অধিকারের জন্য সংসদ এবং সংসদের বাইরে সরব হবে কংগ্রেস। মোদী সরকারের বিরুদ্ধে নির্ভীক প্রচার চালানোর জন্য এদিন রাহুল গান্ধীর প্রশংসাও করেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী।

লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর এই প্রথম জনসমক্ষে ভাষণ দিলেন সোনিয়া গান্ধী। এদিনের বক্তব্যেও দেশজুড়ে কৃষকদের দুরবস্থা কথা তুলে ধারার পাশাপাশি শ্রমিক, ছোটব্যবসায়ীদের কথাও তুলে ধরেন তিনি। কংগ্রেসের পক্ষে যে ১২.৩ কোটি ভোটার ভোট দিয়েছে তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে সোনিয়া গান্ধী বলেন, যে ১২.৩ কোটি মানুষ কংগ্রেসের হয়ে ভোট দিয়েছে তাদের ধন্যবাদ জানাই। কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া মানে সংবিধানকে রক্ষা করা। আর্থিক প্রগতি এবং সামাজিক উন্নয়ন, স্বাধীনতা এবং সামাজিক ন্যায়ের জন্য জনগণ কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে।

পাশাপাশি দলের কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করতে পারিনি, তাই হয়তো মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়েছি : সুদীপ রায় বর্মণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন ।। রাজ্যের মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়েছেন সুদীপ রায়বর্মণ। এ-বিষয়ে শনিবার তিনি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করতে পারিনি হয়তো, তাই মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়েছি। তবে বিজেপি-র সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে কাজ করে যাব। পার্টি যে দায়িত্ব দেবে তা নিষ্ঠার সাথে পালন করব।

আজ তিনি বলেন, মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়ার বিষয়ে সরকারিভাবে আমাকে কিছু জানানো হয়নি। তবে বিভিন্ন খবরের কাগজ এবং বৈদ্যুতিন চ্যানেলে প্রকাশিত ও সম্প্রচারিত সংবাদে বিষয়টি জানতে পেরেছি। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় সরকার গঠন হওয়ার পর মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়ে দায়িত্ব পালনে সবরকম চেষ্টা করেছি। তবুও মুখ্যমন্ত্রীর প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করতে পারিনি। তাই হয়তো আমাকে রাজ্যের মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সুদীপ বর্মণ মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন।

সুদীপ বর্মণ বলেন, মন্ত্রিসভা গঠন এবং তাতে রদবদলের সম্পূর্ণ এক্তিয়ার একমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর। সেক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী চেয়েছেন আমাকে সরিয়ে ওই দফতরগুলি তিনি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারবেন। তাই তিনি ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সুদীপ রায়বর্মণ জানিয়েছেন, মন্ত্রিসভা থেকে তাঁকে বাদ দেওয়া হলেও তিনি বিজেপি-তে এখনও রয়েছেন। তাই বিজেপি-র বিধায়ক হিসেবেই তিনি দায়িত্ব পালন করে যাবেন। তাঁর দাবি, দলের সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে যে-কোনও দায়িত্ব তিনি নিষ্ঠার সাথে পালন করবেন।

এদিকে, দল কিংবা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে তাঁর কোনও মতানৈক্য নেই বলে দাবি করেন সুদীপ রায়বর্মণ। তাঁর কথায়, দলবিরোধী কাজ করেছি, এমন কোনও প্রমাণ কেউ তাঁর বিরুদ্ধে দিতে পারবেন না। তাঁর দাবি, দলের সাথে কোনও দূরত্বও তৈরি হয়নি, ফলে দলের বিরুদ্ধে গিয়ে কোনও কাজ করেছি বলে মনে করতে পারছি না। তাঁর সাফ কথা, দলবিরোধী কাজ করে থাকলে পার্টির তরফে নিশ্চয়ই আমাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হত।

তাঁর দাবি, অহেতুক অনুমান করে দলের সাথে তাঁর দূরত্ব তৈরি করা সম্ভব হবে না। তাঁর সাফ কথা, বিজেপি কর্মী পরিচয়ে আছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্ন পূরণে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাইক চোরের সন্ধানে গিয়ে মনুর শাকবাড়িতে পিস্তল সহ ১৬টি কার্তুজ উদ্ধার, গ্রেফতার তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন ।। বাইক চোর ধরতে অভিযানে নেমে বড়সড় সাফল্য হাতে এসেছে পুলিশের। একটি ৯ এমএম দেশি পিস্তল, ১৬ রাউন্ড তাজা কার্তুজ-সহ তিনজনকে আটক করতে পেরেছে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে ভারতীয় ও বাংলাদেশি মুদ্রা-সহ অন্যান্য সামগ্রীও উদ্ধার হয়েছে।

এ-বিষয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত শান্তিরবাজারের এসডিপিও নির্দেশ দেব জানিয়েছেন, গতকাল শান্তিরবাজার মহকুমার আভাংছড়া এলাকার বাসিন্দা জহরলাল ত্রিপুরার বাইক চুরি হয়েছিল। তিনি

শাকবাড়িতে উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র সহ অন্যান্য সামগ্রী। শনিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

জোলাইবাড়ি ফাঁড়িতে এ-বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে আজ সকালে জোলাইবাড়ি ফাঁড়ির ওসি গৌতম জমাতিয়া এবং মনু থানার ওসি-কে সাথে নিয়ে সন্দেহভাজন কয়েকজনের বাড়িতে আভিযান চালিয়েছিলেন। ওই অভিযানেই পিস্তল ও গুলি উদ্ধার হয়েছে।

এসডিপিও-র কথায়, সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ সাব্রুম মহকুমার অন্তর্গত শাকবাড়ি এলাকায় জন্মরাম ত্রিপুরার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বন্দুক, গুলি-সহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে। তিনি বলেন, জন্মরাম ত্রিপুরার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একটি ৯ এমএম দেশি পিস্তল, ১৬টি তাজা কার্তুজ, বাংলাদেশি ৩৮০ টাকা, ভারতীয় ১,৬৭০ টাকা, বাংলাদেশের তিনটি সিমকার্ড, পাঁচটি মোবাইল হ্যান্ডসেট এবং দুটি ভোজালি উদ্ধার হয়েছে। তিনি আরও জানান, বন্দুক উদ্ধারের ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৫ ◻ সংখ্যা ২২৯ ◻ ২ জুন
২০১৯ইং ◻ ১৭ জ্যৈষ্ঠ ◻◻ রবিবার ◻১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সংখ্যা নহে চাই কর্মদক্ষতা

মন্ত্রীর সংখ্যা বাড়াইলেই সরকার প্রশাসন উল্লেখযোগ্য কর্মসম্পাদনে সাফল্য পাইবে এমন ভাবিবার কারণ নাই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁহার দ্বিতীয় অধ্যায়ে মন্ত্রিসভার আয়তন খুব দক্ষতার সঙ্গেই একটি গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে রাখিয়াছেন। মন্ত্রিসভায় সর্ব অংশের প্রতিনিধিত্ব রাখিতে গিয়া দক্ষতাকে দূরে সরাইয়া দেওয়ার নজীর আছে। পশ্চিমবঙ্গে এত বিপুল জয় সত্বেও মাত্র দুইজন প্রতিমন্ত্রিত্ব পাইয়াছেন। আসলে মন্ত্রিসভার সদস্য নির্বাচন বা মনোনয়নের বিষয়টিও কঠিন কাজ সন্দেহ নাই। এই ত্রিপুরা রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার আরও কয়েকজন মন্ত্রী করিতে পারেন। কিন্তু নানা কারণেই তিনি তাহা সম্পন্ন করেন নাই। শুক্রবার তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মনকে মন্ত্রিসভা হইতে অপসারণ করিয়াছেন। অপসারিত মন্ত্রীর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর মুখ্যমন্ত্রী নিজের হাতে রাখিয়াছেন। অন্য দপ্তরের দায়িত্ব দিয়াছেন উপমুখ্যমন্ত্রীর হাতে। মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ ও বিয়োজন করার পূর্ণ ক্ষমতা মুখ্যমন্ত্রীর আছে। মন্ত্রিসভায় নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে ভাবনা নতুন নহে। সংবাদে প্রকাশ পাওইয়াছে যে, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর রাজ্য মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত হইবে। বিজেপি বিধায়কদের কার কপালে এই রাজতিলক পরানো হইবে তাহা বলা মুশকিল। প্রশাসনে, সরকারে কাজের গতি আনিতে হইলে দক্ষ মন্ত্রিসভার ভূমিকা অপরিসীম। মন্ত্রিসভাই পারে রাজ্যকে গতিশীল করিতে। সত্যি বলিতে কি, একজন মন্ত্রির উপর বিভিন্ন দপ্তরের চাপ থাকিলে তাহা সুচারুভাবে করা কঠিন হয়। যদি দপ্তর ভাগ করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে কাজে মসৃনতা আসিতে পারে।

একসময়, বিভিন্ন রাজ্যে জাম্বু মন্ত্রিসভা গঠিত হইত। সরকার টিকাইবার জন্য মন্ত্রীর টোপ দেওয়া হইত। এই বেগতিক অবস্থা দেখিয়া মন্ত্রিদের আনুপাতিক হার নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আছে। ইচ্ছা মতো মন্ত্রির সংখ্যা বাড়ানো যাইবে না। এই আইন পাশ হওয়াতে সংসদীয় গণতন্ত্রেরর মান সম্মান রক্ষা পাইয়াছে। নির্দিষ্ট সংখ্যার বাহিরে মন্ত্রী করা যাইবে না। ত্রিপুরায় অনেক কম সংখ্যায় বিজেপি জোট সরকারে মন্ত্রী আছেন। সুদীপ বর্মন বাদ পড়ায় মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা তো আরও কমিয়া গেল। সুতরাং ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোটের পর রাজ্য মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ ঘটাইবেন মুখ্যমন্ত্রী। এই মন্ত্রী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কি ফর্মূলা নেওয়া হইবে তাহা বলা মুশকিল। তবে, রাজ্যবাসী আশা করিবে দক্ষতার ছাপ রাখিতে পারিবে এমন মন্ত্রিসভা গড়িয়া উঠুক। ত্রিপুরায় বিরোধীরা অনেকখানিই নিষ্প্রভ। আগামীদিনে এরাজ্যে বিরোধীরা কতখানি মেরুদন্ড সোজা করিতে পারিবে তাহা বড় প্রশ্ন। এরাজ্যে প্রধান বিরোধী দল সিপিএম লোকসভা নির্বাচনে তৃতীয় স্থানে চলিয়া আসিয়াছে। কংগ্রেস উঠিয়াছে দ্বিতীয় স্থানে। লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের এই ফল ছিল অপ্রত্যাশিত। কংগ্রেসীরা ভাবিয়াছিল লোকসভা নির্বাচনের পর দল সোজা হইয়া দাঁড়াইবে। সেই আশাতেই জল ঢালিয়া দিয়াছেন তাবড় তাবড় কংগ্রেস নেতারাই। ত্রিপুরায় লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের দ্বিতীয় আসনে আসিবার ঘটনাকে কোনওভাবেই খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই। এরাজ্যে বিজেপি মন্ত্রিসভা যদি উল্লেখযোগ্য কর্ম সম্পাদন করিতে পারে, নতুন ত্রিপুরা গড়িবার লক্ষ্যে কাজ করিতে সক্রিয়তা দেখাইতে পারে তাহা হইলে ত্রিপুরায় বিরোধীদের দৌড়ঝাপ তেমন সাফল্য আনিতে পারিবে না। ত্রিপুরার মানুষ চায় একটি শক্তিশালী গতিশীল মন্ত্রিসভা। এ রাজ্যের মানুষ বিশ্বাস করিতে পারে শক্তিশালী মন্ত্রিসভা শক্তিশালী সরকার আনিয়া দিবে। এই সত্যিকে ভুলিয়া গেলে চলিবে না।

সরকারি প্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত পণ্য বিক্রি নিষিদ্ধ করল পুরসভা

কলকাতা, ১ জুন (হি.স.): সরকারি অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ঐতিহ্যশালী বিল্ডিং, আদালতের ১০০ মিটারের মধ্যে বিক্রি করা যাবে না সিগারেট ও তামাকজাত পণ্যউ এমনই নির্দেশিকা জারি করল কলকাতা পুরসভা উকলকাতা কর্পোরেশনের ভবন থেকে শুরু করে যে সকল সরকারি অফিস এবং স্কুল-কলেজের গায়ে এই ধরনের দোকান আছে সেগুলিকে অবলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিমউ

'প্রহিবিশন অব অ্যাডভারটাইজমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেশনস অব ট্রেড অ্যান্ড কমার্স প্রোডাকশন, সাপ্লাই অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন' বা কটপা (সিওটিপিএ) এই আইনের চার এবং ছয় নম্বর ধারা অনুসারে যথাক্রমে, প্রকাশ্যে ধূমপান করলে জরিমানা এবং কম বয়সিদের সিগারেট ও তামাকজাত পণ্য বিক্রি এবং দুই, স্কুল-কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ গজের মধ্যে সিগারেট ও তামাকজাত দ্রব্য বিক্রিতে জরিমানা করার কথা বলা হয়েছে। ২০০ টাকা জরিমানা ধার্য রয়েছে এক্ষেত্রে। এবার থেকে এই আইন কার্যকর করার জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে নজরদারির জন্য শহরের সমস্ত থানাকে সক্রিয় হতে শহরের পুলিশ কমিশনারকেও নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র। পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন , "১৮ বছরের কম বয়সিরা যেন তামাকজাত পণ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের সঙ্গে কোনওভাবে যুক্ত না থাকে।"

এই আইন জারি থাকলেও খোদ পুরভবন বা হাসপাতাল চত্বরের নাকের ডগায় চালু হয়ে গিয়েছে তামাক জাত পণ্য বিক্রি ও প্রকাশ্যে তামাক সেবন। কিন্তু নয়া মেয়র শহরে ক্যানসার আক্রান্তের হার কমাতে পুরনো আইন লাগু করতে চাইছেন কলকাতায়।

মেয়র বলেন, "আইন করে সাধারণ মানুষের সিগারেট-বিড়ি খাওয়া বন্ধ করা যাবে না। যেভাবে জল নষ্ট করবেন না, জঞ্জাল ফেলবেন না, গাছ কাটবেন না বলে গণ-আন্দোলন হয়েছে সেভাবেই তামাকজাত পণ্য ব্যবহারও বন্ধ করতে হবে। মানুষকে আরও বেশিদিন বাঁচতে হবে বলেই সচেতন কর্মসূচিকে গণ-আন্দোলনের পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। পরিবারের স্বার্থে সবাইকে আরও বেশিদিন বাঁচতে হলে বিড়ি-সিগারেট ছাড়তেই হবে। প্রতিটি মানুষকে অন্য একজন ব্যক্তিকে বিড়ি-সিগারেটের নেশা ছাড়াতে হবে।"

রাজস্থানে পুকুরে স্নান করার সময় জলে ডুবে মৃত্যু চারটি বালকের, শোকস্তব্ধ পরিবারের সদস্যরা

কারৌলি (রাজস্থান), ১ জুন (হি.স.): রাজস্থানের কারৌলি জেলায় পুকুরে স্নান করার সময় জলে ডুবে মৃত্যু হল চারটি বালকেরউ শুক্রবার সন্ধ্যায় মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে কারৌলি জেলার শঙ্করি গ্রামেউ মৃত বালকদের বয়স ৫-১২ বছরের মধ্যেউ শুক্রবার সন্ধ্যায় শঙ্করি গ্রামে গবাদি পশুদের ঘাস খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিল ওই চারজন বালকউ গবাদি পশুরা যখন ঘাস খাচ্ছিল, সেই সময় পুকুরে স্নান করতে নামে চারজন বালকউ রাত হয়ে যাওয়ার পর গবাদি পশুরা বাড়ি ফিরলেও, বালকেরা নিখোঁজ ছিলউ এরপর অনেক খোঁজাখুঁজির পর রাতে পুকুর থেকে তাঁদের দেহ উদ্ধার হয়উ ময়য়নাতদন্তের পর মৃতদেহ গুলি শনিবার পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছেউ

লাঙ্গরি পুলিশ স্টেশনের এসজিও গিররাজ জানিয়েছেন, শুক্রবার সন্ধ্যায় শঙ্করি গ্রামে গবাদি পশুদের মাঠে চড়াতে নিয়ে গিয়েছিল ওই চারজন বালকউ গবাদি পশুরা যখন ঘাস খাচ্ছিল, সেই সময় পুকুরে স্নান করতে নামে ওই চারজন বালকউ রাত হয়ে যাওয়ার পর গবাদি পশুরা বাড়ি ফিরলেও, বালকেরা নিখোঁজ ছিলউ এরপর অনেক খোঁজাখুঁজির পর রাতেই পুকুর থেকে তাঁদের দেহ উদ্ধার হয়উ চারটি বালকের অকাল মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ তাঁদের পরিবারের সদস্যরা

রাহুলের নেতৃত্ব জন গ্রাহ্যতা পায়নি

অপূর্ব দাস

শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যশালী কংগ্রেস দলটি গড়ে উঠেছে গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে। সুবিস্তৃত এই দল অনেকটা বিশাল জাহাজের মতো। পরাজয়ের ধাক্কায় এখন টালমাটাল অবস্থা। লোকসভা ভোটে ১৮টি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে কংগ্রেস কোনও খাতা খুলতেই পারেনি। ২০১৪ লোকসভা ভোটে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে দল সেই যে আবর্তে পড়েছিল তার থেকে এখনও বেরিয়ে আসতে পারেনি। ষোড়শ লোকসভায় সাকুল্যে সদস্য ছিল ৪৪। পাঁচ বছর পর তা বেড়ে ৫২। আর বিজেপি তিনশো ছাড়িয়ে গেছে। লোকসভায় এবারেও। মোদি ঝড়ে কংগ্রেস জাহাজ দিশাহীন। জাহাজের ক্যাপ্টেন উদভ্রান্ত। নাবিকরা গভীর সংকটের মুখে। সংকটমোচনের লক্ষ্যে ২৫ মে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসেছিল দিল্লিতে। সেখানে দপপতি ক্ষমতার শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন প্রবীণ নেতার বিরুদ্ধে পুত্রদের নির্বাচনী টিকিট পাইয়ে দিতে তদ্বির করেছিলেন বলে তোপ গেদেছেন। বেশ কিছু প্রবীণ নেতার ওপর তিনি চটেছেন। দলের 'ন্যায়' প্রবল্প ও 'রাফায়েল' দুর্নীতি ইস্যুকে দলের নেতারা প্রচারে তেমন গুরুত্ব না দেওয়াতে ক্ষোভ প্রকাশও করেন। ব্যর্থতার দায় নিজের কাঁধে নিয়ে ক্ষুব্ধ রাহুল কর্মসমিতির সদস্যদের সাফ জানিয়ে দেন সভাপতি পদে আর তিনি থাকবেন না। তবে দলীয় সংগটনের কাজে থাকবেন। তিনি বিকল্পের সন্ধান করতে বলেন। এও জানিয়ে দেন যে, সোনিয়া গান্ধি অথবা প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরার নাম যেন সভাপতি পদের জন্য বিচার না করা হয়। তারপর থেকে দলে এক অভূতপূর্ব সংকট চলছে। প্রবীণ ও নবীন নেতারা তাঁকে মতবাদলের জন অনেক

চেষ্টাচরিত্র করে যাচ্ছেন কিন্তু ক্যাপ্টেন এখন ও সিদ্ধান্তে অনড়। সোনিয়া, প্রিয়াঙ্কা, গেহলট, সুরজেওয়ালা, বেণুগোপালরা থেকে দলের তাবড় তাবড় নেতারা রাহুলকে বোঝানোর চেষ্টা করেও এখন পর্যন্ত সফল হননি। সচিন পাইলট তো বলেই দিয়েছেন রাহুল হাল ছেড়ে দিলে তিনি ও দল ছেড়ে দেবেন।

অনেকে আবার রাহুলের ইস্তাফা দেওয়ার মধ্যে নাটকের গন্ধ পেয়েছেন। এক ঢিলে দুই পাখি মারার কৌশল দেখছেন। ভোটে বিপর্যয়ের পর বেশ কয়েকটি রাজ্যের নেতাদের মধ্যে শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে চাপা ক্ষোভ প্রকাশ্যে চলে আসে। রাজস্থান, কর্ণাটক থেকে কয়েকজন নেতা সভাপতি বদলের পক্ষে সরব হন। পদত্যাগের চাল দিয়ে রাহুল কি দলের বুড়ো নেতাদের খবরদারি বন্ধ করা আর বিক্ষুব্ধদের নিয়ন্ত্রণ করার পথ ধরেছেন? দলের মধ্যে গেল গেল রব ওঠার পর পরিস্থিতি অনুকূল হলে 'আচ্ছা ঠিক আছে, আপনারা যখন এত করে বলছেন তখন না হয় থেকেই যাচ্ছি' বলে মত বদল করে নেবেন।

রাজীব গান্ধি তখন কংগ্রেস সভাপতি। ১৯৮৫ সাল। মুম্বাইয়ে কংগ্রেসের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রসঙ্গে দলের অভ্যন্তরীণ অবস্থা নিয়ে রাজীব স্পষ্ট বলেছিলেন, 'দল এখন চাটুকার ও ভাড়াটে (সাইকোফ্যান্ট অ্যাণ্ড মারসিনারিস) লোকজনে ভরে গেছে'। রাহুলের গলায় কি তাঁর বাবার সুর যেন বেজে উঠেছে? তিনি বোধহয় জানেন গান্ধি পরিবার ছাড়া কংগ্রেস কোনওবাবেই ঐক্যবদ্ধ থাকবে না। বুড়োদের সরিয়ে তরুণদের আনতে হলে আঙুল বাঁকা করতে হয়। কিন্তু তাঁর দাওয়াইয়ে এখন দিশেহারা অবস্থা ক্ষণতার বৃত্ত আঁকড়ে থাকা নেতাদের। বিজেপির ফাঁদে পা না দেওয়ার কথা তুলে রাহুলকে সতর্ক করে দিয়েছেন কেউ কেউ। ফল খারাপ হওয়ায় ভেঙে না পড়ে ইন্দিরা গান্ধির দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন শীলা দীক্ষিত। ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা হেরে গিয়েও আড়াই বছর পর ফিরে এসে অনেকদিন ক্ষমতায় ছিলেন। পরিবারের শুভানুধায়ী শশী থারুর মনে করেন বিপর্যয় থেকে দলকে তুলে ধরার ক্ষমতা রয়েছে রাহুলের। ইউপিএ শরিক লালুপ্রসাদ যাদব রাহুলের ইস্তাপার সিদ্ধান্তকে 'আত্মঘাতী' বলেছেন। অন্য শরিক এনসিপি ও ডিএমকে রাহুলেরই স্বপদে থাকা উচিত বলে মনে করে। কংগ্রেসের মধ্যে ক্ষমতালিপ্সরা ভালমতই জানে গান্ধি পরিবারের কাউকে যদি কংগ্রেসের কুমুটে না পরানো হয় তাহলে দলকে টিকিয়ে রাখা কঠিন। ক্ষমতান্ধ কিছু নেতা আলোকবৃত্তের মধ্যেই এঁটুলির মতো লেপ্টে থাকতে চান গান্ধি পরিবারকে সামনে রেখে। তাঁদের আশঙ্কা গান্ধির না থাকলে হাতে হ্যারিকেন ধরতে হবে। দলের ব্যাটন হাতে পাওয়ার জন্য তখন অন্তর্কলহ বেঁধে যাবে। ভেঙে টুকরো টুকরো হবে দল। যেটা বিজেপি চায় বলে অনেকের আশঙ্কা। আবার উল্টোদিক কংগ্রেসকে ছেড়ে গান্ধি পরিবারই বা থাকবে কীভাবে? দলের জন্যই তাঁদের মান-প্রতিপত্তি সমৃদ্ধি। অন্য কেউ দলের রাশ বাগিয়ে নেবে তা হতে দেবে কখনও। ১৯৯৮ সালে সেরকমই এক পরিস্থিতিতে কংগ্রেস সভাপতি সীতারাম কেশরীকে হটিয়ে সোনিয়া গান্ধি শীর্ষে চনে বসেছিলেন। এখন শেষ কথা বলেন, তিনিই। রাহুল ননন।

প্রেক্ষাপট বিচারের নেতা হিসাবে রাহুল এখনও পর্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেননি। গান্ধি পরিবারের সন্তান হিসেবে তাঁকে দলের চুড়োয় বসানো হয়েছে। তার আগে সোনিয়ার ছায়ায় থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তাঁর আচরণ দেখে অনেকেত নাম দিয়েছিলেন। পাপ্পু। বক্তা হিসাবে ব্যথা। সংসদে তাঁর আচরণে পরিপক্কতার ছাপ ধরা পড়েনি। দায়িত্বপূর্ণ রাজনীতিক হিসাবে নিজেকেও মেলে ধরতে পারেননি। উল্টোলিকে তাঁর প্রতিপক্ষ বিজেপির নরেন্দ্র মোদি। পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র আক্রমণ এবারের ভোটে অন্যতম ইস্যু হয়ে ওঠে। নিত্যনতুন শরনিক্ষেপ করে মোদি যখন কংগ্রেস শিবির তছনছ করে দিয়েছেন কংগ্রেসের তখন হাঁকপাঁক দশা।

গণতন্ত্রে শক্তিশালী বিরোধী দল থাকা খুবই প্রয়োজন। তা না হলে গণতন্ত্রের বিপদ। জনগণের বিপদ। বিজেপির দৃষ্টিকোণ থেকে রাহুল সভাপতি থাকলে গেরুয়া দলেরই আখের সুবিধা। দুর্বল প্রতিপক্ষ থাকলে গুণে গুড়ে গোল দেওয়া যায়। সেদিক থেকে আগামী ৫০ বছর রাহুলকে সভাপতি রাখার প্রস্তাব দিয়েছেন গেরুয়া শিবিরের অসমের নেতা হিমন্তবিশ্ব শর্মা চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়।

(সৌজন্যে ঃ দৈ স্টেটসম্যান)

কলমের শত্রু হল কম্পিউটার

পলাশ বরন পাল

মানুষের কতটুকু জমি দরকার, একটি বিখ্যাত গল্পে তার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন লেভ তলস্তয় মহাশয়। কিছু মানুষের কতগুলো কলম প্রয়োজন, সে সম্পর্কে কোনও ভুয়োদর্শী ব্যক্তি কিছু লিখে গিয়েছেন বলে জানি না। যাঁরা তেমন ভুয়ো কিছু দেখেননি, তাঁরা এ সম্পর্কে নীরব।

আমি আমার মতো করে এ নিয়ে চিন্তা করেছি। লেখেছি, প্রয়োজনীয় কলমসংখ্যার দু'রকম হিসেবে আছে। এক হল, ঘর-বাড়ি -অফিস-কাছারি মিলিয়ে একজন মানুষ কতগুলো কলমের মালিক হতে পারে, বা অন্তত মন চাইলেই কতগুলো কলম ব্যবহার করতে পারে। দ্বিতীয় হিসেব হল, সেই ব্যক্তি যখন তার নিজের ব্যক্তিগত এলাকা ছেড়ে বেরয়, তখন তার কাছে ক'টা কলম থাকে। অর্থাৎ, ধরুন রাস্তায় হঠাৎ তার সঙ্গে আপনার দেখা হল-তখন তার কাছে ক'টা কলম থাকবে? দুটো হিসেব অনেকটা কম্পিউটারের ROM আর RAM-এর মতো—প্রথমটি হল, মোট কত তথ্য কম্পিউটার সঞ্চয় করতে পারে তার পরিমাণ হল দ্বিতীয়টি। কিন্তু কম্পিউটারের কথা তুললে চলবে না, সে হল কলমের শত্রু।

কলমের কথায় ফিরে আসি। মোট কলম, কে কতগুলো বব্যহার করবেন, তা নিয়ে মতান্তর ঘটতেই পারে, কিন্তু মনান্তর সচরাচর ঘটে না। কেউ একটি কলমেই একনিষ্ঠ, কারও দু'টি বা তিনটিতেই কাজ চলে। এ হল হিসেবের শুরুর দিক। আর ওপরের দিকে উঠলে দেখবেন, বাসক্ষেত্র-কর্মক্ষেত্রে মিলিয়ে কেউ পাঁচ চ'টা কলম পিষছেন, তেমন তেমন শৌখিন লোকেদের ডজনখানেক কলম খাকাটাও বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু পরচর্চা থাকা। আমি তো আর তলস্তয় নেই---কিছু বলতে গেলেই অন্যরা খেঁকিয়ে তেড়ে উঠে হয়তো বলতে পারেন, " ামার ক'টা কলম তা নিয়ে আপনার মন্তব্য করার দরকার কী মশাই? নির্বাচন কমিশন— যারা বাড়ি-গাড়ি-ঘটি-বাটি সমস্ত সম্পত্তির হিসেবে চায়, তারা পর্যন্ত কোন প্রার্থীর কলম ক'টা তা জানতে চায় না। আর আপনি এসেছেন ইয়ে করতে।

'ইয়ে করা' কথাটা বেশ ভেবেচিন্তেই বসাতে হল, কেননা আসলে যেসব শব্দগুলো মনে আসছিল, সেগুলো লিখলে বোধহয় ভাল দেখাত না। যাই হোক, আমি আমার নিজের কথাই বলছি। স্বীকার করে নিচ্ছি, কলমের ব্যাপারে জীবনে আমি খুব একটা সংযম দেখাতে পারিনি। আগে বলছিলাম ডজন কলম যিনি ব্যবহার করেন, তিনি শৌখিনের দলে পড়েন। এইভাবে শ্রেণিবিভাগে করতে থাকলে আমাকে বাউন্ডুলে বলতে হবে। কত কলম যে আমার হাতে দিয়ে এসেছে, গিয়েছে—তার হিসেব নেই, এ সম্বন্ধে আমি যত মন্তব্য শুনেছি তার সংখ্যা বোধহয় আমার কলমের সংখ্যার চেয়েও বেশি। কেন এই বহুগামিতা? দু'টি কারণে। প্রথমত, বিভিন্ন ধরনের কলম লাগাতে পারে বিভিন্ন কাজে। কাগজে লেখার জন্য একরমনের কলম। ব্যাঙ্কের কার্ডের পিছনে সেই করতে গেলে সেটা আবার পিছলে যায়, অতএব আর একরকমের কলম। খবরের কাগজ খুলে শব্দছক বা সুদোকু করতে গেলে চাই শুকনো কালির কলম, কেননা সে কাগজ কালি শোষে। যদি কার্বন কপি করতে হয় তাহলে ধারালো কলম চাই যাতে তলার স্তরেও চাপ ভালভাবে পৌঁছয়। আবার চেক লিখে সই করতে গেলে খুব মোলায়েম কলম বাঞ্ছনীয়, যাতে সইয়ের হালকা দাগ পরের কেচে গর্ত না ফেলে দেয়। আকজাল অনেক ক্লাসঘরে কালো বোর্ডের ওপর চক দিয়ে লেখার বদলে সাদা একরকমের বোর্ডের ওপর কলম দিয়ে লেখার ব্যবস্থা, সেখানে পড়াতে গেলে তার জন্য তৈরি বিসেষে কলম ব্যবহার করতে হয়। দেখুন, নয় নয় করে আধডজনের বেশি কলম তো এখানেই হয়ে গেল।

বহুগামিতার দ্বিতীয় কারণ নানা রঙের কলম দরকার হতে পারে বিভিন্ন সময়ে। পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের চোটবেলায় এসব কিছু না, তখন জলরঙের বাক্সে রঙের নাম বানিয়ে তা লিখে দিয়েছিল কলমের গায়ে। তারা তো লিখেই খালাস, কিন্তু তা মনে রাখি কীভাবে? এ প্রায় কলকাতার পাতালরেলের স্টেযনের নাম মনে রাখার মতো—কোনটা মাস্টারদা আর কোনটা সুভাষ মুখুজ্জে, তা দিন-রাত্তির চেষ্টা করেও

ম্যানেজ করা যাচ্ছে না। তার ওপরে রঙের কিছু কিছু নাম আবার বিদেশি কিছু ফুল-ফলের নাম থেকে নেওয়া, সেসব জিনিস আমরা চোখেই দেখিনি। এ সমস্যায় একবার পড়েছিলাম ইশকুলে কেমিস্ট্রি পড়ার সময়ে। হয়তো বল হল---অমুকের সঙ্গে তমুক মেশালে ক্যানারি পাখির পালকের মতো রঙের একটি পদার্থ তৈরি হবে বিলিতি বইয়ে তা লেখা আছে, তা থেকে টুকে দিশি বইয়েও একই বর্ণনা।

হাতেনাতে পরীক্ষা করে দেখার চেষ্টা হল। ভেজাল-টেজাল ছিল কি না জানি না, টেস্টটিউব জুড়ে দেখা দিল গোলাপিং রং। মাস্টারমশাইকে দেখালাম, তিনিও জীবনে কখনও ক্যানারি পাখি দেখেননি, একগাল হেসে বললে, 'হয়তো ক্যানারি ওইরকমই হয়।

একটু রাশভারী বই যা যা পড়তাম বহুদিন পর্যন্ত তাতে একটিও দাগ দিতাম না, যাতে বই নতুনের মতো থাকে। তারপর দেখলাম তাতে ক্ষতি, কেননা দরকারি কোনও অংশ পরে খুঁজে বের করতে গেলে খুবদ্বিরবস্থা হচ্ছে। তাই ভাবলাম গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো একটু দাগ-টাগ দিয়ে রাখি। চৌষট্টিটা রঙের থেকে একটা তুলে নিয়ে দাগালাম এক জায়গায়। কয়েক দিন পরে অন্য একটা পাতায় দাগাতে গিয়ে দেখি, আগে দিন কোন রং দিয়ে দাগ দিয়েছি তা মনে পনছে না। পাশে একটা কাগজ নিয়ে দাগ কেটে কেটে রং মেলানোর চেষ্টা শুরু করা হল। দুটো রঙে তফাত এতই কম যে কোনটার সঙ্গে আগের দাগের রং মিলছে বুঝলাম না। বইটাকে বহু বর্ণরঞ্জিত করা উচিত হবে কি না, ভারতে ভাবতে শেষকালে 'দুত্তেরি ছাই' বলে ঠিক করলাম, একেবারে পরিষ্কার লাল বা নীল ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করব না। চৌষট্টির মায়া ত্যাগ করলাম। তাও মেরেকেটে খান কুড়ি রয়ে গেল, যেগুলোর রঙের নাম জানতাম। তলস্তয়ের সেই বিখ্যাত গল্পের শেষের মতো এই শিক্ষা পাওয়া গেল যে, মানুষ যতগুলো রঙের নাম মনে রাখতে পারে তার চেয়ে বেশি রঙিন কলমের তার দরকার নেই।

এ তো এর কথা হচ্ছিল। এবার এর কথায় আসি। সিংহ যখন গুহা ছেড়ে বেরয়, মৌমাছি যখন চাক ছেড়ে ওড়ে তখনকার কথা। রাস্তাঘাটে হাটে বাজারে কতগুলো কলম সঙ্গে রাখব, তা নিয়েও চিন্তা। এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত অন্য একটা প্রশ্ন---পকেট কত বড় তাতে কতগুলোর জায়গা হয়? বুকের ছাতি ৫৬ ইঞ্চি হলে আপনি দশ ইঞ্চি চওড়া পকেট করতে পারেন— আমাদের মতো মধ্যবিত্ত বক্ষে অথটা সয় না। তার ওপরে নানা কার্ড ইত্যাদিতে অনেক জায়গা খেয়ে নেয়। এইসব ভেবেচিন্তে বেশ আপস করেই স্থির করেছিলাম যে চারটে কলম হলেই চলবে। ধরুন কালে াকলম একটা না হলেই নয়। তার সঙ্গে নীল তো একটা লাগেই, কেননা যদি কালো কালিতে লেখা কোনও ফর্মে সই করতে হয় তাহলে সইয়ের রংটা আলাদা হলে সহজে চোখে পড়ে তার সঙ্গে আমার পেশার কারণে লাল রঙের কলম প্রয়োজন, ছাত্রদের খাতা দেখতে গেলে লাগে। এগুলোকে আমি অত্যাবশক বস্তুর পর্যায়ে ফেলি। এর সঙ্গে বলতে পারেন একটু শৌখিনতা করেই সবুজ একটা কলমও রাখতাম পকেটে, যদি কোথাও দাগাতে-টাগাতে হয় সেই জন্য।

এই অতি পরিমিত ব্যবস্থাতেও মন্তব্যের ঝড় বয়ে গেল। চারটে কলম দেখে যে এতরকমের মন্তব্য করা সম্ভব— তা আমার মাথাতেই আসেনি। কেউ বললেন, 'আচ্ছা, রাস্তা-ঘাটে কি আপনার ছাত্রদের খাতা সংশাধন করতে হয় ? না, হয় না, কিন্তু বাড়িতে এবং অফিসে একটা লাল কমল রাখতে হয় বেড়ে যায়। কেউ বললেন, 'ব্যাগে রাখলেই তো পারেন, পকেটে ফলাও করে বিজ্ঞাপনের মতো বয়ে বেড়ানোর দরকার কী? কী মুশকিল, ব্যাগে শুয়ে থাকলে যে কালি চুঁইয়ে বেরিয়ে যেতে পারে, তা কী করে বোঝাই! সবুজের কী দরকার, তা ব্যাখ্যা করাও ঝামেলা। অবশেষে সবুজটি পকেট থেকে ত্যাগ করলাম, বাড়িতে একটা অফিসে একটা রেখে দিয়েছি।

তাতেও কি মন্তব্যের খামতি আছে? বিয়েবাড়িতে গিয়েছি, একজন জিজ্ঞেস করলেন, পকেটে আমার তিনটে পেন, কেন? আমি বললাম, 'কাজে লাগে' তিনি বললেন, বিয়েবাড়িতে কোন কাজে লাগবে? আমি আর উত্তর দিলাম না। হুঁ বিয়েবাড়ির জন্য যদি পকেটে থেকে বের করে বাড়িতে রেখে যাই, তারপরে বাড়ি ফিরে রাত্তিরে যদি আবার পকেটে পুরতে ভুলে যাই। তাহলে? কালকে তাহলে অফিসে গিয়ে করব কী? না আমি অনেক ভেবে দেখেছি, তিনটের কমে আমার চলবে না। রাস্তায় ঘাটে জুতো-জামা যেমন অপরিহার্য, তেমনই তিনটে কলমও আমার চাই। আমার লালকলম নীলকলম, আর তার সঙ্গে কালোকমল।

(সৌজন্যে ঃ প্রতিদিন)

শনিবার সমাপ্ত হলো ২ দিন ব্যাপী লিভারকন অনুষ্ঠান। ছবি- নিজস্ব।

আন্তর্জাতিক পশু পাচারচক্রের হদিশ কলকাতায় উদ্ধার সিংহ শাবক ও বিরল প্রজাতির তিনটি বানর

কলকাতা, ১ জুন (হি.স.): পাচার করার আগেই মহানগরীর বুকে ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্টোল ব্যুরো, ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্টোল ইউনিট এবং পশ্চিমবঙ্গ ফরেস্ট ডাইরেক্টরেট-এর যৌথ উদ্যোগে উদ্ধার করা হল সিংহ শাবক ও তিনটি বিরল প্রজাতির বানরউ মুম্বইয়ে পাচার করার জন্য বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছিল সিংহ শাবক ও বিরল প্রজাতির তিনটি বানরকেউ কিন্তু, পাচারকারীদের সেই চেষ্টা ভেস্তে দিয়েছে ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্টোল ব্যুরো, ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্টোল ইউনিট এবং পশ্চিমবঙ্গ ফরেস্ট ডাইরেক্টরেটউ শনিবার ভোররাতে বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়েতে একটি স্করপিও গাড়ি থেকে সিংহ শাবক ও বিরল প্রজাতির তিনটি বানর উদ্ধার করেছে ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্টোল ব্যুরো, ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্টোল ইউনিট এবং পশ্চিমবঙ্গ ফরেস্ট ডাইরেক্টরেটউ এই ঘটনায় গাড়ির চালক-সহ ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছেউ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে গাড়িটিওউ এই পশু পাচার চক্রের সঙ্গে আর কে কে জড়িত রয়েছে, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্টোল ব্যুরো, ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্টোল ইউনিট এবং পশ্চিমবঙ্গ ফরেস্ট ডাইরেক্টরেটউ

গোপন সূত্রে খবর পাওয়া যায় স্করপিও গাড়িতে বেশ কয়েকটি পশু পাচার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছেউ গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শনিবার গভীর রাত থেকেই ওঁত পেতে থাকে ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্টোল ব্যুরো ও ওয়াইল্ড লাইফ কন্টোল সেলউ শনিবার ভোররাতে দু'টো নাগাদ বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়েতে কেন্দ্রীয় বিহার হাউজিং কমপ্লেক্সের কাছে একটি স্করপিও গাড়ি আটক করা হয়উ ওই গাড়ি থেকেই উদ্ধার করা হয়েছে সিংহ শাবক ও বিরল প্রজাতির তিনটি বানরকেউ প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বাংলাদেশ থেকে বনগাঁ হয়ে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছিল পশুগুলিকেউ কলকাতা থেকে পশ্চিম ভারতের কোথাও পাচার করার পরিকল্পনা ছিলউ এই পশু পাচার চক্রের সঙ্গে আর কে কে জড়িত রয়েছে, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে

চাপ তৈরি করতে কৌশল বিজেপি কর্মচারী সমিতির

কলকাতা, ১ জুন (হি . স.) : মুখ্যমন্ত্রীর ওপর চাপ তৈরি করতে কৌশল অবলম্বনের পথ ধরছে রাজ্য সরকারের বিজেপি প্রভাবিত কর্মচারী সমিতি। অবিলম্বে বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান এবং ১ মে ২০১৬ থেকে কেন্দ্রীয় বেতনহার রূপায়ণের দাবিতে এই সমিতি আন্দোলন শুরু করেছে।

শনিবার সমিতির আহ্বায়ক দেবাশিস শীল 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "জয় শ্রীরাম শুনলেই মুখ্যমন্ত্রীর রক্তের চাপ বেড়ে যাচ্ছে। উনি গ্রেফতারের নির্দেশ দিচ্ছেন। আমরা কুকুরের মুখোশ পড়ে ঘেউ ঘেউ করব। দেখি কোন যুক্তিতে, কীভাবে বাধা দেন। আমরা বেতন কমিশনের চেয়ারম্যান অভিরূপ সরকারকেও ঘেরাও করব।"উল্লেখ করা যেতে পারে, সরকারি কর্মীদের বেতনহারের দাবিকে মুখ্যমন্ত্রী কুকুরের ঘেউ ঘেউয়ের সঙ্গে তুলনা করে প্রকাশ্যেই মন্তব্য করেছেন। এই কারণেই বিজেপিপন্থী কর্মচারী সমিতি এই কৌশল নিতে যাচ্ছে।

সরকারি কর্মচারী পরিষদের আহ্বায়ক দেবাশিস শীলের কথায়, রাজ্য সরকারি কর্মীরা নিজেদের হকের পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

অভিরূপবাবু নিজে একজন কেন্দ্রীয় সরকারি চাকুরে হয়ে সর্বোচ্চ হারে মহার্ঘভাতা পাচ্ছেন। আর রাজ্য কর্মীদের হকের পাওনা দিচ্ছেন না। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়োগ করতে হবে। পাশাপাশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের উচ্চ স্কেল কার্যকর করার দাবিও তোলা হয়েছে। এদিকে, ষষ্ঠ বেতন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে বিজেপি প্রভাবিত রাজ্য সরকারি কর্মী সংগঠনগুলি। একমাসের মধ্যে কর্মীদের প্রাপ্য বেতন বৃদ্ধির সুপারিশে সিলমোহর না পড়লে বিকাশ ভবনে কমিশনের চেয়ারম্যান অভিরূপ সরকারকে চেয়ার থেকে উৎখাত করার ডাক দিয়েছে গেরুয়া সংগঠনগুলি। শুক্রবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসে এই বিক্ষোভে শামিল হয় সরকারি কর্মচারী পরিষদ, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিস কর্মচারী পরিষদ এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইমারি ট্রেন্ড টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের মতো কিছু সংগঠন।

আন্তর্জাতিক পশু পাচারচক্রের হদিশ : কলকাতায় উদ্ধার সিংহ শাবক ও বিরল প্রজাতির তিনটি বানর

কলকাতা, ১ জুন (হি.স.): পাচার করার আগেই মহানগরীর বুকে ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্টোল ব্যুরো ও ওয়াইল্ড লাইফ কন্টোল সেলের যৌথ উদ্যোগে উদ্ধার করা হল সিংহ শাবক ও তিনটি বিরল প্রজাতির বানরউ মুম্বইয়ে পাচার করার জন্য বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছিল সিংহ শাবক ও বিরল প্রজাতির তিনটি বানরকেউ কিন্তু, পাচারকারীদের সেই চেষ্টা ভেস্তে দিয়েছে ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্টোল ব্যুরো ও ওয়াইল্ড লাইফ কন্টোল সেলউ শনিবার ভোররাতে বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়েতে একটি স্করপিও গাড়ি থেকে সিংহ শাবক ও বিরল প্রজাতির তিনটি বানর উদ্ধার করেছে ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্টোল ব্যুরো ও ওয়াইল্ড লাইফ কন্টোল সেলউ এই ঘটনায় গাড়ির চালক-সহ দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছেউ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে গাড়িটিওউ এই পশু পাচার চক্রের সঙ্গে আর কে কে জড়িত রয়েছে, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্টোল ব্যুরো ও ওয়াইল্ড লাইফ কন্টোল সেলউ

গোপন সূত্রে খবর পাওয়া যায় স্করপিও গাড়িতে বেশ কয়েকটি পশু পাচার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছেউ গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শনিবার গভীর রাত থেকেই ওঁত পেতে থাকে ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্টোল ব্যুরো ও ওয়াইল্ড লাইফ কন্টোল সেলউ শনিবার ভোররাত দু'টো নাগাদ বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়েতে একটি স্করপিও গাড়ি আটক করা হয়উ ওই গাড়ি থেকেই সিংহ শাবক ও বিরল প্রজাতির তিনটি বানরকেউ প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বাংলাদেশ থেকে বনগাঁ হয়ে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছিল পশুগুলিকেউ কলকাতা থেকে মুম্বইয়ে পাচার করার পরিকল্পনা ছিলউ এই পশু পাচার চক্রের সঙ্গে আর কে কে জড়িত রয়েছে, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে

ভার্জিনিয়ায় সহকর্মীদের ওপরে গুলি, মৃত ১১

ভার্জিনিয়া, ১মে (হি. স.) : সহকর্মীদের ওপরে বেপরোয়া গুলি চালিয়ে ১১ জনকে মেরে ফেলল এক সরকারি কর্মী। শুক্রবার সন্ধেয় ঘটনাটি ঘটেছে ভার্জিনিয়ার বিচের একটি সরকারি অফিসে।

ভার্জিনিয়ার সিটি পুলিশ কমিশনার বলেন, এক বন্দুকধারী ভার্জিনিয়া মিউনিসিপাল ভবনে ঢুকে বেপরোয়া গুলি চালিয়ে দেয়। বন্দুকবাজ ওই ব্যক্তি পুলিশের ওপরেও গুলি চালায়। পাল্টা গুলি করে পুলিশ। তাতে মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। ঘটনায় এক পুলিশকর্মীসহ

ছয়ের পাতায়

রাজনৈতিক হিংসা অব্যাহত : ক্যানিংয়ে প্রহৃত মহিলা বিজেপি কর্মী, অভিযুক্ত তৃণমূল

ক্যানিং (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ১ জুন (হি.স.): বঙ্গভূমিতে ভোট-পরবর্তী রাজনৈতিক হিংসা অব্যাহত। এবার ঘটনাস্থল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং। রাজনৈতিক হিংসা থেকে রেহাই পাচ্ছেন না মহিলারাও। শুক্রবার সন্ধ্যায় ক্যানিং থানার অন্তর্গত পাঙ্গাস খালি গ্রামে তৃণমূল কর্মীদের হাতে প্রহৃত হলেন একজন মহিলা বিজেপি কর্মী, অভিযোগ এমনই। আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর নাম সুফিয়া লস্কর। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই মহিলা বিজেপি কর্মীকে প্রথমে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল ভর্তি করা হয়। কিন্তু, শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

অভিযোগ, এর আগে গত ২২ মে বিজেপি মহিলা কর্মী সুফিয়া লস্করকে মারধর করা হয়। সেই কারণে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। আর সেই অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য লাগাতার হুমকি দেওয়া হয় তাঁকে। সেই কারণে সুফিয়া লস্কর গত ২৮ মে আরও একটি অভিযোগ দায়ের করেন। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়ে অভিযুক্তরা, শুক্রবার সন্ধ্যায় বেশ কয়েক জন মহিলা ও পুরুষ তৃণমূল কর্মীরা সুফিয়া লস্করের বাড়িতে চড়াও হয়ে তাঁকে লোহার রড ও লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করে। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই মহিলা বিজেপি কর্মীকে প্রথমে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল ভর্তি করা হয়। কিন্তু, শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে, যদিও নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

স্বস্তিতে আম জনতা, ক্রমশই নিম্নমুখী পেট্রোপণ্যের মূল্য

নয়াদিল্লি, ১ জুন (হি.স.): কমেই চলেছে পেট্রোপণ্যের মূল্য। শনিবার পুনরায় দাম কমল পেট্রোলের, পাশাপাশি নিম্নমুখী ডিজেলের দামও। মধ্যরাত থেকে নয়াদিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাইয়ে যথাক্রমে, ০.১১ পয়সা, ০.০৫ পয়সা, ০.০৬ পয়সা এবং ০.০৭ পয়সা করে কমেছে পেট্রোলের দামউ পাশাপাশি দিল্লি-সহ চার মেট্রো সিটিতে ডিজেলের দাম কমেছে যথাক্রমে, ০.১৫ পয়সা (দিল্লি), ০.০৬ পয়সা (কলকাতা), ০.১১ পয়সা (মুম্বই) এবং ০.১২ পয়সা (চেন্নাই)উ নতুন মূল্য অনুযায়ী, কলকাতায় ১ লিটার পেট্রোলের দাম ৭৩.৭৪ টাকাউ দিল্লিতে পেট্রোলের নতুন দাম লিটার পিছু ৭১ টাকা ৬২ পয়সা, মুম্বইতে পেট্রোলের নতুন দাম ৭৭ টাকা ২৮ পয়সাউ পাশাপাশি চেন্নাইতে পেট্রোলের নতুন মূল্য হল ৭৪ টাকা ৩৯ পয়সাউ এছাড়াও কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই ও

ছয়ের পাতায়

গুয়াহাটি বোমা-কাণ্ড : আরও চারদিনের পুলিশি হেফাজতে জাহ্নবী ও প্রাণময়, ক্যামেরার সামনে ঘটনার বর্ণনা অভিযুক্তদের

গুয়াহাটি, ১ জুন (হি.স.) : গুয়াহাটি মহানগরে গত ১৫ মে রাতে সংগঠিত গ্রেনেড বিস্ফোরণ কাণ্ডে মূল দুই অভিযুক্ত প্রাণময় রাজগুরু এবং জাহ্নবী শইকিয়াকে আরও চারদিনের জন্য নিজেদের জিম্মায় নিয়েছে পুলিশ। ২৭ মে পুলিশ হেফজতের মেয়াদ সম্পূর্ণ হলেও ঘটনাস্থলে অভিযুক্তদের নিয়ে নকশা প্রস্তুত করা এবং অন্য অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধারের জন্য অভিযুক্ত প্রাণময় এবং জাহ্নবীকে অতিরিক্ত চারদিনের জন্য হেফাজতে নিতে আদালতের কাছে আর্জি জানিয়েছিল পুলিশ। ওই আর্জিতে শুক্রবার অনুমতি দিয়েছে আদালত।

জাহ্নবী শইকিয়ার কেঁসুলি ভাস্কর দেব কেঁওর সংবাদ মাধ্যমকে জানান, "বাজেয়াপ্তকৃত অস্ত্রশস্ত্র এবং বিস্ফোরকগুলি কোথা থেকে কেনা হয়েছিল সে-সম্পর্কে তদন্ত করবে পুলিশ। যেহেতু বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তাই ৩০ দিন পর্যন্ত পুলিশ তাদের জিম্মায় নিতে পারে, সেই বিধান রয়েছে।" এই চারদিনের মধ্যে জাহ্নবী ও প্রাণময়ের জেরা প্রক্রিয়া পুলিশ শেষ করবে বলে আশা করছেন কেঁসুলি ভাস্কর কেঁওর।

তিনি জানান, প্রাণময়, জাহ্নবী, বিজয়, চিন্ময় এবং সঞ্জীব তালুকদারকে অধিক তথ্য উদ্ধারের জন্য নিজেদের জিম্মায় রেখে বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত অভিযুক্ত বাকিদের ইতিমধ্যে কারাগারে পঠানো হয়েছে। কেঁসুলি জানান, পরিবারের লোকজন তাদের সঙ্গে এখন সাক্ষাৎ করতে পারবেন বলেও অনুমতি দিয়েছে আদালত।

এদিকে তদন্তকারী জনৈক পুলিশ অফিসার জানান, ১৫ মে সংঘটিত ঘটনার পটভূমি বিশ্লেষণ করতে গত ৩০ মে পাঞ্জাবাড়িতে জাহ্নবীর ভাড়া বাড়িতে জাহ্নবী শইকিয়া, চিন্ময় চিন্ময় লহকর এবং বিজয় অসমকে নেওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে তাদের নিয়ে যাওয়া হয় ঘটনাস্থল জু-রোডে গুয়াহাটি সেন্ট্রাল (মল) প্রাঙ্গণে। কীভাবে তারা সেন্ট্রাল-এর সামনে গ্রেনেড ছুঁড়েছিল তার সবিস্তার বিবরণ দিয়েছিল ক্যামেরার সামনে। তাদের বিবরণ অনুযায়ী অভিযুক্ত চিন্ময় এবং জাহ্নবী বিস্ফোরণের ছক কষে পাঞ্জাবাড়ির ভাড়া বাড়িতে। ছক অনুযায়ী জাহ্নবী তার ভাড়ায় নেওয়া স্কুটি নিয়ে জু-রোড অভিমুখে রওয়ানা হয়। ঘটনাস্থল থেকে সামান্য দূরে অর্থাৎ জোনালির একটি এসবিআই এটিএম-এর সামনে জাহ্নবীকে স্কুটি থেকে নামিয়ে দিয়েছিল চিন্ময়। জাহ্নবীকে সেখানে নামিয়ে চিন্ময় স্কুটিতে তুলে নিয়েছিল বিজয় অসমকে। এর পর দুজন গুয়াহাটি সেন্ট্রালের সামনে আসে। গুয়াহাটি সেন্ট্রালের সামনে বিজয় অসমকে নামিয়ে কিছু দূরে স্কুটি নিয়ে ছিল চিন্ময়। গ্রেনেড ছুঁড়ে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে বিজয় অসম পালিয়ে নার্সারিতে গিয়ে পৌঁছে। পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সাতগাঁও থানায় ১৪৭/২০১৯ এবং গীতানগর থানায় ২১০/২০১৯ নম্বরে রুজু দুই মামলার ভিত্তিতে প্রাণময় রাজগুরু, জাহ্নবী শইকিয়া, বিজয় অসম, চিন্ময় লহকর, অমিতবল্লভ গোস্বামী, ইন্দ্রমোহন বরা এবং সবশেষে সঞ্জীব তালুকদারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

অমেঠীতে স্মৃতির ছায়াসঙ্গী খুন : গ্রেফতার আরও এক অভিযুক্ত, ধৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫

অমেঠী, ১ জুন (হি.স.): প্রচারের শুরু থেকে লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভ উত্তরপ্রদেশের অমেঠীতে বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানির ছায়াসঙ্গী ছিলেন বারাউলিয়া গ্রামের প্রাক্তন প্রধান সুরেন্দ্র সিং। গত ২৫ মে স্মৃতির সেই ছায়াসঙ্গীকেই দুষ্কৃতীরা বাড়িতে ঢুকে গুলি করে খুন করে। অমেঠী হত্যা মামলায় অবশেষে ৫ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর, শুক্রবার গভীর রাতে শালহাপুর এলাকায় পুলিশের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত গুলির লড়াইয়ের পর গ্রেফতার করা হয়েছে পঞ্চম অভিযুক্তকে। গুলির লড়াই চলাকালীন সামান্য আহত হয়েছেন একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর, পায়ে গুলি লাগায় গুরুতর জখম হয় ওই অভিযুক্ত। এরপর জখম অবস্থায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরে চিকিৎসার জন্য তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এ বারের লোকসভা নির্বাচনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্মৃতি ইরানির সঙ্গে প্রচার কাজ চালিয়েছিলেন বারাউলিয়ার প্রাক্তন গ্রামপ্রধান সুরেন্দ্র। রাহুল গান্ধীকে হারিয়ে অমেঠী থেকে এ বার জিতেছেন স্মৃতি। রাজনৈতিক মহলের মতে, স্মৃতির জয়ের নেপথ্যে অন্যতম মূল কারিগর ছিলেন বছর পঞ্চাশের সুরেন্দ্র। গত ২৫ মে রাত ১১.৩০ মিনিট নাগাদ কয়েক জন দুষ্কৃতী বাইকে চেপে সুরেন্দ্রর বাড়িতে আসে।

তাদের প্রত্যেকের কাছেই আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। সুরেন্দ্র তখন ঘরে শুয়েছিলেন। সেই সময়ই দুষ্কৃতীরা ঘরে ঢুকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে পর পর কয়েকটি গুলি করে পালিয়ে যায়। ঘটনার খবর চাউর হতেই গ্রামবাসীরা ছুটে আসেন। সুরেন্দ্রকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিতকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খুনের ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিল অভিযুক্তরা, কিছুদিন আগেই চারজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। আর শুক্রবার গভীর রাতে পুলিশের জালে ধরা পড়ল পঞ্চম অভিযুক্ত। অমেঠির পুলিশ সুপার (এসপি) রাজেশ কুমার জানিয়েছেন, "এই হত্যা মামলায় পঞ্চম অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শালহাপুর এলাকায় গুলির লড়াই চলাকালীন আহত হয়েছেন একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর, অভিযুক্তের পায়ে গুলি লেগেছে। জখম অবস্থায় অভিযুক্তকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শনিবার ধৃতকে আদালতে তোলা হবে।

এগরায় অস্বাভাবিক মৃত্যু নাবালিকা মেয়ের, শোকস্তব্ধ পরিজনরা

এগরা (পূর্ব মেদিনীপুর), ১ জুন (হি.স.): পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরায় অস্বাভাবিক মৃত্যু বছর ১৭-এর এক নাবালিকা মেয়েরউ এগরা থানার অন্তর্গত জেডথান গ্রামের ঘটনাউ শুক্রবার রাতে জেডথান গ্রামের বাসিন্দা ওই নাবালিকা নিজের বাড়িতেই গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেউ মৃতের নাম হল, অনিমা দাস (১৭)উ পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাঁথি মহকুমার হাসপাতালে পাঠিয়েছেউ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশউ কী কারণে আত্মঘাতী হল ওই নাবালিকা, তা ভাবিয়ে তুলছে পরিবারের সদস্যদেরউ

পুলিশ ও পরিবার সূত্রের খবর, শুক্রবার রাতে পরিবারের সদস্যদের চোখ এড়িয়ে গলায় দড়ির ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয় অনিমাউ পরিবারের সদস্যরা ততণাতএগরা থানায় খবর দেনউ থানা থেকে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছেউ নাবালিকা মেয়ের অকাল মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ পরিবারের সদস্যরাউ শোকবিহ্বল প্রতিবেশীরাও।

উত্তর প্রদেশে কারাগার থেকে পালাল বিচারাধীন বন্দী, নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

মুজাফফরনগর, ১ জুন (হি.স.): উত্তর প্রদেশে আবারও কারাগারের নিরাপত্তা নিয়ে উঠল প্রশ্নউ নিরাপত্তা রক্ষীদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে উত্তর প্রদেশের মুজাফফরনগর জেলা কারাগার থেকে পালাল বিচারাধীন একজন বন্দীউ পলাতক বন্দীর নাম হল দিলশাদউ শুক্রবার রাতে অথবার শনিবার ভোররাতের আগে কারাগার থেকে পালিয়ে গিয়েছে বিচারাধীন ওই বন্দীউ জেল সুপার এ কে সাক্সেনা জানিয়েছেন, মুজাফফরনগর জেলা কারাগার থেকে পালিয়ে গিয়েছে দিলশাদ নামে বিচারাধীন এক বন্দীউ পলাতক বন্দীকে পাকড়াও করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।

পাশাপাশি এই ঘটনায় বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কারাগার কর্তৃপক্ষউ কীভাবে নিরাপত্তা রক্ষীদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালাল ওই বন্দী, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছেউ জেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, মাত্র কিছুদিন আগেই গত ২৬ মে পাশ্ববর্তী শামলি জেলা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল দিলশাদকেউ গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেত মুজাফফরনগর কারাগারে বন্দী ছিল সেউ এই প্রথম নয়, এর আগেও বহুবার মুজাফফরনগর জেলা কারাগার থেকে পালিয়ে গিয়েছিল বন্দীরা।

হরিয়ানার গুরুগ্রামে ১.২০ কোটি টাকার জাল নোট উদ্ধার, গ্রেফতার দু'জন পাচারকারী

গুরুগ্রাম, ১ জুন (হি.স.): বহু দিন ধরেই রমরমিয়ে চলছিল জাল নোট ছাপানোর কাজউ গোপন সূত্রে খবরও পেয়েছিল গুরুগ্রাম পুলিশউ অবশেষে প্রচুর পরিমাণে জাল নোট-সহ দু'জন পাচারকারীকে গ্রেফতার করল পুলিশউ ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১.২০ কোটি টাকার জাল নোটউ এছাড়াও ল্যাপটপ এবং প্রিন্টার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছেউ

গুরুগ্রাম পুলিশ সূত্রের খবর, শুক্রবার প্রচুর পরিমাণে জাল নোট-সহ দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছেউ উদ্ধার করা হয়েছে ১.২০ কোটি টাকার জাল নোটউ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ল্যাপটপ এবং প্রিন্টারউ ধৃতদের আদালতে তোলা হলে তাদের ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়েছেউ পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, 'ল্যাপটপ এবং প্রিন্টারের সাহায্যে জাল নোট তৈরি করত অভিযুক্তরা, এরপর সেই জাল নোট পাচার করত তারাউ আমরা তদন্ত শুরু করেছিউ' তদন্তের স্বার্থে ধৃতদের নাম ও পরিচয় প্রকাশ্যে আনেনি পুলিশ।

নরেন্দ্র মোদীর জমানায় নিরাপদ মুসলমানেরা, দাবি ইকবাল আনসারি

অযোধ্যা, ১ জুন (হি.স.) : বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের জমানায় মুসলমানের নিরাপদ। শনিবার এমনই দাবি করলেন বাবরি মসজিদ বিতর্কের অন্যতম প্রধান মামলাকারী ইকবাল আনসারি।

এদিন কার্যত এআইএমআইএম নেতা আসাদউদ্দিন ওয়েইসি মন্তব্যকে সমর্থন করে ইকবাল আনসারি বলেন, আসাদউদ্দিন যা বলেছে তা একেবারে সঠিক। নরেন্দ্র মোদী সরকারের আমলে মুসলমানেরা এখন নিজেদের নিরাপদ মনে করছে। মুসলমানেরা স্বাধীন ভাবে নিজেদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করতে পারছে। পাশাপাশি দেশের বিরোধী দল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগে ইকবাল আনসারি বলেন, কংগ্রেস সংখ্যালঘুদের মনে ভয়ে ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সংখ্যালঘুরা একাত্ম হয়ে রয়েছে। বিজেপি মুসলমানদের সঙ্গে রয়েছে। আর মুসলমানেরা বিজেপির পাশে রয়েছে। সমস্ত ধর্মের মানুষ বিজেপিকে সমর্থন জানিয়েছে। কেউ কখনও ভাবতে পারেনি বিজেপি এত বিপুল ভোট পাবে। মুসলমানেরা দেশের হয়ে কাজ করতে চায়। দেশের সম্মানহানি করতে দেবে না মুসলমানেরা।উল্লেখ করা যেতে পারে এআইএমআইএম নেতা আসাদউদ্দিন ওয়েইসি বলেন, নরেন্দ্র মোদী ফের ক্ষমতায় এসেছেন, তাই মুসলমানদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

কর্ণাটকে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বাড়ির ছাদ মৃত্যু ৩ জনের, গুরুতর আহত ৪

কালাবুরাগি (কর্ণাটক), ১ জুন (হি.স.): কর্ণাটকের কালাবুরাগি জেলায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একটি বাড়ির ছাদউ ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনেরউ এছাড়াও আরও ৪ জন গুরুতর আহত হয়েছেনউ শনিবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে কালাবুরাগি জেলার মঙ্গলগি গ্রামেউ গুরুতর আহত অবস্থায় ৪ জনকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেউ তাঁদের মধ্যে দু'জনের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনকউ

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, শনিবার সকালে মঙ্গলগি গ্রামে অবস্থিত একটি বাড়ির ছাদ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েউ সেই সময় বাড়ির ভিতরে ৭ জন উপস্থিত ছিলেনউ ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে যান ৭ জনইউ সাত সকালে বিকট শব্দ শুনে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরাউ প্রতিবেশীদের ততরতায় খবর দেওয়া হয় নিকটবর্তী থানায়উ খবর পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে আসে পুলিশউ পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের ততরতায় শুরু হয় উদ্ধারকাজউ সংজ্ঞাহীন ও গুরুতর আহত অবস্থায় ৭ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়উ তাঁদের মধ্যে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, বাকি ৪ জন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিতাধীনউ কী কারণে ভেঙে পড়ল বাড়ির ছাদ, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশউ মৃতদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

স্টার সিনেপ্লেক্সে জুরাসিক ওয়ার্ল্ড ঃ ফলেন কিংডম

বিশ্বের অন্যান্য দেশের আগে বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য জুরাসিক ওয়ার্ল্ড সিরিজের নতুন ছবি জুরাসিক ওয়ার্ল্ড ফলেন কিংডম নিয়ে আসছে স্টার সিনেপ্লেক্স। আন্তর্জাতিকভাবে ছবিটি মুক্তি পাবে ২২ জুন। বাংলাদেশে মুক্তি পাবে ১৫ জুন। ঈদ উপলক্ষ্যে দেশের দর্শকদের এই চমকপ্রদ উপহার দিচ্ছে স্টার সিনেপ্লেক্স। স্টিভেন স্পিলবার্গ পরিচালিত কল্পবিজ্ঞান চলচিত্র জুরাসিক পার্ক। মাইকেল ক্রিকটনের উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে নির্মিত এই চলচ্চিত্র ১৯৯৩ সালে মুক্তি পায়। বিপুল সাড়া জাগানো ছবিটি এ যাবত প্রায় ১০০০ মিলিয়ন ডলার অয় কবেছে। চলতি বছর জুরাসিক পার্ক সিনেমার ২৫ বছর পূর্তি হতে চদ্রেলছ। ১৯৯৭ সালে দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ড নামে জুরাসিক পার্ক এর দ্বিতীয় পর্ব মুক্তি পায়। ২০০১ সালে মুক্তি পায় জুরাসিক পার্ক ৩। এরপরবড় একটা বিরতি দিয়ে ১৪ বছর পর ২০১৫ সালে মুক্তি পে য়েছিল জুরাসিক পার্ক সিরিজের নতুন সংস্করণ জুরাসিক পার্ক ৩।এরপর বড় একটা বিরতি দিয়ে ১৪ ব ছর পর ২০১৫ সালে মুক্তি পেয়েছিল জুরাসিক পার্ক সিরিজের নতুন সংস্করণ জুরাসিক ওয়ার্ল্ড। তিন বছর পরেও জুরাসিক ওয়ার্ল্ড ব্যবসার দিক দিয়ে এখনো বিশ্বের চতুর্থ অবস্থানে। জুরাসিক ওয়ার্ল্ড এর প্রতম ছবির কাহিনি যেখানে শেষ হয়েছিল, ঠিক সেখান থেকে শুরু হয়েছে ফেলেন কিংডমের কাহিনি। ছবিটির কেন্দ্রীয় চরিত্র ওয়েন গ্র্যান্ডিং এবং ক্লেয়ার ডিয়ারিং ফিরে যায় জুরাসিক পার্ক হিসেবে পরিচিত আইলা নুবলা দ্বীপে। এর আগের ছবিটিতে পার্কটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেলেও, এখনো সেখানে রয়ে গেছে প্রাগৈতিহসিক যুগের কিছু প্রাণী। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুতপাত তাদেরকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেনি। তাই তাদের বাচাতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেখানে পৌঁছান ওয়েন এবং ক্লেয়ার। নানা প্রতিকূলতা আর ঘাত প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয় তারা। শ্বাসরুদ্ধকর সে অভিযানের কাহিনি নিয়েই নির্মিত হয়েছে জুরাসিক ওয়ার্ল্ড ঃ ফলেন কিংডম। এবারের ছবিটির পরিচালনায় পরিবর্তন এলেও বরাবষ্ঠরের মতোই ছবিটির কার্যনির্বাহী প্রযোজক হিসেবে রয়েছেন স্টিভেন স্পিলবার্গ। এবার পরিচালনার দায়িতব রয়েছেন জে এ বায়োনা। আগের ছবিটির মতো এবারও এর কেন্দ্রীয় দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন ব্রাইস ডালাস হাওয়ার্ড এবং ক্রিস প্যাট। এছাড়াও ছবির অন্যন্য চরিত্রে অরো অভিনয় করেছেন জেফ গোল্ডবাম, বিডি ওং টবি জোনস টেড লিভাইন সহ আরো অনেকে। আশা করা হচ্ছে, সাফল্যের দিকে থেকে আগের ছবিকেও ছাড়িয়ে যাবে এ ছবি। প্রযোজক, নির্মাতা, কলাকুশলীরা দারুণ আশাবাদী ছবিটি নিয়ে। ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন সমালোচকরাও। আর দর্শক তো রীতিমত মুখিয়ে আছেন। এখন শুধু মুক্তির অপেক্ষা।

হাতে হাত রেখে প্রেমিকের আত্মীয়ের বিয়েতে প্রিয়াংকা

বলিউড তারকা প্রিয়াংকা চোপড়া ও মার্কিন সংগীতশিল্পী নিক জোনাস প্রেম করছেন। খবরটি নতুন নয়। তবে কদিন আগে পর্যন্তও এই প্রেম খবর থেকে গুঞ্জন বলেই বেশি বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, তারা আর কোনো রাখঢাকের মধ্যে নেই। দুই তারকা নিজেদের ঘনিষ্ঠতা গোপন না করে প্রকাশেই এখন বেশি বিশ্বাসী। প্রেম নিয়ে কেউ এখনো পর্যন্ত সরাসরি মুখ না খুললেও নিকের পরিবার পর্যন্ত গড়িয়েছে সম্পর্ক। সম্প্রতি নিকের এক আত্মীয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে দেখা গিয়েছে প্রিয়াংকাকে। যেখানে প্রেমিকের হাত ধরে হাজির হয়েছিলেন বাজিরাও মাস্তানি খ্যাত তারকা। বেশ অন্তরঙ্গ হতেও দেখা গেছে দুজনকে।

নিক জোনাসের আত্মীয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রিয়াংকা চোপড়া গত বছর মেট গালা অনুষ্ঠানে প্রথম প্রিয়াংকা চোপড়া ও নিক জোনাসকে দেখা যায় এই একসঙ্গে। ওই সময় তাদের দুজনের একসঙ্গে লালগালিচায় হাটা নিয়ে অনেক গুজবরটে। গুজবে ইতি টানতে জিমি কিমেলের টিভি শোতে এসে প্রিয়াংকা বলেছিলেন, নিক দারুণ মানুষ। তবে আমাদের পরিচয় খুব অল্প সময়ের জন্য হয়েছিল। বেশ ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নেই। নিক জোনাসের আত্মীয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রিয়াংকা চোপড়া তবে বছর ঘোরার সঙ্গে তাদের পরিচয়ও আরো পোক্ত হয়। এখন যখনই সুযোগ পান প্রেমিক নিকের সঙ্গে সময় কাটান পিসি।

মুক্তির আগেই বিতর্কে সঞ্জু

বলিউড সুপারস্টার সঞ্জয় দত্তের জীবনী নিয়ে নির্মিত হয়েছে সঞ্জু। রাজকুমার হিরানি পরিচালিত ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অভিনেতা রণবীর কাপুর। আগামী ২৯ জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দেয়া হবে ছবিটি। কিন্তু মুক্তির আগেই বিতর্কের মুখে পড়তে হল এটিকে। ইতিমধ্যে জানা গেছে, সেন্সরবোর্ডের ছাড়পত্র পেয়ে গেছে সঞ্জু। তবুও কোনো বিতর্কের মুখে পড়তে হল ছবিটিকে? সম্প্রতি প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা যায়, সঞ্জুর ট্রেলারে একটি টয়লেট লিকেজের দৃশ্য রয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে শৌচালয়ের পাইপ পেটে বিষ্ঠা ও বর্জ্য পদার্থ জেলেরমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। আর এই দৃশ্য নিয়েই তৈরিহয়েছে সমস্যা। সঞ্জু ছবির দৃশ্যে রণবীর কাপুর সমাজকর্মী পৃথ্বী মাসকে দৃশ্যটি নিয়ে অভিযোগ করে বলেন, এই দৃশ্য জেল কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে খারাপ ধারণা তৈরি করবে। এমনকি তিনি সিবিএফসির কাছে একটি চিঠিও পাঠিয়েছেন।চিঠিতে তিনি লিখেছেন, সরকার ও জেল কর্তৃপক্ষ জেলগুলোর যথেষ্ট দেখভাল করে। আমরা এমন ঘটনা কোথাও শুনিনি। এর আগেও বহু ছবিতে জেল দেখানো হয়েছে কিন্তু এমন দৃশ্য দেখা যায়নি। সিবিএফসি এই দৃশ্যের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে কোর্টে গিয়ে ছবি স্থগিত রাখার আবেদন করবেন বলেও জানান পৃথ্বী।

সারাজীবন চোখের সমস্যায় ভুগতে হবে জ্যাকলিনকে

রেমো ডি সুজা পরিচালিত রেস থ্রি ছবির প্রচারণা নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটছে জ্যাকলিন ফার্নান্দেজের। এরই মধ্যে ভক্তদের একটি খারাপ খবর শোনালেন বলিউডের এই অভিনেত্রী। রেস থ্রি ছবির শেষ ভাগের শ্যুটিংয়ের জন্য কিছুদিন আগে আবুধাবিতে গিয়েছিলেন জ্যাকলিন। সেখানেই স্কোয়াশ খেলার সময় একটি বল এসে পড়ে জ্যাকলিনের চোখে। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। পরে তাকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। এ কথা সকলেরই জানা।এবার সে চোটের কারণে সারাজীবন চোখের সমস্যায় ভুগতে হবে জ্যাকলিনকে। দীর্ঘ পরীক্ষার পর সম্প্রতি এমনটাই জানিয়েছে চিকিৎসকরা। জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ তবে বিষয়টি নিয়ে একদমই চিন্তিত নন জ্যাকলিন। তার ভক্তরাও যাতে চিন্তা না করেন, সে জন্য একটি ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, এটি স্থায়ী ক্ষত। আমার চোখের মণি আরো কোনোদিনও স্বাভাবিক হবে না। কিন্তু এটি জানতে পেরে নিশ্চিন্ত যে, আমি সবকিছু দেখতে পাবো। আগামী ১৫ জুন মুক্তি পাবে ছবিটি। এতে জ্যাকলিনের বিপরীতে রয়েছেন সলমান খান।

স্ট্রেস-চূড়ান্ত ক্লান্তি কমাবে ঘরের ভেতরের গাছ

গাছ আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখে। কিন্তু শহুরে মানুষ দিনের অধিকাংশ সময় ঘরের ভেতরে কাটান বলে গাছের সংস্পর্শে আসার সুযোগ খুব কমই হ। তাই দ্যা রয়্যাল হর্টিকালচার সোসাইটি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাইরের পরিবেশ যদি ঘরের ভেতরে তৈরি করাহয়, তবে অনেক উপকার পাওয়া সম্ভব।

গাছ আমাদের স্ট্রেস কমায়, মুড ভালো করে এবং দূষিত বাতাস ফিল্টার করে।সম্প্রতি কে গবেষণায় দেখা যায়, যেসব দফতরে গাছ রয়েছে- সেখানে কর্মচারীরা বেশি কাজ করে। একইভাবে হাসপাতালের ওয়ার্ডে গাছ থাকলে রোগীরা তুলনামূলক বেশি ব্যথা সহ্য করতে পারে।

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, গাছ ফিল্টার করে বাতাস পরিস্কার করে। যেখানে বায়ুদূষণের কারণে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ মারা যায়।

আরএইচএস প্রিন্সিপাল হর্টিকালচার অ্যাডভাইজর লেইফ হান্ট বলেন, ঘরের ভেতরে গাছ সৌন্দর্য বাড়ায়, পাশাপাশি এর অনেক উপকারও রয়েছে। স্পাইডার প্ল্যান্ট বা কমন ইংলিশ এক্ষেত্রে সঠিক পছন্দ।

আরএইচএস'র বিজ্ঞানীরা আরও বলেন, গাছের সবচেয়ে বড় উপকার মানসিক ক্ষেত্রে। গাছ আমাদের স্ট্রেস, উদ্বিগ্নতা ও চূড়ান্ত ক্লান্তি দূর করে। একইসঙ্গে মনোযোগ বৃদ্ধি করে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

এ প্রসঙ্গে একটি জার্নালে লিখতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেন, দ্যা রয়্যাল কলেজ অব ফিজিশিয়ানের গবেষণায় উঠে এসেছে, 'ইনডোর এয়ার পলিউশন' এর কারণে প্রতি বছর ইউরোপে ৯৯ হজার মানুষ মারা যায়।

রসুঁই ঘরের পণ্য, কীট পতঙ্গনাশক স্প্রে, এয়ার ফ্রেশনার ইত্যাদির কারণে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে বায়ু দূষিত হয়। এর ফলে চোখ, নাক ও গলায় নানা সমস্যা, মাথা ব্যথা, ত্বকে সমস্যা এবং শ্বাসকষ্ট হয়।

নাসা গবেষক দলের মতে, গাছ তার পাতার সাহায্যে এসব ক্ষতিকর কেমিকেল পর্যন্ত শোষণ করে নেয়।

তাই ঘরের ভেতরে ছোট একটি পরিবর্তন এনে, জীবনে পেতে পারেন অনেক বড় পরিবর্তন।

প্রিয় পাঠক, 'মনোকথা' আপনাদের পাতা। আপনারা জানাতে পারেন বাংলানিউজের 'মনোকথা' পাতায় আপনি কি ধরনের প্রতিবেদন দেখতে চান। মনোরোগ নিয়ে যে কোনো মতামত ও আপনার সমস্যার কথা জানাতে পারেন আমাদের।

আমরা

পর্যায়ক্রমে অভিজ্ঞ মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে আপনাদেরপ্রশ্নের জবাব জানিয়ে দেবো। আপনি চাইলে গোপন রাখা হবে আপনার নাম পরিচয় এমনি কি ঠিকানাও।

সমস্যার কথা জানানোর সঙ্গে সমস্যার বিস্তারিত বিবরণ, আপনার নাম, বয়স, কোথায় থাকেন, পারিবারিক কাঠামো এবং এজন্য কোনো চিকিৎসা নিচ্ছেন কি না এ বিষয়ে বিস্তারিত আমাদের জানান। শুধুমাত্র সেক্ষত্রেই সমস্যা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা জানানো সম্ভব হবে।

এছাড়া মানসিক সমস্যা সংক্রান্ত বা এ বিষয়ে যে কোনো লেখা যে কেউ পাঠিয়ে দিতে পারে আমাদের।

হীনমন্যতা স্থায়ী নয়, যেকোনো সময় নিজেকে বদলানো যায়

মনোকথা আপনাদের পাতা। আপনার মনস্তাত্বিক নানা সমস্যা সমাধানে আমরা রয়েছি আপনার পাশে। সমস্যা জানিয়ে জেনে নিন সম্ভাব্য সমাধান। মনোকথার এক পাঠক জানিয়েচেন তার সমস্যার কথা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সমাধান জানানো হলো।

আপনার সমস্যা

আমার সমস্যার হলো নিজের প্রতি বিশ্বাস কম। পরিবারের মানুষ ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে কথা বলতে ভয় লাগে। নিজেকে ছোট মনে হয়। কথা বললেই মনে হয় আমি ভুল বলছি। আমার বয়স ২২। অবিবাহিত। আমি এইচএসসি পড়েছি হোস্টেলে থেকে। ওখানে সবাই আমাকে বোকা বলতো। এখনো বলে। আমি সব কিছুতেই অপরের উপর নির্ভর করি। মানসিক ডাক্তার দেখানো সম্ভব নয়। খুব রাগ ওঠে, কি ওষুধ খাবো। অমি কি করব।

আমাদের সমাধান

চিঠি লেখার জন্য ধন্যবাদ। আপনি হীনমন্যতায় ভুগছেন। শুধু আপনি না, বহু মানুষ আজ হীনমন্যতায় আক্রান। এর প্রথম লক্ষণ হলো আত্মবিশ্বাসের অভাব। নিজের প্রতি যেহেতু আস্থা নেই, তাই সহজেই অন্যদের ভয় পাওয়া।আর সেটা অপরিচিত হলে তা কথাই নেই। মিশতে গেলেই সব গোলমাল হয়েযায়। আবার সে কারণেই পরনির্ভর বোধ তৈরি হয়। নিজেকে লবঙ্গ লতিকা মনে হয়।

এর ফলে তৈরি হয় সীমাহীন ক্ষোভ, নিজের ও অন্যদের প্রতি। এই পুরোটাই একটা দূষিত চক্র। আপনি নিজেকে বলুন, আমি একটা নেতিবাচক চক্রবুহ্যে ফেঁসে গেছি। তাই এমনটা হচ্ছে। এরপর প্রতি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে সারাদিনে যত কাজ করেছেন তার মধ্যে দুইটো ভালো কাজের জন্য আপনি নিজেকে ধন্যবাদ দিন।

আয়নায় নিজের চোখে চোখ রেখে বলুন' নানা কারণে আমি নেতিবাচক চক্রে আটকে পড়েছিলাম। আমি সেটা জানি। আমি আত্মবিশ্বাসী এখন থেকে আমি নিজেকে বদলাবো।'

তার এটা তালিকা তৈরি করুন।

এবার অপশনগুলি খুঁজে দেখুন কীভাবে এই পরিবর্তন আনা সম্ভব। এর জন্য কোন কোন নেতিবাচক অনুভূতী দায়ী, সেগুলো চিহ্নিত করুন।

এই অনুভূতির বদলে কি কি ইতিবাচক অনুভূতি চান তা নির্ধারণ করুন।

সেই ইতিবাচক অনুভূতি কীভাবে পাবেন, সেই অপশনগুলো খেয়াল করুন।

মানুষ যেকোনো সময় থেকে পরিবর্তিত হতে পারে, তাই নিজেকে বাহাবা দিন, আপনিও পরিবর্তন চান।

আজ থেকেই শুরু করুন, কেমন থাকছেন জানাবেন। আমরা পাশে আছি।

প্রফুল্ল থাকতে কণ্ঠস্বরে আনন্দ ধরে রাখুন

মূলত কণ্ঠস্বর শুনে আমরা নির্ধারণ করে থাকি যে, সে ব্যক্তি আনন্দে আছেন, কিংবা বিষন্ন-বিরক্ত-উদ্বিগ্ন নাকি, আসলেই কেমন রয়েছেন। কেবল অন্যের বেলায় নয়; নতুন একটি গবেষণায় দেখা যাচ্ছে -আমরা নিজেদের ক্ষেত্রেওএকইভাবে বিচার করে থাকি।এজন্য গবেষকরা একটি ডিজিটাল অডিওপ্ল্যাটফর্ম নির্মাণ করেছেন। যেখানে গবেষণায় অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের 'সাউন্ড হাইপার' শোনানো হয়। অর্থাৎ ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে কথা বলেন, কিন্তু সেই কথা বিভিন্ন আবেগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তাদের কানে আসে।বক্তার মূল বক্তব্য ওঠা নামাসহ নানা বিষয়ে পরিবর্তন এনে অনেক বেশি ইতিবাচক, আত্মবিশ্বাসী এবং উত্তেজিত শোনানো হয়। এতে দেখা যায়, যখন তারা পরিবর্তিত কণ্ঠস্বর শোনেন- তাদের মানসিক াবস্থা আবেগের সেই স্তরে পৌঁছে যায়। স্বর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন মানসিক অবস্থা দেখা দেয়। তাই তো গবেষকদের বক্তব্য, সাধারণভাবে প্রফুল্ল থাকতে কণ্ঠস্বরে আনন্দ ধরে রাখুন। গবেষণার প্রধান গবেষক ফ্রান্সের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সায়েন্টিফিক রিসার্চর জাঁ জুলিয়ান অ্যাকোটোরিয়া বলেন, 'ভোকাল ইমোশন'র পেছনের কৌশল সম্পর্কে এখনও বিশেষ কিছু জানা সম্ভব হয়নি।অতীতের গবেষণায় দেখা যায়, মানুষ তাদের আবেগ ব্যবস্থাপটনা এবং নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। যেমন অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ না করা। আমরা জানতে চেয়েছিলাম নিজেদের আবেগ পরিবর্তনের বিষয় মানুষ কতটা সচেতন।'গবেষণাকালে, অংশগ্রহণকারীদের ছোট গল্প পড়তে দেওয়া হয়। উচ্চস্বরে পড়ার সময় তারা হেডসেট'র মাধ্যমে তাদের পরিবর্তিত কণ্ঠস্বর শুনতে পান। এতে দেখা যায়, কণ্ঠস্বরে যে পরিবর্তন করা হয়েছে — সে বিষয়ে একেবারেই অসচেতন তারা। এমনকি এ স্বর শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আবেগ এবং মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে, সে বিষয়টি পর্যন্ত তারা ধরতে পারেনি।এর অর্থ দাঁড়ায়, মানুষ কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সব সময় তাদের কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রর করে না।

শুরুতেই দরকার সচেতনতা, মানসিক প্রস্তুতি

যারা পরিবারে নতুন অতিথি আনার কথা ভাবছেন, বিষন্নতার অন্য মানসিক রোগ এড়াতে তাদের শুরুতেই সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। গবেষণায় দেখা গেছে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে ও পরে বিষন্নতা, উদ্বিগ্নতাসহ অন্যান্য মানসিক রোগ হওয়ার ঝুঁকি পুরুষের ক্ষেত্রে কম নয়। বরং কখনও কখনও একই।

মানসিক স্বাস্থ্য গবেষক ডা: লায়না লিচ ও ৪৩ টি আলাদা আলাদা গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন, সন্তান জন্মানোর আগেও পরে ১০ জন পুরুষের মধ্যে একজন পুরুষ উদ্বিগ্নতা এবং বিষন্নতাসহ অন্য মানসিক সমস্যায় ভোগেন। যা নারীর তুলনায় অর্ধেক।

দ্যা অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর এজিং, হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিংয়ের এই গবেষক আরও বলেন, সাধারণত পুরুষরা এ ধরনের সমস্যা উপলব্ধি করতে পারেন। কারণ সন্তান জন্ম বিষয়টর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকেন মা। আর গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে বিষয়টি জটিল হয়ে যেতে পারে।

গবেষণায় আরও দেখা গেছে, নতুনসন্তান আসার সময় ২০ শতাংশ দম্পতি উদ্বিগ্নতা ও বিষন্নতায় ভোগেন। অন্য গবেষণার ফলাফল পার্থক্য দেখা গেলেও গুরুতব না দেওয়ার কারণে সমস্যাগুলো জটিল আকার নেয় তা তুলনায় অর্ধেক। দ্যা অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর এজিং, হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিংয়ের এই গবেষক আরও বলেন, সাধারণত পুরুষরা। এ ধরনের সমস্যা উপলব্ধি করতে পারেন না। কারণ সন্তান জন্ম বিষয়টির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকেন মা। আর গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে বিষয়টি জটিল হয়ে যেতে পারে।

অনেক দম্পতির ক্ষেত্রেই পরিবারে নতুন অতিথি আসার বিষয়টির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া বেশ কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম অবস্থায় 'নার্ভাস' হওয়াটা স্বাভাবিক হলেও, উদ্বিগ্নতা ও বিষন্নতা দীর্ঘস্থায়ী হলে তা দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় বিরূপ প্রভাব ফেলে, যোগ করেন লিচ। এক্ষেত্রে লক্ষণগুলো হলো সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে অতিরিক্ত ভয়, সামান্য বিষয়ে বিরক্ত হয়ে যাওয়া বা সার্বিক বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তা হওয়া। শারীরিক লক্ষণগুলো হলো হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া, ঘেমে যাওয়া, ঘুম কমে যাওয়া ও ক্ষুধা কমে যাওয়া। লিচ'র মতে, মানসিক সমস্যা এড়াতে দম্পতিদের প্রথমে চিকিৎসক এবং প্রবীণদের সঙ্গে আলোচনা করে।

সচেতন হওয়া দরকার। মা গর্ভবতী বিষয়টি বুঝতে পারার পর থেকেই সব প্রস্তুতি নেওয়া দরকার।

পারস্পরিক সহযোগিতা ও আর্থিক প্রস্তুতি মানসিক সমস্যা হওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই কমিয়ে দিতে পারে।তিনি আরও বলেন, পরিবারে নতুন অতিথি আসার আগে ও পরে কেবল বাবা মাকে প্রস্তুত থাকলে চলবে না, যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে এ প্রস্তুতি সবার।

শনিবার বিজেপি সদর কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

নামরূপ সার কারখানা, নগাঁও ও কাছাড় কাগজ কল পুনরুজ্জীবিত করাই প্রথম কাজ, দফতরে বসে ঘোষণা মন্ত্রী রামেশ্বরের

নয়াদিল্লি, ১ জুন (হি.স.) : কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন না। তাঁর সর্বপ্রথম কাজ নামরূপ সার কারখানা, নগাঁও এবং কাছাড় কাগজ কল দুটিকে পুনরুজ্জীবিত করা। কেন্দ্রীয় খাদ্য সংসাধন দফতরের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিব্রুগড়ের সাংসদ রামেশ্বর তেলি শনিবার দিল্লিতে তাঁর দফতরে বসে এ-কথাগুলি বলছিলেন। হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে আলাপচারিতায় ডিব্রুগড়ের দ্বিতীয়বারের সাংসদ রামেশ্বর এছাড়া শুনিয়েছেন অসম সম্পর্কে তাঁর বেশ কিছু পরিকল্পনার কথা।

রামেশ্বর বলেন, তাঁর দফতরের করণীয় বহু ক্ষেত্র রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইতিমধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ওপর বিশেষ নজর রেখে কাজ করছেন। গত পাঁচ বছরের কার্যকালে নামরূপ সার কারখানাকে পুনরুজ্জীবিত করতে বহু চেষ্টা করেছেন। মোদীর প্রথম সরকারের ১০০ দিনের কার্যসূচিতেও সার কারখানার প্রসঙ্গ ছিল, দাবি মন্ত্রী রামেশ্বর তেলির।

অন্য প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ডিব্রুগড়ের সাংসদ তথা নবনিযুক্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলি বলেন, কোনওদিন মন্ত্রী হবেন স্বপ্নেও কল্পনা করেননি। ৩০ মে প্রথম যখন তাঁর কাছে ফোন গিয়েছিল তখন তিনি দিল্লিতেই ছিলেন। দাড়ি কামাচ্ছিলেন তখন। দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার, মোদী সরকারের শপথগ্রহণের দিন। দুপুর ১২.৪৫ মিনিট পর্যন্ত কিছুই জানতেন না। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। সে-সময় বিজেপি-র জনৈক নেতা তাঁকে ফোন করেন। সাধারণত কেন্দ্রীয় ওই নেতা প্রায়ই তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। দলের সাংগঠনিক কথাবার্তা হয়। ইত্যবসরে দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ওই নেতার হাত থেকে ফোনটি তুলে নিয়ে এই সুখবর দিয়ে বলেছিলেন, 'তুই মন্ত্রী হয়ে গিয়েছিস'। শেভিং শেষ হয়নি। অবিশ্বাস্য খবর শুনে শরীর কাঁপতে শুরু করে।

ওই ফোনে অমিত শাহও তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। ভালোভাবে প্রস্তুত হয়ে বিকেলে প্রধানমন্ত্রী আয়োজিত চা-য়ের আসরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন অমিত। যথাসময় চায়ের আসরে যোগদন করে সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন তিনি।

আবেগের সুরে বলেন, দিনটি তাঁর জীবনে স্বর্ণাক্ষরে স্বরণীয় হয়ে থাকবে। বলেন, নিতান্তই এক সাধারণ পরিবারের সন্তান তিনি। ১৯৯৯ সাল থেকে একনিষ্ঠভাবে বিজেপি-র সাধারণ কার্যকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। কোনও বিতর্কে কোনওদিন জড়াননি। দল যে দায়িত্ব তাঁকে দিয়েছে, নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতো সাধারণ কার্যকর্তাকে মন্ত্রী করায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহকে ধন্যবাদ জানাতে ভুলেননি রামেশ্বর তেলি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব বুঝে নিলেন রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ১ জুন (হি.স.): প্রত্যাবর্তনের পর মোদী মন্ত্রিসভার দায়িত্ব বন্টন হয়েছে শুক্রবারইউ আর শনিবার নিজ নিজ মন্ত্রকের দায়িত্বভার বুঝে নিলেন অমিত শাহ ও রাজনাথ সিংউ শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন অমিত শাহউ নর্থ ব্লকের অফিসে অমিত শাহকে স্বাগত জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র সচিব রাজীব গৌবা-সহ শীর্ষ আধিকারিকরাউ এদিনই প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন রাজনাথ সিংউ শুধুমাত্র অমিত শাহ ও রাজনাথ সিং নন, এদিনই কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের দায়িত্বভার বুঝে নিয়েছেন নরেন্দ্র সিং তোমার এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন জি কিষান রেড্ডি এবং নিত্যানন্দ রাইউ

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি থেকে সরাসরি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন অমিত অনিলচন্দ্র শাহউ কাশ্মীরই বড় চ্যালেঞ্জ নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছেউ এখনও কেউ জানেন না, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দায়িত্ব নিয়েও কত দিন সভাপতি পদে আসীন থাকবেন অমিত শাহউ সময়ই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেবেউ ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র অন্দরে গুঞ্জন চলছে, জে পি নাড্ডা বিজেপির পরবর্তী সর্বভারতীয় সভাপতি হতে পারেনউ অমিতের নতুন প্রতিমন্ত্রী কিষাণ রেড্ডিও এদিন দায়িত্বভার বুঝে নিয়েছেনউ

এর আগে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব ছিল নির্মলা সীতারমণের কাঁধেউ নির্মলা সীতারমণ এখন অর্থ মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলেছেনউ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজনাথ সিংকেউ এর আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্ব পালন করেছেন রাজনাথউ প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার প্রাক্কালে এদিন সকালেই ইন্ডিয়া গেটের কাছে ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়ালে যান রাজনাথ সিংউ উপস্থিত ছিলেন তিন বাহিনীর প্রধান, যথাক্রমে সেনাপ্রধান জেনারেল বিপিন রাওয়াত, বায়ুসেনা প্রধান মার্শাল বি এস ধানোয়া এবং নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল করমবীর সিংউ ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়াল থেকে বাসভবনে চলে যান রাজনাথ সিংউ বাসভবনে রাজনাথের সঙ্গে দেখা করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণউ এরপরই প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন রাজনাথ সিংউ রাজনাথকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শ্রীপদ নায়েক, প্রতিরক্ষা সচিব সঞ্জয় মিত্র-সহ শীর্ষ আধিকারিকরা।

প্রতাপগড়ে ডাম্পারে ধাক্কা টেম্পোর : মহিলা-সহ মৃত্যু ৩ জনের, আহত ৯

প্রতাপগড়, ১ জুন (হি.স.): উত্তর প্রদেশের প্রতাপগড় জেলায় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ডাম্পারে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারল বেপরোয়া একটি টেম্পোউ শুক্রবার সন্ধ্যার ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজন মহিলা-সহ ৩ জনেরউ এছাড়াও অন্ততপক্ষে ন'জন গুরুতর আহত হয়েছেনউ শুক্রবার সন্ধ্যায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে প্রতাপগড় জেলায়, অযোধ্যা-প্রতাপগড় রোডের উপর রতীপুর গ্রামের কাছেউ দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম হল, মালতী (৫৫), ভগবন্ত (৬৫) এবং গীতা (৫০)উ গুরুতর আহত অবস্থায় ন'জনকে প্রথমে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়উ কিন্তু, শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় প্রত্যেককেই প্রয়াগরাজের মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছেউ

স্টেশন হাউস অফিসার (এসএইচও) রবীন্দর শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, শুক্রবার সন্ধ্যায় অযোধ্যা-প্রতাপগড় রোডের উপর রতীপুর গ্রামের কাছে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ডাম্পারে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে একটি টেম্পোউ জোরালো সংঘর্ষের জেরে টেম্পোটি সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায়উ অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় ১৩ জনকে উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়উ তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা-সহ ৩ জনের মৃত্যু হয়েছেউ বাকি ন'জনকে প্রয়াগরাজের মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়েছেউ কী কারণে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছেউ প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, টেম্পো চালকের গাফিলতির জেরেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

মনুর শাকবাড়িতে পিস্তল-সহ ১৬টি সক্রিয় গুলি উদ্ধার, গ্রেফতার তিন

মনু (ত্রিপুরা), ১ জুন (হি.স.) : রাজ্যের ধলাই জেলার অন্তর্গত মনুর শাকবাড়ি এলাকায় পুলিশি অভিযানে একটি পিস্তল এবং ১৬ রাউন্ড সক্রিয় গুলি উদ্ধার হয়েছে। জানা গেছে, এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে তিন দুষ্কৃতীকে। বর্তমানে ধৃতদের পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে বলে জানা গেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, নির্ভরযোগ্য গোপন তথ্যের ভিত্তিতে শনিবার সকালে মনুর শাকবাড়ি এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। ওই অভিযানে তিন দুষ্কৃতীর হেফাজত থেকে একটি পিস্তল ও ১৬ রাউন্ড সক্রিয় বুলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তিন দুষ্কৃতীকে অমিত ত্রিপুরা, জুয়েল ত্রিপুরা এবং বাহাদুর ত্রিপুরা বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত দুষ্কৃতী সবার বাড়ি মনুর শাকবাড়িতেই। তিন দুষ্কৃতীকে মনু থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে উপযুক্ত ধারা বলে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ বিকেলের দিকে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে থানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

কলেজে আসন শূন্য না রাখতে উদ্যোগী কর্তৃপক্ষ

কলকাতা, ১ জুন (হি স) : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বেশ কিছু কলেজ তাদের আসন সংখ্যা কমানোর জন্য আবেদন করেছে কর্তৃপক্ষের কাছে। একটি-দু'টি নয়, বহু নামী এবং বড় কলেজ এই তালিকায় রয়েছে। কলেজগুলোয় আসন যাথে খালি না থাকে, সে ব্যাপারেও উদ্যোগী হয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

অন্যান্য বছর এই সময়টায় বিভিন্ন কলেজের সামনে যে বিরাট লাইন দেখা যেত, এবার তা দেখা যাচ্ছে না। কারণ, এবার ভর্তিপ্রক্রিয়া হচ্ছে অনলাইনে। নথি যাচাইয়ের জন্যও কলেজে যেতে হবে না। ক্লাস শুরুর সময়ই একেবারে পড়ুয়াদের সেইসব নথি পরীক্ষা করা হবে। কলেজগুলি যেখানে বছরের পর বছর আসন সংখ্যা বাড়ানোর আবেদন করে, সেখানে হঠাৎ এই উলটপুরাণ কেন? উপাচার্য সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা, ন্যাশনাল ইন্সটিট্যুশনাল রাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক (এনআইআরএফ) রাঙ্কিং এবং ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্টঅ্যান্ড অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ('ন্যাক') স্কোরের ক্ষেত্রে শূন্য আসনের সংখ্যা খুবই নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। কলেজগুলি সম্ভবত এনআইআরএফ রাঙ্কিংয়ে অংশগ্রহণ করতে চায়। সেই কারণেই তারা বুঝেছে, বছরের পর বছর আসন ফাঁকা পড়ে থাকলে তাদের রাঙ্কিংয়ের পক্ষে তা ক্ষতিকর।

সিন্ডিকেটে পাস কোর্সে আসন বেঁধে দেওয়ার বিষয়টি অতি সম্প্রতি সিন্ডিকেটে ছাড়পত্র পেয়েছে। ১৫ শতাংশের বেশি আসন কোনও কলেজ একলপ্তে বাড়ানোর অনুমতি পাবে না। অনার্সের ক্ষেত্রে আগে থেকেই সেটা ১০ শতাংশ ছিল। আসন সংখ্যা ফাঁকা না রাখার কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য।

সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) দীপককুমার কর বলেন, নতুন পাঠ্যক্রম চয়েস বেসড ক্রেডিট সিস্টেম (সিবিসিএস) পদ্ধতিতে উপস্থিতির হার খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আগের তুলনায় কলেজগুলোয় উপস্থিতির হার বেড়েছে। আর ক্লাসকক্ষ, পরীক্ষাগার এবং অন্যান্য পরিকাঠামোয় চাপ বাড়ছে। কলেজগুলি তা অনুভব করছে। শূন্য আসনের সংখ্যা কমানো গেলে অর্থের বিনিময়ে ছাত্র ভর্তির বিষয়টিতে রাশ টানা যাবে বলেও কর্তৃপক্ষ মনে করছে। কারণ, ভর্তির সময়সীমা বার বার বাড়ানোর ফলে পরের দিকে কে কীভাবে ভর্তি হচ্ছে, সেই দিকে অনেক সময়ই নজর দেওয়া সম্ভব হয় না।

স্নাতকে ভর্তির দিনক্ষণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আগেই কলেজগুলিতে জানিয়ে দিয়েছে। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ভর্তির প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে ক্লাস শুরু করে দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি কলেজকে এই মর্মে চিঠি পাঠানো হয়েছে। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আসন খালি থাকলে, ফের নতুন করে ভর্তির দিন ঘোষণা হবে কি না, তা নিয়ে অবশ্য এই চিঠিতে কিছু বলা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে, মেধা তালিকা প্রকাশ করতে হবে ১০ জুনের মধ্যে। ১২ জুন থেকে ভর্তি শুরু করতে হবে।

ভর্তির শেষ দিন ৬ জুলাই। বিষয় পরিবর্তন করার শেষ তারিখ ১৩ জুলাই। পাশাপাশি, বরাদ্দ আসনের বাইরে যাতে কলেজগুলি কোনও ভর্তি না করে, তা নিয়েও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। তবে গতবারও নির্ধারিত সময়ের পর কলেজে কলেজে বহু আসন খালি পড়েছিল। তারপর শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে একবার নয়, দু'বার ভর্তির দিনক্ষণ বাড়িয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়। সেই প্রক্রিয়াও শেষ হতে হতে সেপ্টেম্বর হয়ে যায়। এবারও সেরকম পরিস্থিতি হবে কি না, তা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারছেন না। কলেজ অধ্যক্ষরা অবশ্য এখনই এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করছেন না। তবে নির্ধারিত দিনের মধ্যে সব আসন ভরে যাওয়ার ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করছেন তাঁরা।

নারদকাণ্ডে আরও ৪ জনকে নোটিস কেন্দ্রের তদন্তকারী সংস্থার

কলকাতা, ১ জুন (হি. স.): নির্বাচনের পালা মিটতে না মিটতেই সারদা-কান্ডে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। সূত্রের খবর, নারদকাণ্ডে শোভন পত্নী রত্না চট্টোপাধ্যায়, সাধন পাণ্ডের মেয়ে শ্রেয়া, মলয় ভট্টাচার্য ও অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সহ ৪ জনকে নোটিস দিয়েছে কেন্দ্রের তদন্তকারী সংস্থা। আগামী ৬ জুন থেকে ১৭ জুনের মধ্যে ইডির দফতরে তাঁদের হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে ইডি।

একদিকে, যখন সারদা নিয়ে তৎপরতা দেখাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এই সংস্থা অন্যদিকে তখন নারদা নিয়েও তৎপরতা শুরু করে দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটউ নয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়েছেন অমিত শাহউ বিজেপি-র জাতীয় সভাপতি থাকাকালীন তাঁকে রীতিমত চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়উ দিনের পর দিন নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহকে উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রী এমন সব মন্তব্য করেছেন, যেগুলো খবর হয়েছেউ সূত্রের খবর, এবার কেন্দ্র তার শোধ নেওয়ার চেষ্টা করবেউ একের পর এক রাজ্য পুলিশ আধিকারিকদের সিবিআই দফতরে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দিয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

নারদা-কান্ডে একাধিকবার নারদের তৎকালীন কর্তা ম্যাথু স্যামুয়েলকে জেরা করে সিবিআই। শুধু ম্যাথুকেই নয়, জেরা করা হয় তৎকালীন কলকাতা পুরসভার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর পত্নী রত্না চট্টোপাধ্যায়কেও। জেরা চলাকালীন ইডির তদন্তকারীদের বেশ কিছু নথি জমা দেন রত্না। তদন্তে শ্রেয়া পান্ডেকেও জেরা করা হয়েছিল। নতুন করে ফের রত্না এবং শ্রেয়াকে জেরা করতে চায় ইডির তদন্তকারী আধিকারিকরা।

এরপরেই জরুরি ভিত্তিতে শাসকদল ঘনিষ্ঠ রত্না এবং রাজ্যের মন্ত্রীর মেয়েকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়। এ নিয়ে শাসকদল বিপাকে পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, এই বিষয়ে রত্না চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন তিনি চিঠি পেয়েছেন এবং শীঘ্রই তিনি দেখা করবেন। শ্রেয়াদেবী জানান, তিনি বর্তমানে বিদেশে রয়েছেন, চিঠির বিষয়ে এখনই কিছু জানেন না।

উত্তর প্রদেশে ফের আক্রান্ত সপা নেতা, এবার গ্রেটার নয়ডা

নয়ডা (উত্তর প্রদেশ), ১ জুন (হি.স.): বিগত ১২ ঘন্টায় এই নিয়ে দ্বিতীয়বারউ উত্তর প্রদেশে ফের আক্রান্ত হলেন সমাজবাদী পার্টি (সপা)-র একজন নেতাউ জৌনপুরের পর এবার গ্রেটার নয়ডাউ শুক্রবার রাতে বন্ধুর সঙ্গে এসইউভি গাড়িতে চেপে এটা সেক্টরে অবস্থিত বাড়িতে ফিরছিলেন সমাজবাদী পার্টির জেলা সচিব ব্রজপাল রাঠিউ গাড়ি চালাচ্ছিলেন চালক, টোয়োটা ফর্চুনার গাড়ির পিছনে বসেছিলেন রাঠি ও তাঁর বন্ধুউ রাতের অন্ধকারে তিলপাট্টা চকের কাছে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা ব্রজপালকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়উ হাতে গুলি লাগায় গুরুতর জখম হন ব্রজপাল, রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেউ পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছেন, ওই সপা নেতা আপাতত বিপদমুক্তউ চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে গ্রেটার নয়ডার সুরজপুর থানা এলাকায়উ এই ঘটনায় অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশউ পুলিশ সূত্রের খবর, এর আগে পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছিল ব্রজপাল রাঠিকেউ কিন্তু, লোকসভা নির্বাচন মিটে যাওয়ার পর আদর্শ আচরণবিধি উঠে যাওয়ার

ছয়ের পাতায়

জয় শ্রীরাম স্লোগান দেওয়া নিয়ে উত্তপ্ত কাঁচড়াপাড়া, নামল র‍্যাফ

কাঁচড়াপাড়া, ১ মে (হি. স.) : ভাটপাড়ার পর এবার জয় শ্রীরাম স্লোগান নিয়ে ফের উত্তেজনা ছড়াল উত্তর ২৪ পরগণার কাঁচড়াপাড়ায়। বিজেপি ও পুলিশেরে মধ্যে দফায় দফায় ধস্তাধস্তি। বিক্ষোভকারীদের উপর লাঠিচার্জের অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে। শনিবার তৃণমূলের একটি প্রতিনিধি দল পৌঁছায় এলাকায়। সেখানে বিধায়ক তাপস রায়-সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্বের সামনে কয়েক জন জয় শ্রীরাম স্লোগান তোলেন। যার জেরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আনতে নামানো হয়েছে র‍্যাফ।

আগামী ১৪ জুন কাঁচড়াপাড়ায় আসছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় লোকসভা ভোট ফলাফলের পর কাঁচড়াপাড়া সহ পাশ্ববর্তী এলাকায় দলীয় সংগঠনকে মজবুত করতে এক কর্মীসভার ডাক দিয়েছেন তিনি। সেই সভার প্রস্তুতি নিতে শনিবার সকালে বৈঠক ডাকেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সভাপতি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। ঠিক হয় জেলার শীর্ষ নেতারা বৈঠকে বসবেন কাঁচড়াপাড়ার এক তৃণমূল নেতার বাড়িতে। রাজ্যের মন্ত্রী

ছয়ের পাতায়

ঊর্ধমুখী তাপমাত্রার পারদ, দিল্লি-সহ উত্তর ভারতে বজায় থাকবে গরমের দাপট

নয়াদিল্লি, ১ জুন (হি.স.): আপাতত তীব্রগরম থেকে স্বস্তির কোনও সম্ভাবনা নেইউ আগামী ৪৮ ঘন্টা গরমের দাপট বজায় থাকবে রাজধানী দিল্লিতেউ তীব্র দহনজ্বালায় জ্বলবে দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যউ শুধুমাত্র উত্তর ভারত নয়, গরমে জ্বলছে পূর্ব ভারতের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গও (দক্ষিণবঙ্গ)উ শুক্রবারই মরসুমের সবচেয়ে উষ্ণতম দিন ছিল রাজধানীতেউ আর শনিবার সকালে দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৪৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছিউ এমতাবস্থায় আগামী ৪৮ ঘন্টা দিল্লিতে অতিরিক্ত গরমের পূর্বাভাস জারি করেছে আবহাওয়া দফতরউ দিল্লির পাশাপাশি পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, রাজস্থান, দক্ষিণ উত্তর প্রদেশ, উত্তরাঞ্চলীয় মধ্যপ্রদেশ এবং ঝাড়খণ্ডের বেশ কিছু জায়গায় তীব্র দাবদাহের পূর্বাভাস জারি করা হয়েছেউ

ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-এর অধিকর্তা এম মহাপাত্র জানিয়েছেন, 'বিগত ৩-৪ দিন ধরে অত্যধিক গরম ছিল পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি, রাজস্থান, দক্ষিণ উত্তর প্রদেশ, উত্তরাঞ্চলীয় মধ্যপ্রদেশ এবং ঝাড়খণ্ডের বেশ কিছু জায়গায়উ আগামী দু'দিন এমনই গরম বজায় থাকবেউ এরপর ধীরে ধীরে গরম কমবেউ' আইএমডি-র পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, আগামী ৬ জুন কেরলের কাছাকাছি এসে পৌঁছবে বর্ষাউ বর্তমানে আরব সাগরের বিস্তীর্ণ দক্ষিণাঞ্চল এবং বঙ্গোপসাগরের (আন্দামান সমুদ্র) দক্ষিণ পশ্চিম-পূর্ব মধ্য অংশে অবস্থান করছে বর্ষাউ আগামী দু'-তিন দিনের মধ্যে আরব সাগরের আরও অংশে ছড়িয়ে পড়বেউ আগামী ৩-৫ দিন উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিকে ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছেউ আপাতত দিল্লিতে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

আফগানদের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযানের প্রথম ম্যাচে নামছেন ডেভিড ওয়ার্নার

ব্রিস্টল, ১ জুন (হি.স.) : বিশ্বকাপ অভিযানের শুরুর ম্যাচে ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নারকে পেতে কোনও সমস্যা নেই অস্ট্রেলিয়ার। প্রাথমিকভাবে ধোঁয়াশা থাকলেও শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে দলের বিশ্বস্ত সেনানীকে নিয়ে এমনটাই জানালেন দলনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ। ফিঞ্চ সাংবাদিকদের জানান, 'ডেভ সম্পূর্ণ সুস্থ। ওর খেলার বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।' তবে ওয়ার্নারকে নিয়ে ধোঁয়াশা মিটলেও আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত একাদশ বাছতে হিমশিম খাচ্ছে ম্যানেজমেন্ট, জানান দলনায়ক। তবে একাদশ প্রায় চূড়ান্ত হলেও ম্যাচের আগেরদিন তা খোলসা করতে চাননি ফিঞ্চ।

এপ্রসঙ্গে অজি দলনায়ক সাংবাদিকদের বলেন, 'শনিবার টসের সময়ই চূড়ান্ত দল জানাব। সবাই একাদশে ঢোকার লড়াইয়ে রয়েছে প্রবলভাবে। তার মধ্যে থেকে ১১ জন মোটামুটি চূড়ান্ত। তবে এখনই তা জানাব না।' একইসঙ্গে অজি দলনায়কের আরও সংযোজন, 'প্রত্যেকেই দুরন্ত ছন্দে রয়েছে। প্র্যাকটিস ম্যাচগুলোতে এবং নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচে সবাই ভালো পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছে।' পাশাপাশি প্রথম ম্যাচে ব্যাটিং অর্ডারে তিন নম্বরে খোয়াজা না মার্শ? সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান ফিঞ্চ।

শনিবার আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে দ্বাদশ ক্রিকেট বিশ্বকাপে অভিযান শুরু করতে চলেছে অস্ট্রেলিয়া। তার আগে বৃহস্পতিবার ফিটনেস পরীক্ষায় সমস্যায় পরেন দলের তারকা ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার। ফিটনেস পরীক্ষায় ওয়ার্নারের ডান হিপে ব্যাথা ধরা পড়ে। সেকারণে প্রাথমিকভাবে ধরে নেওয়া হয় লম্বা টুর্নামেন্টে ওয়ার্নারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটারকে নিয়ে প্রথম ম্যাচেই ঝুঁকি নেবে না অস্ট্রেলিয়া। উল্লেখ্য প্রাক বিশ্বকাপ প্রস্তুতি ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধেও বিশ্রামে ছিলেন ডেভিড। শেষমেষ জল্পনা উসকে দিয়ে অধিনায়ক জানিয়ে দিলেন প্রথম ম্যাচে ওয়ার্নারকে নিয়েই মাঠে নামছেন তাঁরা।

শনিবার ১০৩২৩ এড হক পে শিক্ষক কর্মচারী সংগঠনের সভা আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

মুদিখানার মালিক থেকে দাপুটে নেতা, অনুব্রতর উত্থানের কাহিনী

বোলপুর, ১ জুন (হি.স.) : অনুব্রত মণ্ডল, সচরাচর বীরভূমবাসীদের কাছে যিনি "কেষ্ট দা" বলেই পরিচিত, যিনি দিদির (মমতা ব্যানার্জী) কাছে আদরের কেষ্ট। শুধু জেলা নয়, রাজ্য রাজনীতিতেও জনপ্রিয় এবং বিতর্কিত নেতা অনুব্রত মণ্ডল। ভোট এলেই তাঁর মুখে শোনা যায় নানান বিতর্কিত মন্তব্য, কখনো চরাম চরাম ঢাকের আওয়াজ, কখনো উন্নয়নকে রাস্তায় দাঁড় করানো, কখনো আবার পাঁচনের বাড়ি, কখনো আবার নকুল দানা - এই সকল সমস্ত বিতর্কিত মন্তব্য তাকে সব সময় সংবাদের শিরোনামে রেখেছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ঘনিষ্ঠ এই দাপুটে নেতা অনুব্রত মণ্ডল কিভাবে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন!

অনুব্রত মণ্ডলের গ্রামের বাড়ি নানুরের হাটসেরাণ্ডি গ্রাম। কিন্তু তিনি দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছেন বোলপুরের নিচু পট্টি এলাকায়। নিচু পট্টি এলাকায় ১৫ নাম্বার ওয়ার্ডে স্ত্রী এবং মেয়েকে নিয়ে তার সুখের সংসার। অনুব্রত মণ্ডল তাঁর বাবা-মায়ের তিন ছেলের মধ্যম ছেলে। শিক্ষাগত যোগ্যতা বলতে অনুব্রত মণ্ডলের এইট পর্যন্ত। পরে তিনি বাবার দোকানের দেখভাল করতে শুরু করেন। বাড়ির পাশে রয়েছে তাদের একটি গ্রিল কারখানাও। আর এখান থেকেই শুরু করে আজ অনুব্রত মণ্ডল রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় এবং বিতর্কিত নেতা।

রাজনীতিতে তাঁর হাতে খড়ি কংগ্রেসের হাত ধরে। বরাবরই তিনি ছিলেন ডাকাবুকো। রাজনীতিতে বীরভূমের অদ্যপাড়া গ্রামের এই কেষ্ট অতি সহজেই নজর কাড়তে শুরু করেন রাজ্য নেতাদের। তৎকালীন যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগঠনের কাজে মাঝেমধ্যেই বীরভূম আসতেন। সেখান থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে অনুব্রত মন্ডলের পরিচয়। পরবর্তীকালে অনুব্রত মন্ডলের সাথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক গৌতম বসুর সুসম্পর্ক তৈরি হয়। সেই গৌতম বসুর মাধ্যমেই অনুব্রত মন্ডলের সাথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হয়। অনুব্রত মণ্ডল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে হয়ে ওঠেন আদরের কেষ্ট।

এরপর ১৯৯৮ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৈরি করেন তৃণমূল কংগ্রেস নামে নতুন রাজনৈতিক দল। তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর বীরভূম জেলার সভাপতি হন তৃণমূলের সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায়। আর অনুব্রত মণ্ডল হন জেলার যুব সভাপতি। ২০০১ সালে নানুরের সুঁচপুরে ১১ জন কৃষককে হত্যা করার ঘটনা রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় হয়ে ওঠে। সে সময় কলকাতা থেকে মুকুল রায়ের সাথে নানুরের ছুটে আসেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১১ জন কৃষকের এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় অনুব্রত মণ্ডলের তৎক্ষণাৎ পদক্ষেপ নজর কাড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পরবর্তীকালে দলের সাথে মনোমালিন্যের কারণে সুশোভন বাবু পদত্যাগ করলে ২০০৩ সালে জেলার সভাপতির দায়িত্ব হাতে পান অনুব্রত মণ্ডল। বাম দুর্গ বীরভূমে দলকে শক্ত করে তোলার জন্য একের পর এক সংগঠনের কাজ চালিয়ে যান তারপর থেকেই অনুব্রত মণ্ডল। আর সে সময় একাধিক জায়গায় সভা, মিটিং, মিছিল করতে গিয়ে বাম কর্মীদের কাছে বারবার হেনস্তার শিকারও হয়েছিলেন তিনি। ২০০৯ সালে রাজ্যে পরিবর্তনের হাওয়া দেখা দেয়। ওই বছরই বীরভূমের মত বাম দুর্গে থাপা দেয় তৃণমূল। লোকসভার ভোটে বীরভূম লোকসভার আসনটি দখল করে তৃণমূল। রাজ্যের তৃণমূলের হাওয়া পূর্ণ রূপ পায় ২০১১ সালে। কংগ্রেসের হাত ধরে রাজ্যের বিধানসভা দখল করে তৃণমূল। অনুব্রতর হাত ধরে বীরভূমের বাম দুর্গ পরিণত হয় তৃণমূল দুর্গে।

কিন্তু এ পর্যন্ত ছিল অনুব্রত মণ্ডল এবং তৃণমূলের সাফল্য গাঁথা। এরপর একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্য অনুব্রত মণ্ডলকে সংবাদের শিরোনামে নিয়ে আসে। ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় পাড়ুই-এর কসবায় একটি সভা থেকে তিনি মন্তব্য করেন পুলিশকে বোম মারার। আর এই মন্তব্যই তাঁকে রাজ্য রাজনীতিতে বিতর্কিত নেতা হিসাবে রূপ দেয়। সেই বছরই পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর তাঁকে করা হয় গ্রামোন্নয়ন পর্ষদের সভাপতি। আর এবারের সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের হাত থেকে রাজ্যে অনেক আসন হাতছাড়া হলেও অনুব্রত মণ্ডল তাঁর দুটি আসন ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

অজয় রায়ের

আটের পাতার পর

দায়িত্বে আছি। আমি মনে করি ইস্ট অর ওয়েস্টউই আর দি বেষ্ট।"

অজয়বাবু বলেন, "কলকাতার তথ্য প্রযুক্তি তালুক সেক্টর ফাইভের আরা মানোন্নয়ন দরকার। এটিকে বাঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, পুনে-র মত উন্নত করতে হবে। বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোয় গবেষণার সুযোগ চালু করা দরকার।"

এ দিনের অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন আপাইয়ের সভাপতি তরণজিৎ সিং, সম্পাদক সত্যম রায়চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ অলোক টিব্রেওয়াল, অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শমিট রায়, টেকনো ইন্ডিয়ার কো চেয়ারম্যান মানসী চৌধুরী, এনএসএইচএম-এর চেয়ারম্যান দিলীপ সিং মেহতা, মৌলনা আজাদ কালাম প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (মাকাউট) রেজিস্ট্রার পার্থপ্রতীম লাহিড়ি এবং অর্থ-আধিকারিক অত্রি ভৌমিক, শিল্পমেলার চিফ মেন্টার দীপক সিনহা রায় প্রমুখ।

এই মেলা চলবে সোম বার পর্যন্ত, প্রতিদিন ১১-৬। এক ছাদের নিচে গোটা দেশে কোথায়, কী পড়ার সুযোগ আছে তা জানার সুযোগ মিলবে এখানে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শুরু হয়েছে ডি.ইএল.ইডি কোর্সের ভর্তি প্রক্রিয়া, চলবে ১২ জুন পর্যন্ত

কলকাতা, ১ জুন (হি.স.): ডি.ইএল.ইডি কোর্সের জন্য ৩০ মে থেকে শুরু হয়েছে আবেদন করার প্রক্রিয়াঊ চলবে আগামী ১২ জুন পর্যন্ত। আবেদন করা যাবে অনলাইনেঊ

ভর্তি হওয়ার জন্য কতগুলি শর্ত অবশ্যই পালন করতে হবেঊ আবেদনকারীকে অবশ্যই ভারতীয় হতে হবেঊ আবেদনকারীকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে কিংবা তার সমতুল পরীক্ষায় ৫০শতাংশ নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবেঊ এছাড়াও এসসি / এসটি / ওবিসি-এ / ওবিসি-বি / পিএইচ / প্রাক-সার্ভিসম্যান বিভাগের আবেদনকারীদের জন্য ৫শতাংশ হারে উচ্চমাধ্যমিকের নম্বরের ক্ষেত্রে ছাড় রয়েছে।

ডিপ্লোমা ইন এলিমেনটারি এডুকেশন বা ডি.ইএল.ইডি কোর্স করে প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতার জন্য আবেদন করা যায়ঊ সরকারি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের এই কোর্স করা বাধ্যতামূলক। ২ বছরের এই কোর্সঊ দুটি শিক্ষাবর্ষে মোট চারটি সেমিস্টার হয়। অনলাইনে আবেদন করে প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে ভরতি হওয়া যায়। ৩০ মে থেকে অনলাইনে আবেদন করা যাচ্ছে ২০১৯-২১ শিক্ষা বর্ষের জন্য।

চাকুরীর

● প্রথম পাতার পর

গত বিধানষভা নির্বাচনের আগে বিজেপিও তাদের পাশে থাকবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ক্ষমতার পালা বদলের পর গত ১৪ মাসে বিজেপি নেতৃত্বাধীন ষরকার ১০৩২৩ জন শিক্ষকের চাকরীর কোন গ্যারান্টি দিতে পারেনি। লোকসভা নির্বাচন অতিবাহিত হওয়ার পর ঐসব শিক্ষকরা আন্দোলনে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছেন। শনিবার অল ত্রিপুরা ষরকারী ১০৩২৩ এডহক পে শিক্ষক কর্মচারী সংগঠনের পশ্চিমজেলা কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি পরবর্তী আন্দোলন কর্মসূচী গ্রহণ করবে। রাজ্যের প্রতিটি জেলাতেই এধরনের জেলা কার্যকরী কমিটি গঠন করে আন্দোলন পরিচালনা করা হবে বলে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন।

বোমাতঙ্ক

আটের পাতার পর

ঘুম ভেঙ্গে যায় মৃণালবাবুর। ঘর থেকে বেড়িয়ে পাশের ঘরে আগুন জ্বলতে দেখেন তিনি। আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে তুফানগঞ্জ দমকল কেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুনে ঝলসে যায় দু'টি গবাদি পশুও। দমকলের প্রাথমিকভাবে অনুমান, শর্টসার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে।

এবার গ্রেটার নয়ডা

পাচের পাতার পর

পরই পুলিশি নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়ঊ পুলিশি নিরাপত্তা উঠে যাওয়ার পরই আক্রান্ত হলেন সপা নেতা ব্রজপাল রাঠিঊ এই হামলার প্রেক্ষিতে পুলিশের অনুমান, রাজনৈতিক শত্রুতার কারণেই সম্ভবত এই আক্রমণঊ প্রসঙ্গত, এর আগে শুক্রবার সকালে (৩১ মে) উত্তর প্রদেশের জৌনপুরে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হন সপা নেতা লালজি যাদব

নামল র‍্যাফ

পাচের পাতার পর

তাপস রায়, সুজিত বসু, বিধায়ক নির্মল ঘোষ, তৃণমূল নেতা মদন মিত্ররা একে একে আসতে শুরু করেন ওই নেতার বাড়িতে। খবর পেয়েই রাস্তায় জমায়েত করে বিজেপি। তৃণমূল নেতাদের রাস্তা আটকে জয় শ্রীরাম স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। দু'পক্ষের মধ্যে বচসা বাঁধে।

বিজেপির অভিযোগ, এরপরই লাঠিচার্জ শুরু করে পুলিশ। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়ের সামনে একই স্লোগান তোলায় একাধিক ব্যক্তিকে আটক করেছিল পুলিশ। এই স্লোগানের মধ্যে এমনকী রয়েছে, যে রাজ্যের শাসক দল এতটা মরিয়া হয়ে উঠছে? অন্যদিকে রাজ্যর মন্ত্রী সুজিত বসু জানান, "এটা আমাদের রাজ্যের সংস্কৃতি নয়। এখানকার মানুষ দখলদারির রাজনীতি পছন্দ করেন না। অশান্তি পাকানোর চেষ্টা হলে পুলিশ পদক্ষেপ নেবে"। প্রসঙ্গত বৃহস্পতিবার ভাটপাড়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়ের সামনে জয় শ্রীরাম স্লোগান দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। দু'জায়গায় তিনবার গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই ঘটনায় শুক্রবার দশ জনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। শনিবার সেই জয় শ্রীরাম ইস্যুতেই উত্তপ্ত হল কাঁচড়াপাড়া।

পেট্রোপণ্যের মূল্য

তিনের পাতার পর

চেন্নাইয়ে ডিজেলের দাম কমে হয়েছে যথাক্রমে, ৬৮.২১ টাকা (কলকাতা), ৬৬.৩৬ টাকা (দিল্লি), ৬৯.৫৮ টাকা (মুম্বই) এবং ৭০.১৯ টাকা (চেন্নাই)ঊ পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য নিম্নমুখী হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন সাধারণ মানুষ।

গুলি, মৃত ১১

তিনের পাতার পর

৬ জন আহত হয়েছেন। ওই বিল্ডিং-এর বিভিন্ন তলায় এলোপাথাড়ি গুলি চালায় বন্দুকবাজ। অফিস তখন সবে ছুটি হয়েছে। উইকএন্ডের মুডে বাইরে বেরিয়ে আসছিলেন কর্মচারীরা। সেই সময় আচমকা এলোপাথাড়ি গুলিতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ঘটনায় ভয়বাহতায় চমকে গিয়েছেন ভার্জিনিয়ার সাধারণ মানুষ থেকে প্রশাসনও।

মেয়র ববি ডায়ার বলেন, "ভার্জিনিয়ার ইতিহাসে এটা সব থেকে ভয়বাহ দিন। যাঁরা মারা গিয়েছেন, তাঁরা সবাই বন্ধু এবং সহকর্মী।" হামলাকারী ওই মিউনিসিপাল ভবনেই কর্মরত এক সরকারি কর্মী বলে জানানো হয়েছে। তবে তার সঙ্গে কোনো জঙ্গি সংগঠনের যোগাযোগ রয়েছে কি না, সে ব্যাপারে কিছুটা নিশ্চিত করে বলা হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজের জায়গায় এর আগে এত বড়ো হামলা আর হয়নি। প্রসঙ্গত, গত ফেব্রুয়ারি মাসে একটি কারখানার কর্মী গুলি চালিয়ে তার ৫ সহকর্মীকে মেরে ফেলে। শুক্রবার কেন ওই মিউনিসিপ্যালিটির কর্মী গুলি চালাল তা এখনও স্পষ্ট নয়। এফবিআই এ নিয়ে তদন্ত করছে।

ওড়িশা বিধানসভার ২২ তম অধ্যক্ষ হলেন সূর্য নারায়ণ পাত্র

ভুবনেশ্বর, ১ জুন (হি.স.) : ওড়িশার ষোড়শ বিধানসভায় সর্বসম্মতভাবে অধ্যক্ষ নির্বাচিত হলেন সূর্য নারায়ণ পাত্র। সাতবারের বিধায়ক সূর্য নারায়ণ পাত্রের নাম শনিবার বিধানসভায় প্রস্তাব করেন করেন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক। মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন বিধানসভা বিষয়ক মন্ত্রী বি কে আরুখা। সূর্য নারায়ণ পাত্রের বিরুদ্ধে আর কোনও প্রার্থী না দাঁড়ানোয় প্রটেম স্পিকার অমর প্রসাদ সতপতি বিধানসভার অধ্যক্ষ হিসেবে বছর ৭০ বয়সী সূর্য নারায়ণ পাত্রের নাম ঘোষণা করেন।

এদিন সূর্য নারায়ণ পাত্রের নাম ঘোষণার পর তাঁকে অধ্যক্ষের চেয়ার পর্যন্ত নিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক এবং কংগ্রেস নেতা নরসিং মিশ্র। পাশাপাশি নতুন অধ্যক্ষকে শুভেচ্ছাও জানান মুখ্যমন্ত্রী। কংগ্রেস নেতা নরসিং মিশ্র বলেন, আশা প্রকাশ করব দলীয় মতাদর্শের উর্দ্ধে ওঠে কাজ করবেন নতুন অধ্যক্ষ। গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য বিরোধীদের সুরক্ষা দেবেন তিনি। উল্লেখ করা যেতে পারে ওড়িশার ২২ তম অধ্যক্ষ হয়েছেন সূর্য নারায়ণ পাত্র।

বিধানসভার ১৪৭ আসনের মধ্যে ১১২ আসন পেয়েছে বিজেডি, ২৩ বিজেপি, ৯ কংগ্রেস, ১ সিপিআইএম, ১ নির্দল।

মাথাভাঙা সড়কের পথ দুর্ঘটনায় মৃত বাউল শিল্পী অমল চন্দ্র রায়

কোচবিহার, ১ জুন (হি. স.) : কোচবিহারের মাথাভাঙা সড়কের বড়বাড়ি এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল উত্তরবঙ্গের খ্যাতিমান বাউল শিল্পী অমল চন্দ্র রায়। শুক্রবার রাতে বিয়ে বাড়ি থেকে বাইকে করে বাড়ি ফেরার পথে ঘটনাটি ঘটেছে। এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন বাউলের স্ত্রী প্রতিমা দেবনাথ। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়ে।

জানা গিয়েছে, বাউল শিল্পী অমল চন্দ্র রায় সকলের কাছে নবীন বাউল নামেই পরিচিত তিনি। এদিন বাইকে করে মাথাভাঙায় একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন বাউল শিল্পী অমল চন্দ্র রায় ও তার স্ত্রী প্রতিমা দেবনাথ। অনুষ্ঠান সেরে কোচবিহার জেলার পানিশালায় নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন তারা। সেই সময় পথে কোচবিহার মাথাভাঙা সড়কের বড়বাড়ি এলাকায় তাদের বাইকের সঙ্গে একটি বুলেরো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন বাউল শিল্পী অমল চন্দ্র রায় ও তার স্ত্রী প্রতিমা দেবনাথ। তাদের উদ্ধার করে কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকেরা অমল চন্দ্র রায়কে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্ত্রী প্রতিমা দেবনাথ বর্তমানে কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

অংশীদার হয়েছি। সেই লক্ষ্যে পৌঁছনো পর্যন্ত বিজেপি-র কর্মী হিসেবেই লড়াই জারি রাখব।

কুমারঘাটে

● প্রথম পাতার পর

কুমারঘাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী। তারা সন্দেহের বশে লিপিকার স্বামীকে আটক করে থানায় নিয়ে যান। কুমারঘাট থানার ওসি প্রদ্যুৎ দত্ত জানান, ঘটনার তদন্ত করে দেখা হবে। লিপিকা কী আত্মহত্যা করেছেন, নাকি তাঁর শরীরে আগুন লাগিয়ে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে।

বিএসএফ

● প্রথম পাতার পর

করেছে। তার কাছ থেকে ১৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

গণতন্ত্র

● প্রথম পাতার পর

সোনিয়া গান্ধী বলেন, নিরলস ভাবে কংগ্রেস কর্মীরা কাজ করে গিয়েছে। চূড়ান্ত প্রতিরোধের মুখে পড়েও প্রচার চালিয়ে গিয়েছে দলীয় কর্মীরা। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাহুল গান্ধী, মনমোহন সিং, গুলাম নবি আজাদ, আনন্দ শর্মা।

বাইক

● প্রথম পাতার পর

তারা হল শাকবাড়ি এলাকার বাসিন্দা অমিত ত্রিপুরা (২০) এবং বাহাদুর ত্রিপুরা ও মনুবনকুলের বাসিন্দা জুয়েল ত্রিপুরা (১৯)। পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এর পেছনে বড় চক্র রয়েছে বলে তিনি অনুমান করছেন। জন্মরাম ত্রিপুরা পলাতক বলে জানিয়েছেন তিনি।

ক্ষয়ক্ষতি

● প্রথম পাতার পর

হয়েছেন। তাঁকে মহকুমা হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

এদিকে, গকুলনগরে বগায়ামুড়ায় একটি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। সেখানে ২২ পরিবারের ৪৪ জনকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া একটি স্বাস্থ্য শিবির ও ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। চড়িলামেও ৩টি পরিবার ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সোনামুড়া মহকুমায় কাঠালিয়ায় মারাত্মক প্রভাব পড়েছে ঝড়ের। কাঠালিয়ায় ৫০টি পরিবার ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৩১টি বাড়ি আংশিক, ১৬টি বাড়ি মারাত্মক এবং ৩টি বাড়ি পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একই মহকুমার নলছড়ে ২টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক জানিয়েছেন, আজ ভোরের ঝড় ও ভারী বর্ষণে জেলা জুড়ে বিভিন্ন স্থানে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পশ্চিম জেলার ৩টি মহকুমায় মোট ৯০৯টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১০টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। তাতে ৩৭৭ পরিবারকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, দুজন সামান্য আঘাত পেয়েছেন। তিনি আরও জানান, বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ায় সাধারণ মানুষ ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

আগরতলায় বলদাখাল, ওরিয়েন্ট চৌমুহনি, অসম-আগরতলা জাতীয় সড়ক, থানা রোড, চন্দ্রপুর, রানিরবাজার, খয়েরপুর এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। পাম্পের সাহায্যে দ্রুত জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলাশাসকের কথায়, হাওড়া নদীর জলস্তরের দিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। আপাতত জলস্তর স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে। ঝড়ে আগরতলায় বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুতের খুঁটি, তার ছিড়ে পড়েছে। বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি বড় গাছও ভেঙে পড়েছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ওই সমস্ত গাছ রাস্তা থেকে সরানো হয়েছে।

এদিকে, গোমতি জেলার অন্তর্গত উদয়পুরের রাজনগর বরটিলা এলাকায় সকাল সাড়ে ৬-টা নাগাদ হারুন মিয়াঁ (২৯) রবার সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে বজ্রপাতে তাঁর মৃত্যু হয়। হারুনের বাবা জানিয়েছেন, অন্যান্য দিনের মতোই আজ ভোর ৫-টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় হারুন। প্রতিদিন ওই সময় রবার সংগ্রহে যায় বলে হারুনের বাবা জানিয়েছেন। আবার ৮-টা নাগাদ ফিরেও আসে। কিন্তু আজ দেরি হচ্ছে দেখে হারুনের খোঁজে রবার বাগানে যান তাঁর বাবা। গিয়ে দেখেন, রবার বাগানে পড়ে রয়েছে হারুন। সঙ্গে সঙ্গে পিত্রা থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে দেখে হারুনের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে টেপানিয়া হসপিটালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

এদিকে, ঝড়ে বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষামন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। তিনি সিপাহিজলা জেলার কমলাসাগরে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির খোঁজখবর নিয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্তদের পাঁচ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য তিনি জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া, বাড়িঘর মেরামত করে দেওয়া হবে বলেও তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

রোহিঙ্গাদের ন্যায়বিচারে কাজ শুরু করতে ওআইসির সমর্থন চান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০১।। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বিষয়টি আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে) উত্থাপন করার জন্য ওআইসি সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের কাছ থেকে সমর্থন চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।যাতে স্বেচ্ছা তহবিল ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের আইনগত অধিকার নিশ্চিত হয়।

গত মার্চে আবুধাবিতে ওআইসির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের (সিএফএম) সম্মেলনে রোহিঙ্গাদের বিচার সম্পর্কিত ইস্যুটি আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথ তৈরি হয়েছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, এ পর্যন্ত প্রক্রিয়াটি নিয়ে আসার জন্য আমরা গাম্বিয়াকে ধন্যবাদ জানাই। স্বেচ্ছায় তহবিল এবং কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে মামলাটি চালু করার জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহের কাছে আবেদন করছি।

শনিবার সৌদি আরবের সাফা প্রাসাদে ওআইসির ১৪তম ইসলামিক সম্মেলনে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী। সৌদি আরব মক্কায় ওআইসির ১৪তম ইসলামিক সম্মেলনের আয়োজন করেছে। এবারের সম্মেলনের শিরোনাম দেয়া হয়েছে 'মক্কা সামিট: টুগেদার ফর দ্য ফিউচার'।

শেখ হাসিনা বলেন, সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত ১১ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা মুসলমানদের আশ্রয় দিয়েছে বাংলাদেশ। কিন্তু মিয়ানমার রাখাইন অঞ্চলে একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরির প্রতিশ্রুতি মেনে চলতে ব্যর্থ হওয়ায় রোহিঙ্গাদের সম্মানের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন এখনও অনিশ্চিত।

দারিদ্র্যকে এখনও সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটি মোকাবিলার জন্য যৌথ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে 'ওআইসি-২০১৫: কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে। তিন দেশের সফরে থাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার চার দিনের জাপান ভ্রমণ শেষ করে শুক্রবার বিকালে দ্বিতীয় গন্তব্য সৌদি আরব পৌঁছান।

তিন দিনের সৌদি আরব সফরকালে প্রধানমন্ত্রী শনিবার মক্কায় ওআইসির ১৪তম ইসলামিক সম্মেলনে যোগদানের পাশাপাশি পবিত্র ওমরা পালন এবং আজ রবিবার হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর রওজা মুবারক জিয়ারত করবেন।

এরপর শেখ হাসিনা ৩ জুন ফিনল্যান্ডের উদ্দেশে সৌদি আরব ত্যাগ করবেন এবং সেখানে ৭ জুন পর্যন্ত থাকবেন।১২ দিনব্যাপী তিন দেশ সফর শেষে ৮ জুন প্রধানমন্ত্রীর দেশে ফেরার কথা রয়েছে।

অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড মামলা : জামিন মঞ্জুর সুশেন মোহন গুপ্তার, বিদেশ যাওয়ার অনুমতি প্রদান রাজীবকে

নয়াদিল্লি, ১ জুন (হি.স.): অবশেষে স্বস্তি পেলেন অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড অর্থ তছরুপ মামলার মধ্যস্থতাকারী সুশেন মোহন গুপ্তাঊ শনিবার বিশেষ আদালতে ৫ লক্ষ টাকার দু'টি ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন পেয়েছেন সুশেন মোহন গুপ্তাঊ চলতি বছরের মার্চ মাসে দিল্লি থেকে ডিফেন্স এজেন্ট সুশেন মোহন গুপ্তাকে গ্রেফতার করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)ঊ অর্থ তছরুপ প্রতিরোধ আইনে (পিএমএলএ) গ্রেফতার করা হয়েছিল ৩,৬০০ কোটি টাকার ভিভিআইপি চপার চুক্তি মামলার অভিযুক্ত 'মধ্যস্থকারী' সুশেন মোহন গুপ্তাকেঊ প্রায় ৩ মাস পর অবশেষে শনিবার ৫ লক্ষ টাকার দু'টি ব্যক্তিগত বন্ডে সুশেন মোহন গুপ্তাকে জামিন প্রদান করেছে বিশেষ আদালত।

অন্যদিকে, চিকিতার জন্য রাজীব সাক্সেনাকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দিল বিশেষ আদালতঊ রাজীব সাক্সেনা বর্তমানে অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড অর্থ তছরুপ মামলার রাজসাক্ষীঊ বিদেশে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করে রাজীব সাক্সেনাকে ৫০ লক্ষ টাকা জমা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বিশেষ আদালতের বিচারপতি।

খয়রাশোলে তৃণমূল ব্লক নেতার খামার বাড়িতে বিস্ফোরণ

খয়রাশোল, ১ জুন (হি. স.) : ফের খয়রাশোলে বোমা বিস্ফোরণ। বড়রা গ্রামে আস্ত পার্টি অফিস উড়ে যাওয়ার পর ওই বডরা গ্রামে দলীয় কর্মীর খামার বাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল। আগের ঘটনার চারদিনের মাথায় ফের বীরভূমের কাঁকরতলা থানার কদমডাঙ্গা গ্রামে বোমা বিস্ফোরণ ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনার পিছনেও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ইঙ্গিত মিলেছে। যদিও তৃণমূলের একাংশ এই ঘটনার দায় বিজেপি ঘাড়ে চাপালেও তৃণমূলের বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর মন্তব্যে প্রকাশ্যে এসেছে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব।

খয়রাশোলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে একের পর এক ব্লক সভাপতি খুনের ঘটনার পর জেলা তৃণমূল শিবির ব্লক পরিচালনা জন্য ১১ সদস্যের ব্লক কমিটি গঠন করে। সেই কমিটির অন্যতম ব্লক তৃণমূল নেতা আব্দুর রহমানের খামারবাড়িতে বোমা বিস্ফরণের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। আব্দুর রহমানের দাবি, বিজেপি বোমা ফাটিয়েছে, যদিও অন্য গোষ্ঠী এবং বিজেপির দাবি খামারে মজুদ থাকা বোমাই বিস্ফোরণ হয়েছে। শনিবার ভোর রাতে হঠাৎ বোমা বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে কাঁকরতলা থানার কদমডাঙ্গা গ্রাম। স্থানীয় দের মতে গ্রামের ওই তৃণমূল নেতার খামারবাড়ি। বোমার আওয়াজ শুনে সকলে হতচকিত হয়ে ওঠে। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ।তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, খামারবাড়িতে মজুদ করা বোমা ফেটে গিয়ে ঘটেছে ঘটনা। তবে অন্যপক্ষের লোকজন বোমা ছুঁড়েছে। তা নিয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর একে অপরের মধ্যে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। যদিও এই ঘটনায় সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল নেতা আব্দুর রহমান।

তিনি বলেন, 'আজ ভোরে আমিও বোমা ফাটার শব্দ শুনতে পেয়েছি। পুলিশ এসেছে তবে বোমা ফাটার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। যেখানে বোমা ফেটেছে সেই এলাকাটি গ্রামের পাশে একটি ফাঁকা জায়গা। এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্যই বিজেপির লোকেরা বোমা ফাটিয়েছে। যেহেতু এখানে তৃণমূল ভালো ফল করেছিল ভোটে।' যদিও আব্দুর রহমানের খামার বাড়িতে বিস্ফোরন হয়েছে বলে মত দলে আব্দুরের বিরোধী গোষ্ঠীর নেতা উজ্জ্বল হক কাদেরী। তার মতে, 'আমরা খবর পেয়েছি। আব্দুর মাস্টারের খামার বাড়িতেই থাকা বোমা ফেটে গেছে।' ঘটনার পর থেকে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ।যদিও বিজেপি জেলা সভাপতি রামকৃষ্ণ রায় বলেন, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব জেরেই এই বোমা ফেটেছে। মিথ্যা করে বিজেপি কে দোষ দিয়ে স্বার্থ সিদ্ধি হবে না।

পুরসভার জলেই জন্ডিসের জীবানু, কারণ অজানা কর্তৃপক্ষের

কলকাতা, ১ জুন (হি.স.): যাদবপুরের বিদ্যাসাগর কলোনি ও রামগড়ে ব্যাপক মাত্রায় ছড়িয়েছে জন্ডিসঊ মূলত জলের থেকেই এই জীবানু ছড়িয়েছে বলে মত বিশেষজ্ঞদেরঊ পুরসভার জলেই মিলেছে জীবানুঊ একথা স্বীকার করে নেন খোদ মেয়রঊ কিন্তু পুরসভার জলে কিভাবে এল জন্ডিসের জীবানু সেই বিষয়ে কোনও উত্তর মেলেনি পুরসভার তরফ থেকেঊ

কলকাতা পুরসভার ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডে পানীয় জলের ভরসা বলতে পুরসভার জলের গাড়ি, টিউবওয়েল ও কেনা জলঊ পুরস্বাস্থ্য কর্মীদের ৫২ জনের দল এসে জল সংগ্রহ শুরু করেছেঊ এই বিষয়ে মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, "নলকূপ ও জলের পাইপ লাইনে কোনও রকম জীবানু পাওয়া যায়নিঊ তবে জলের মধ্যেই জীবানু আছে যা থেকে জন্ডিস ছড়াচ্ছে"ঊ প্রতিটা নলকূপ চার্জ করার পাশাপাশি প্রতি নির্দিষ্ট সময়ে যে জল আসছে তারও নমুনা সংগ্রহ করে গবেষনাগারে পাঠানো হচ্ছে বলে শনিবার জানান মেয়র। মেয়র এদিন আরও জানান, "সাতদিন আপাতত এই নমুনা সংগ্রহ করে গবেষণাগারে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলবেঊ এরপর যদি জন্ডিসের প্রকোপ কমে তাহলে প্রক্রিয়া বন্ধ করা হবে নয়ত আরও খতিয়ে দেখা হবে।

অস্ট্রেলিয়ার দাপুটে শুরু

লন্ডন।। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ছোট লক্ষ্য তাড়ায় দলকে পথ দেখালেন দুই ওপেনার। ডেভিড ওয়ার্নার ও অ্যারন ফিঞ্চের ফিফটিতে দাপুটে জয়ে শিরোপা ধরে রাখার অভিযান শুরু করলো অস্ট্রেলিয়া।

ব্রিস্টলে ৭ উইকেটে জিতেছে ফিঞ্চের দল। ২০৭ রানের লক্ষ্য ৯১ বল বাকি থাকতে পেরিয়ে যায় তারা।

নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে এই ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরলেন স্টিভেন স্মিথ ও ওয়ার্নার। জয়ের কাছে গিয়ে ফিরেন সাবেক অধিনায়ক স্মিথ। দলের জয়কে সঙ্গে নিয়ে ফেরা ওয়ার্নার জিতে নেন ম্যাচ সেরার পুরস্কার।

কাউন্টি গ্রাউন্ডে শনিবার টস জিতে ব্যাট করতে নেমে আফগানদের বিস্ফোরক দুই ওপেনার মোহাম্মদ শাহজাদ ও হজরতউল্লাহ জাজাই ফিরেন শূন্য রানে। প্রথম ওভারে আঘাত হানেন গত আসরের সেরা খেলোয়াড় মিচেল স্টার্ক। দারুণ এক ডেলিভারিতে বোল্ড করে দেন শাহজাদকে। জায়গায় দাঁড়িয়ে ড্রাইভ করতে গিয়ে প্যাট কামিন্সের বলে কট বিহাইন্ড হয়ে ফিরেন জাজাই।

তৃতীয় উইকেটে রহমত শাহ ও হাশমতউল্লাহ শাহিদির ৫১ রানের জুটিতে প্রতিরোধ গড়ে আফগানিস্তান। শাহিদিকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন অ্যাডাম জ্যাম্পা। লেগ স্পিনার পরে থামান রহমতকে। মোহাম্মদ নবির রান আউটে বিপদে পড়ে যায় আফগানিস্তান।

৭৭ রানে ৫ উইকেট হারানো দলটি নাজিবউল্লাহ ও অধিনায়ক গুলবাদিন নাইবের ৮৩ রানের জুটিতে ধাক্কা সামাল দিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। মার্কাস স্টয়নিসের শর্ট বলে পুল করতে গিয়ে নাইবের ভুলে ভাঙে বিশ্বকাপে আফগানদের তৃতীয় সেরা জুটি। সেই ওভারেই ৪৯ বলে সাত চার ও দুই ছক্কায় ৫১ রান করা নাজিবউল্লাহকে ফিরিয়ে দেন স্টয়নিস।

১৬৬ রানে ৮ উইকেট হারানো আফগানিস্তান বিশ্বকাপে তৃতীয়বারের মতো দুইশ ছাড়ায় রশিদের শেষের ঝড়ো ব্যাটিং। ১১ বলে তিন ছক্কা ও দুই চারে ২৭ রান করা রশিদকে ফিরিয়ে নিজের তৃতীয় উইকেট নেন জ্যাম্পা। মুজিব উর রহমানকে ফিরিয়ে আফগানদের থামিয়ে দেওয়া কামিন্সও নেন তিন উইকেট।

রান তাড়ায় অস্ট্রেলিয়াকে ভালো শুরু এনে দেয় উদ্বোধনী জুটি। শুরু থেকেই আগ্রাসী ছিলেন ফিঞ্চ। একটু সাবধানী ছিলেন চোটের সঙ্গে লড়াইয়ে জিতে মাঠে নামা ওয়ার্নার। জমে যাওয়ার পর তাদের জুটিতে দ্রুত আসে রান।

৪৯ বলে চার ছক্কা ও ছয় চারে ৬৬ রান করেন ফিঞ্চ। অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ককে ফিরিয়ে ৯৬ রানের জুটি ভাঙেন আফগান অধিনায়ক নাইব। তিনে নেমে ব্যর্থ উসমান খাওয়াজা।

স্মিথের সঙ্গে ওয়ার্নারের আরেকটি ভালো জুটিতে জয়ের পথে এগিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। মুজিবের একটু বাড়তি লাফানো বলে স্মিথ শর্ট থার্ড ম্যানে ক্যাচ দিলে ভাঙে ৪৯ রানের জুটি। ক্রিজে এসে মুখোমুখি হওয়া প্রথম বলেই চার হাঁকিয়ে দলকে জয় এনে দেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে ১১৪ বলে ৮ চারে ৮৯ রান করে অপরাজিত থাকেন ওয়ার্নার।

২০১৫ বিশ্বকাপের পর এই প্রথম অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে কোনো ওয়ানডে খেলল আফগানিস্তান। চার বছর আগে একপেশে ম্যাচে হেরেছিল বিশ্বকাপে রানের দিক থেকে সর্বোচ্চ ২৭৫ রানে। লড়াই করতে পারল না এবারও।

টানা আট জয় নিয়ে বিশ্বকাপে এসেছে অস্ট্রেলিয়া। ঠিক সময়ে ছন্দে ফেরা দলটি ষষ্ঠ শিরোপার লক্ষ্যে অভিযান শুরু করলো অনায়াস জয় দিয়ে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

আফগানিস্তান: ৩৮.২ ওভারে ২০৭ (শাহজাদ ০, জাজাই ০, রহমত ৪৩, শাহিদি ১৮, নবি ৭, নাইব ৩১, নাজিবউল্লাহ ৫১, রশিদ ২৭, দৌলত ৪, মুজিব ১৩, হামিদ ১*; স্টার্ক ৭-১-৩১-১, কামিন্স ৮.২-০-৪০-৩, কোল্টার-নাইল ৮-১-৩৬-০, স্টয়নিস ৭-১-৩৭-২, জ্যাম্পা ৮-০-৬০-৩)

অস্ট্রেলিয়া: ৩৪.৫ ওভারে ২০৯/৩ (ফিঞ্চ ৬৬, ওয়ার্নার ৮৯*, খাওয়াজা ১৫, স্মিথ ১৮, ম্যাক্সওয়েল ৪*; মুজিব ৪.৫-০-৪৫-১, হামিদ ৬-২-১৫-০, দৌলত ৫-০-৩২-০, নাইব ৫-০-৩২-১, নবি ৬-০-৩২-০, রশিদ ৮-০-৫২-১)

ফল: অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে জয়ী

ম্যান অব দা ম্যাচ: ডেভিড ওয়ার্নার

শ্রীলঙ্কাকে ১০ উইকেটে হারিয়ে নিউ জিল্যান্ডের শুরু

লন্ডন।। উইকেটে থাকা খানিকটা সুবিধা দারুণভাবে কাজে লাগিয়ে লঙ্কানদের কাঁপিয়ে দিলেন গতিময় দুই পেসার ম্যাট হেনরি, লকি ফার্গুসন। অধিনায়ক দিমুথ করুনারত্নের আদ্যন্ত ব্যাটিংয়ের পরও নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে বিশ্বকাপে নিজেদের সর্বনিম্ন রানে গুটিয়ে গেল শ্রীলঙ্কা। শুরুর জুটির দৃঢ়তায় সেই রান পেরিয়ে বড় জয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করল কেন উইলিয়ামসনের দল।কার্ডিফে ১০ উইকেটে জিতেছে নিউ জিল্যান্ড। ১৩৭ রানের লক্ষ্য ২০৩ বল বাকি থাকতে ছুঁয়ে ফেলেছে তারা।সোফিয়া গার্ডেন্সে শনিবার টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ম্যাচের প্রথম বলে হেনরিকে বাউন্ডারি হাঁকান লাহিরু থিরিমান্নে। পরের বলেই লাইন মিস করে ফিরে যান এলবিডব্লিউ হয়ে। ইনিংস জুড়ে দেখা গেছে দ্রুত ফেরার এই চিত্র। আট ব্যাটসম্যান যেতে পারেননি দুই অঙ্কে।একটু সময় কাটালে টিকে থাকা, রান বের করা খুব কঠিন ছিল না। তবে করুনারত্নে ছাড়া বাকি প্রায় সবাই ক্রিজে গিয়েই শট খেলে দলের ও নিজের বিপদ ডেকে আনেন।কুসল পেরেরাকে ফিরিয়ে শ্রীলঙ্কার জুটি গড়ার চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন হেনরি। পরের বলে বিদায় করেন কুসল মেন্ডিসকে। মিডল অর্ডারে ছোবল দেন ফার্গুসন। দ্রুত ফিরিয়ে দেন ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা ও জিবন মেন্ডিসকে। ব্যাটিং ভরসা অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউসকে শূন্য রানে ফেরান কলিন ডি গ্র্যান্ডহোম।৬০ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে ধুঁকতে থাকা দলটি তিন অঙ্কে যায় করুনারত্নে ও থিসারা পেরেরার জুটিতে। মিচেল স্যান্টনারকে উড়ানোর চেষ্টায় ট্রেন্ট বোল্টকে সহজ ক্যাচ দিয়ে থিসারার বিদায়ে ভাঙে ৫২ রানের জুটি। এরপর বেশি দূর এগোয়নি শ্রীলঙ্কার ইনিংস।বিশ্বকাপে মাত্র দ্বিতীয় ও সব মিলিয়ে দ্বাদশ ব্যাটসম্যান হিসেবে অদ্যন্ত ব্যাটিংয়ের কীর্তি গড়া করুনারত্নে অপরাজিত থাকেন ৫২ রানে। তার লড়াকু ইনিংসের পরও বিশ্বকাপে নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে নিজেদের সর্বনিম্ন রানে গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। আগের সর্বনিম্ন ছিল ১৯৭৯ আসরে নটিংহ্যামে করা ১৮৯।

শেষ ব্যাটসম্যান লাসিথ মালিঙ্গাকে ফিরিয়ে সোফিয়া গার্ডেন্সে সর্বনিম্ন ১৩৬ রানে শ্রীলঙ্কাকে থামিয়ে দেন ফার্গুসন। ২২ রানে তিনি নেন ৩ উইকেট। আরেক পেসার হেনরি ২৯ রানে নেন ৩ উইকেট। চার বছর আগে নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে শ্রীলঙ্কার ১৩৮ ছিল এই মাঠে সর্বনিম্ন।ছোট পুঁজি নিয়ে একদমই লড়াই করতে পারেনি শ্রীলঙ্কা। নিউ জিল্যান্ডের উদ্বোধনী জুটিই শেষ করে দেয় ম্যাচ। বিশ্বকাপে তৃতীয় ও ওয়ানডেতে নবমবারের মতো ১০ উইকেটে কোনো ম্যাচ জেতে নিউ জিল্যান্ড। অন্যদিকে বিশ্বকাপে প্রথম ও ওয়ানডেতে ষষ্ঠবার ১০ উইকেটে হারল শ্রীলঙ্কা।বিশ্বকাপে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রানের মালিক মার্টিন গাপটিল শুরু থেকেই চড়াও হন বোলারদের ওপর। একটু সময় নিয়ে শট খেলতে শুরু করেন মানরোও। দ্রুত জমে যায় তাদের জুটি। সেই জুটি আর ভাঙতেই পারেনি শ্রীলঙ্কা।৫১ বলে আট চার ও দুই ছক্কায় ৭৩ রানে অপরাজিত থাকেন গাপটিল। ৪৭ বলে ৬ চার ও এক ছক্কায় ৫৮ রান করেন মানরো। তাদের ঝড়ো ব্যাটিংয়ে বিশ্বকাপে ৫০ ওভারের ম্যাচে প্রথমবারের মতো দুইশ বল বাকি থাকতে কোনো ম্যাচ হারল শ্রীলঙ্কা। দারুণ বোলিংয়ে শুরুতে শ্রীলঙ্কাকে কাঁপিয়ে দেওয়া হেনরি জেতেন ম্যাচ সেরার পুরস্কার।সংক্ষিপ্ত স্কোর:

শ্রীলঙ্কা: ২৯.২ ওভারে ১৩৬ (থিরিমান্নে ৪, করুনারত্নে ৫২*, কুসল পেরেরা ২৯, কুসল মেন্ডিস ০, ধনাঞ্জয়া ৪, ম্যাথিউস ০, জিবন মেন্ডিস ১, থিসারা ২৭, উদানা ০, লাকমল ৭, মালিঙ্গা ১; হেনরি ৭-০-২৯-৩, বোল্ট ৯-০-৪৪-১, ফার্গুসন ৬.২-০-২২-৩, ডি গ্র্যান্ডহোম ২-০-১৪-১, নিশাম ৩-০-২১-১, স্যান্টনার ২-০-৫-১)

নিউ জিল্যান্ড: ১৬.১ ওভারে ১৩৭/০ (গাপটিল ৭৩*, মানরো ৫৮*; মালিঙ্গা ৫-০-৪৬-০, লাকমল ৪-০-২৮-০, উদানা ৩-০-২৪-০, থিসারা ৩-০-২৫-০, জিবন মেন্ডিস ১.১-০-১১-০)ফল: নিউ জিল্যান্ড ১০ উইকেটে জয়ী

ম্যান অব দা ম্যাচ: ম্যাট হেনরি

২০২২ বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে অনিশ্চিত মেসি

আগামী বিশ্বকাপে খেলবেন কিনা নিশ্চিত নন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক লিওনেল মেসি।

২০০৫ সালের অগাস্টে আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেকের পর চারটি বিশ্বকাপ খেলেছেন মেসি। ২০১৪ সালে হয়েছিলেন টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়। সেবার ফাইনালে জার্মানির কাছে হেরে শেষ হয় শিরোপা স্বপ্ন। ফক্স স্পোর্টস আর্জেন্টিনাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলেন তারকা এই ফরোয়ার্ড।

“আগামী বিশ্বকাপে থাকব কিনা তা আমি জানি না। আমার শরীর খেলার মতো অবস্থায় থাকে কিনা তা আমাকে দেখতে হবে।”

২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপের সময় মেসির বয়স হবে ৩৬ বছর। তখন ফিটনেস কেমন থাকবে তা নিয়ে সন্দিহান পাঁচবারের বর্ষসেরা এই ফুটবলার।

“আজ আমি দারুণ অনুভব করছি, শারীরিকভাবে খুব ভালো, কিন্তু আমার বয়স প্রায় ৩২ বছর। আর আমি জানি না ভবিষ্যতে আমার কেমন কাটবে।”

The Executive Engineer, NH Division PWD, Baikhora,Santirbazar, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender against Press Notice Inviting e-Tender No. 01/EE/NHD(PWD)/BKR/2019-20. Dated, 29-05-2019.
Name of Work:- (i) Strengthening and improvement of riding quality of road from Jamjuri to Tepania (NH-08) via Shalgara. (Job No.CRF/TR/2018-19/030) (2nd Call).
DNITNO:-07/CE/PWD(NH)/CRF/2018-19
ESTIMATED COST:- Rs.8,85,68,147.00
EARNEST MONEY:- Rs.8,85,681.00
TIME FOR COMPLETION:- 09(Nine) Months
LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING:- 29/06/2019 Upto 15.00 Hrs.
(ii) Strengthening and Improvement of Riding quality of Road from Tainani to Debipur Via. Adipur. (L=7.80 Km) (Ch.0.00 Km to Ch.7.80 Km) (Job No: CRF/TR/2018-19/035) (2' Call). DNITNO:-08/CE/PWD(NH)/CRF/2018-19
ESTIMATED COST:- Rs. 9,99,76,917.00
EARNEST MONEY:- Rs. 9,99,769.00
TIME FOR COMPLETION:- 09(Nine) Months
LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING:- 29/06/2019 Upto 15.00 Hrs.
For more details kindly visit: www.tripuraindia.com/ www.tripureatoday.com / www.indigerounsheanld.com. / www.tripuranic.in / www.neidia.com
The detailed Press Notice Inviting e-Tender can be seen in the Office of the Executive Engineer, NH Division PWD, Baikhora, Santirbazar, South Tripura during office hour on all working days.
(For and on behalf of Governor of Tripura)
(Er. Rajat Baidya)
Executive Engineer
NH Division PWD, Bailhara
Santirbazar, South Tripura
ICA/C/097/19-20

NOTICE INVITING QUOTATION
The undersigned hereby invites quotation in plain paper for supply of various materials under Jolaibari RD Block (5) Tripura for the financial year 2019-20. The Quotationers/ Bidders should submit required documents and earnest many of Rs-5000/-(Rupees five Thousand) only along with the tender (amount to be submitted in the shape of DD in favour of the BDO, Jolaibari drawn on any Nationalized Bank of India.
The Tender box will be kept open for dropping of Quotation by the intending Quotationers in the Chamber of the undersigned from 01/06/2019 to 15/06/2019 (Office hours and working days only) and the box will be opened on 17/06/.2019 (if possible).
The interested Tenderer/Quotationer should quote the rates as per prescribed format given bellow along with the copy of registration of the Firm/Shop PRTC, PAN Card, and GST Registration all Tax Clearance; AADHAR Card etc as the evidence of valid bidder any incomplete Tender/Quotation will summarily be rejected .Specification of items are as follows.

Sl No. Items	Quantity (NoS/Eac)	Remarks
1.Steel Admirals (with four shelves)72"x36"x18" 24G 1.Steel Almiras (with four shelves)60"x36"x18",24G	Rate per piece(In Rs	
3.Computer Table Size 48"X24"X30",24G	Rate per piece(In Rs	
4Computer Table Size 36"X24"X30",24G	Rate per piece(In Rs	
5.Regal Visitor Chair CFV-204,Visitor Chair CFV-201	Rate per piece(In Rs	
6.Plastic Chair (with arms) RFL/Nilkamal (Different colour) StandardSize	Rateper piece(In Rs	
7.Plastic Table RFL/NilkamalDifferent Colour Standard Size 8Steel Table full secretariat Laminated sheet top, three drawers and fullout tray with automatic locking device to the right side andacupboard with one drawer to the left side storage unit size H.20"XW.14"XD.25" Size 60"X30"X30"(22G)	Rateperpiece)In Rs	
9 Steel Table full secretariat Laminated sheet top, three drawers and fullout tray with automatic locking device to the right side and a cupboardwith one drawer to the left side storage unit size H.20"XW.14"XD.25" Size 54"X30"X30"(22G)	Rate per piece(In Rs	
10 Wooden Table unit size H.20"XW.14"XD.25" Size 54"X30"X30"(22G) 11. Wooden Chair.	Rate per piece(In Rs Rate per pieceanRs	

Terms and Conditions; - For terms & Condition kindly to be visited at office at the office hours for working day
(Dr. Abhijit Das)
Block Deve opment Officer
Jolaibari R.D Block South Tripura
ICA/C/113/19

ফরাসি ওপেনের চতুর্থ রাউন্ডে ফেডেরার, গফিনকে হারালেন নাদাল

প্যারিস, ১ জুন (হি.স.) : ফরাসি ওপেনে নিজের ৪০০তম গ্র্যান্ড স্লাম ম্যাচে নরওয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যাসপার রুডকে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে প্রবীণতম হিসেবে টুর্নামেন্টের চতুর্থ রাউন্ডে পৌঁছলেন ফেডেক্স। অন্যদিকে ক্লে-কোর্টে বেলজিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে টুর্নামেন্টের প্রথম সেট খোয়াতে হলেও তা পরের রাউন্ডে পৌঁছলেন রাফায়েল নাদাল। বছরের দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্লাম ফরাসি ওপেনে ভালোই এগোচ্ছেন দুই কিংবদন্তি।প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম হিসেবে ১৯৯৯ ফরাসি ওপেনের ক্লে-কোর্টে ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি পেয়েছিলেন ফেডেক্স। সেবার ফেডেরারের গ্রুপেই ছিলেন নরওয়ের ক্রিশ্চিয়ান রুড। প্রথম রাউন্ডে হেরে যাওয়ায় দ্বিতীয় রাউন্ডে সেবার রুডের বিরুদ্ধে আমনে-সামনে হওয়া হয়ে ওঠেনি ফেডেরারের। বিশ বছর বাদে সেই ফরাসি ওপেনেই ক্রিশ্চিয়ান রুডের ছেলে ক্যাসপার রুডের মুখোমুখি হলেন সুইশ কিংবদন্তি। এক ঘন্টার সামান্য বেশি সময়ে প্রথম দুই সেট জিতে নিলেও তৃতীয় সেটে রুড হাড্ডাহাড্ডি লড়াই ছুঁড়ে দেন ২০টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিককে। প্রথম সেট ৬-৩ এবং দ্বিতীয় সেট ৬-১ ব্যবধানে জিতে নেন সুইস টেনিস মায়েস্ত্রো। এরপর তৃতীয় সেটে সবাই যখন ভাবছেন একপেশে জয় ছিনিয়ে নেবেন ফেডেরার, তখন দারুণ লড়াই ছুঁড়ে দিয়ে নির্ণায়ক সেট টাইব্রেকারে নিয়ে যান রুড। কিন্তু টাই ভাঙার খেলায় অভিজ্ঞতায় বাজি মেরে ১০-৮ ব্যবধানে জয় তুলে নেন ২০১৫ পর প্রথমবার রোলা গাঁরোয় খেলতে নামা ফেডেক্স।

অন্য খেলায় বেলজিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বী ডেভিড গফিনকে হারিয়ে চতুর্থ রাউন্ডে পৌঁছে গেলেন রোলা গাঁরোর অবিসংবাদী নায়ক রাফায়েল নাদাল। তবে টুর্নামেন্টের প্রথম সেট এদিন খোয়াতে হল ১১ বারের ফরাসি ওপেন জয়ীকে। যদিও প্রথম দু'সেটের লড়াই দেখে মনে হয়নি তৃতীয় সেটে কামব্যাক করতে পারেন গফিন। ৬-১ ব্যবধানে প্রথম সেটে উড়িয়ে দেওয়ার পর দ্বিতীয় সেট ৬-৩ ব্যবধানে ছিনিয়ে নেন ১৭টি গ্র্যান্ড স্লামের মালিক। কিন্তু তৃতীয় সেটে প্রতিরোধ ছুঁড়ে দিয়ে ম্যাচে দুরন্ত কামব্যাক করেন গফিন। ৪-৬ ব্যবধানে তৃতীয় সেট হাতছাড়া হয় স্প্যানিশ তারকার। তবে ১০ বছর আগের সোডারলিং এদিন হয়ে উঠতে পারেননি গফিন। তৃতীয় সেটের পরাজয় কাটিয়ে উঠে চতুর্থ সেটে পুরনো মেজাজে নিজেকে মেলে ধরেন রাফা। একইসঙ্গে ৬-৩ ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে পরের রাউন্ড নিশ্চিত করেন দ্বিতীয় বাছাই নাদাল।

বিশ্বকাপে চমক দিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নামছে আফগানিস্তান

ব্রিস্টল, ১ জুন (হি.স.) : শনিবার বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নামছে আফগানিস্তান। ভয়ডরহীন ক্রিকেট তো নয়ই, বরং দেশবাসীর ন্যূনতম প্রত্যাশাকে সঙ্গী করে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে চমক দেখাতে প্রস্তুত আফগানরা, আত্মবিশ্বাসী নয়া অধিনায়ক গুলবাদিন নাইব। চারবছর আগে বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে হারের স্মৃতি এখনও টাটকা। ক্রিকেটে তখনও 'শিশু' আফগানিস্তানকে পারথে সেবার ২৭৫ রানে পরাস্ত করেছিল অস্ট্রেলিয়া। প্রথমে ব্যাট করে ওয়ার্নারের ১৭৮ রানে ভর করে এশিয়ার দেশটির বিরুদ্ধে ৪১৭ রানের পাহাড়সম রান তুলেছিল মাইকেল ক্লার্কের দল।

তবে এখন সময় বদলেছে। গত চারবছরে বিশ্ব ক্রিকেটের মানচিত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে আফগানরা। গত চার বছরে সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাটে আফগানদের নজরকাড়া উত্থান বিশ্বকাপে প্রত্যয়ী করে তুলেছে দেশের ক্রিকেট অনুরাগীদের। এরইমধ্যে প্রস্তুতি ম্যাচে পাকিস্তানকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাস কয়েকগুণ বাড়িয়ে নিয়েছে রশিদরা। শুক্রবার ম্যাচের আগেরদিন সাংবাদিক সম্মেলনে অধিনায়ক নাইব জানান, 'চারবছর আগের তুলনায় অনেক বদলে গিয়েছে দল। গত দু'বছরে আমরা প্রত্যেকটি বিভাগে উন্নতি করেছি। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ খেলতে আমরা উদগ্রীব এবং আগামীকালের ম্যাচেই সম্পূর্ণ ফোকাস রয়েছে আমাদের। বিশ্বকাপের মহামঞ্চে আমরা নিজেদের সেরাটা দিতে মুখিয়ে রয়েছি।' একইসঙ্গে দলের স্পিন অ্যাটাক নিয়ে বলতে গিয়ে নবনির্বাচিত অধিনায়ক জানান, 'অস্ত্র হিসেবে আমাদের হাতে দুর্দান্ত স্পিন আক্রমণ রয়েছে। তবে উইকেটের চরিত্রের উপরেই পুরো বিষয়টা নির্ভর করবে।' একইসঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচে পাকিস্তানকে হারিয়ে উজ্জীবিত আফগানরা অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যে কোনও রকম ফল করতে প্রস্তুত, জানিয়ে দেন নাইব।

PRESS NOTICE INVITING -TENDER NO. - 03/AGRI/EE (WEST)12019-20

Sl No	Name of the work	Estimated cost Earnest Money	Time for completion	Tender fee	End date of e-bidding	Time and date of openign of tender	Document downloding & bidding application
1	Sinking of 56 (fifty six) nos Shallow Tubewell for irrigation purpose under Paschim Singicherra, Paschim Sonatala, Dakshin Singicherra, Madhya Singicherra and Paschim Ganki G.P under Khowai Block under Khowai District under14Th Finance Commission General Basic Grants of PRIs during the year 2018-19.DNIeT: 02/AGRI/EE(W)/19-20	Rs. 13,19,192/- Rs. 13,192/-					
2	.Sinking of 56 (fifty six) nos Shallow Tubewell for irrigation purpose under Purba Sonatala, Purba Ramchandraghat, Paharmura, Jambura and Dhalabil G.P under Khowai Block under Khowai District under 14th Finance Commission General Basic Grants of PRIs during the year 2018-19.DNIeT: 03/AGR11EE(W)/19-20	Rs. 13,19,192/- Rs. 13,192/-	45 (forty five) days	Rs. 1,000.00(Rupees One thousand only)	At 15:00 hrs on 15th June' 2019	At 16:00 hrs on 1 8th June'2019 (if Possible)	www.tripuratenders.gov.in
3	Sinking of 52 (fifty two) nos Shallow Tubewell for irrigation purpose under Uttar Singicherra, Uttar Chebri, Sonatala and Santinagar G.P under Khowai Block under Khowai District under 14th Finance Commission General Basic Grants of PRIs during the year 2018-19DN1eT: 04/ AGRUEE(W)/19-20	Rs. 12,24,964/- Rs. 12,250/-					

Interested bidders can view the tender documents in the e portal.www.tripuratenders.gov.in **and in the** 0/o- Executive Engineer, (W) Department of Agriculture & FW.
(For and on behalf of Governor of Tripura)
(Er. A. Jamatia)
Executive Engineer
Department of Agriclture & FW Agartala
ICA/D/107/19

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 02/EE/SNMJPWD/2018-19, Dated:-29/05/2019
percentage rate e-tender are invited on behalf of the 'Governme4nt Tripura " from enlisted Contractors/Firms/Agencies/Manufacturers/Bonafide Suppliers/Tripura PWD/TTAADC in appropriate class and from the contractors registered in the appropriate class of MES Railway ,CPWD and other state PWD, in PWD FORM No.7(seven) upto 3.00PM on 27/06/2019.

Sl No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNESTMONEY	TIME FORCOMPLETION	Bid fee
1	Strengthening of road from Durlavnarayan to Kalirbazar via Kash Chowmuhani (L=6.10 Km) during the year 2018-2019/ SH: - Widening, GSB, Metalling, Carpeting, CD work, Toe wall, Pucca Drain etc (Job no. TP/ COM/63/2018-2019): **DRAFT NIT No: 04/CEIPWD(R&B)/ ACE(P)/RDQP/201 9-20.**	Rs 1, 46, 70,387.00	Rs .1,46,703, 87	24 (twenty four)Months	Z2,500/-

Last date of downloading bid document and online bidding is 27/06/2019 upto 15.00HRS. All details for clarification will be available in the office of the undersigned during office hour from 29/05/2019 to 27/06/2019.
www.tripuraindia.com/www.tripureatoday.com / www.indigerounsheanld.com. / www.tripuranic.in / www.neidia.com
(Er. N\Chak-ˉna)
Executive Engineer,
Sonamura Division,PWD(R&B), Sepahijala, Tripura.
ICA/D/102/19

Following articles (vehicle) were seized by the Forest Departmant, Sadar Forest Sub Division. Under sec -2 under section 52 (A) Indian Forest Act 1927 and rules made there under.

SL.No . Name of Article Registration No. Eginc No. & Chassis No. Date & Time of seizure By Whom
01. Mahindra Jeep TRT-2404 Egine No:- Nil Chassis No:- Nil 02.04.2018 at 01.45 PM Sri Abhijit Acharjee, Fr, A/o FPU Sadar

Therefore, in exercise of power under Indian Forest Act it is contemplated to confiscate the said vehicle foi its use in commission of forest office. Therefore it is once again brought to the notice of legal owner of above mentioned seized articles to prefer his/her/there claim to the Athorized Officer (Sub Divisional Forest Officer Sadar Sub Division. Agartala.) within 25 (twenty five) days from the date of issue of the notice alongwith legal relevant document, supporting ownership, failing which the decision regarding the confiscation of all the article seized shall he taken ex-parte. Issued under my seal and signature of this day on
(C.K. Bardhan Sub Divisional Forest Officer. Sadar Sub Division, Agt.
ICA/D/267/19-20

NOTICE
It is hereby notified to No. 08121175 E/F (Cook) Subrakant Rout, S/0 Shri Sudarshan Rout, Vill-Dimiria, P.O-Nuapatana, P.S-Narsinghpur, DistCuttack, State-Odisha,Pin-754032 to submit his written representation or to appear in person before the undersigned within 15 (fifteen) days from the date of publication of the notice against the proposed penalty of "**deemed to have resigned from service**" in pursuance to Government of Tripura, Finance Department Notification No. F.1(1)-FIN(G)/86 dated 20th June, 2013 86 Government of Tripura, GA (P as T) Department memorandum No. F.20(1)-GA (P T)/18 (Part) dated 12.12.2018 for his absent without authorization for a period of one year wef. 20.05.2018 while granted 15 days Casual Leave wef. 20.04.2018(AN) to 19.05.2018(AN) for consideration, failing which ex-parte decision will be taken on the matter.
(Jitendr De Sbar'rn)
Commandant
12th Battalion TSR (IR-VIII)
ICA/D/264/19-20

জলবন্দি রাজধানী

হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে লিভারকন আলোচনাচক্র শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুন ।। আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে শনিবার শুরু হয়েছে দুইদিনব্যাপী পঞ্চম লিভারকন। হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অফ ত্রিপুরার উদ্যোগে এবছর পঞ্চমবারের মতো জাতীয় স্তরের এই আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছে। এবছরের থিম হলো ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইন লিভার ডিজিজেস এবং লিভার রোগের জটিল বিষয়গুলো শনাক্তকরণ ও চিকিৎসা পদ্ধতির উপর এবারের আলোচনা।

পয়লা ও দোসরা জুন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ত্রিপুরা হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরা আয়োজিত পঞ্চম লিভারকনে দেশের খ্যাতনামা ২৫জন লিভার রোগ বিশেষজ্ঞ উপস্থিত রয়েছেন। রাজ্যের ৩০০ চিকিৎসক তাদের কাছ থেকে লিভার রোগ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে শিক্ষা নিবেন। তাতে লিভার রোগ সম্পর্কে চিকিৎসকরা যেমন উপকৃত হবেন ঠিক তেমনি রোগীরা রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে দারুণভাবে উপকৃত হওয়ার যুযোগ পাবনে। এই জাতীয় সম্মেলনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের চিকিৎসকদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছে। হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরার সভাপতি ডঃ প্রদীপ ভৌমিক বলেন, প্রতি দু'বছর পর পর আগরতলায় এ ধরনের লিভারকন সম্মেলন যংগঠিত করে আসছে সংগঠন।

বর্তমানে যুগে মদ্যপান জড়িত কারণে লিভার রোগ মারাত্মক আকার ধারণ করে চলেছে। রাজ্যে এর প্রবণতা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সে কারণেই সংগঠন রাজ্যের চিকিৎসকদের এ বিষয়ে সম্যক ধারণা দিতে প্রখ্যাত লিভার বিশেষজ্ঞদের এনে এ ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।

দু'দেশের সম্পর্ককে অভূতপূর্ব নতুন উচ্চতায় উন্নীত করার জন্য

শিগগিরই বাংলাদেশ সফর করতে পারেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০১।। নিজ সরকারের 'প্রতিবেশী প্রথম' নীতির অংশ হিসেবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শিগগিরই বাংলাদেশ সফর করবেন। দু'দেশের মধ্যকার সম্পর্ককে এক 'অভূতপূর্ব নতুন উচ্চতায়' উন্নীত করার জন্য এ সফর অনুষ্ঠিত হবে। ভারতের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি) জানিয়েছে, মোদি ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সফরে বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণ আনন্দের সাথে গ্রহণ করেছেন এবং সফরের সময়সূচি কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে ঠিক করা হবে।তবে, মোদি তার দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম বিদেশ সফরে মালদ্বীপ যাবেন বলে এক ভারতীয় কর্মকর্তা জানিয়েছেন। সফরের বিষয়টি এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা না হওয়ায় ওই কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, মোদি ৮ জুন মালদ্বীপ সফর করবেন।মালদ্বীপের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল্লাহ শহিদ জানিয়েছে, সফরকালে মোদিকে দেশটির সংসদে ভাষণ দেয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি রেজল্যুশন গ্রহণ করা হয়েছে।

শুক্রবার রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদিকে বাংলাদেশ সফরে বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণ পৌঁছে দেন। নয়াদিল্লির হায়দরাবাদ হাউজে তাদের সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৫ সালের ৬-৭ জুন রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশ আসেন। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৭ সালের ৭-১০ এপ্রিল ভারতে রাষ্ট্রীয় সফরে যান। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানানো প্রথম বিদেশি নেতাদের অন্যতম ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

যা ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার 'অসাধারণ নিবিড় ও আন্তরিক বন্ধন' এবং দুই নেতার চমৎকার সম্পর্কের প্রতিফলন করে। রাষ্ট্রপতি হামিদের সাথে সাক্ষাৎকালে নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ককে এক নতুন উচ্চতায় উন্নীত করার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং ২০২১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০তম বার্ষিকী যথাযথভাবে উদযাপনের যৌথ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এটা করা উচিত। মোদি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় গড়ে ওঠা দুদেশের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কটি ভারতের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হয়ে আছে।তিনি বলেন, স্থল সীমান্ত নির্ধারণসহ বেশকিছু জটিল অমীমাংসিত সমস্যা নিরসনে গত পাঁচ বছরে দুই দেশ অত্যন্ত পরিপক্কতা এবং ধৈর্য দেখিয়েছে। সাক্ষাৎকালে তারা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের চমৎকার অবস্থা নিয়ে পরম সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন বলে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।রাষ্ট্রপতি হামিদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অভিনন্দন নরেন্দ্র মোদিকে পৌঁছে দেন। শেখ হাসিনা পূর্ব নির্ধারিত সফরে সৌদি আরব থাকায় ভারত যেতে পারেননি।

পরপর চতুর্থবার, পুনরায় সিপিপি চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হলেন সোনিয়া গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১ জুন (হি.স.): এক-দু'বার নয়, পরপর চতুর্থবারও পুনরায় কংগ্রেস সংসদীয় দল (সিপিপি)-এর চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হলেন ইউপিএ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী। শনিবার সকালে সংসদের সেন্ট্রাল হল-এ শুরু হয় কংগ্রেস সংসদীয় দলের বৈঠক। সোনিয়া গান্ধী ছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা গুলাম নবি আজাদ-সহ শীর্ষ কংগ্রেস নেতারা।

এদিনের বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হয়েছেন সোনিয়া গান্ধী। এ প্রসঙ্গে টুইট করে কংগ্রেস মুখপাত্র রণদীপ সুরেজওয়ালা জানিয়েছেন, কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হয়েছেন সোনিয়া গান্ধী। তিনি বলেছেন, কংগ্রেস দলের উপর আস্থা রাখার জন্য ১২.১৩ কোটি ভোটারকে ধন্যবাদ।

প্রসঙ্গত, আগামী ১৭ জুন থেকে শুরু হচ্ছে সপ্তদশ লোকসভার প্রথম অধিবেশন, চলবে ২৬ জুলাই পর্য্যন্ত। প্রত্যাবর্তনের পর মোদী সরকারের বাজেট পেশ করা হবে আগামী ৫ জুলাই।

তার আগে শনিবার সকালে কংগ্রেস সংসদীয় দলের বৈঠকে সোনিয়া গান্ধীকে সিপিপি-র চেয়ারপার্সন নির্বাচিত করেছেন রাজ্যসভা-সহ লোকসভার সদ্য নির্বাচিত ৫২ জন কংগ্রেস সাংসদ।

এদিনের বৈঠকে অন্যান্য বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০০৪ সাল থেকে সিপিপি-র চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন সোনিয়া গান্ধী।

বেহালার নার্সিংহোমে আগুন

কলকাতা, ১ জুন (হি.স.): ভোরের কলকাতা আবার সাক্ষী আগুনেরঊ মিটার বক্সে আগুনকে কেন্দ্র করে আগুন লাগে বেহালার একটি বহুতলের এক নার্সিংহোমেঊ হতাহতের কোনও খবর আপাতত নেইঊ

শনিবার সকালে হঠাৎই বেহালার একটি বহুতলের মিটার বক্সের আগুনকে কেন্দ্র করে আগুন ছড়ায় একটি নার্সিংহোমে ঊ এর ফলে আতঙ্কিত হয়ে পরেন ওই বহুতলের বাসিন্দারা এবং রোগীর পরিবার পরিজনেরাও। এরপর সঙ্গে সঙ্গে দমকল বিভাগকে খবর দেওয়া হলে দমকলের ইঞ্জিন আধ ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এর মধ্যেই নার্সিংহোমের রোগীদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। অনেককে স্থানান্তরিত করা হয় বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। এরপরে আগুন নিভে গেলেও অনেক রোগীর পরিজনেরা রোগীকে পুনরায় ওই নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে অনীহা প্রকাশ করেন।

ক্ষমতা ধরে রাখাটাই কর্ণাটকের জোট সরকারের একমাত্র লক্ষ্য, দাবি ইয়েদুরাপ্পা

শিবামোগগা (কর্ণাটক), ১ জুন (হি.স.) : ক্ষমতায় থাকাটাই জেডি(এস)-কংগ্রেস জোটের কাছে এক মাত্র লক্ষ্য। শনিবার এমনই দাবি করলেন বর্ষীয়ান বিজেপি বি এস ইয়েদুরাপ্পা। খরায় বিপর্যস্ত কর্ণাটকের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। সেই বিষয়ে আলোকপাত করে কংগ্রেস-জেডি(এস) জোট সরকারকে কটাক্ষ করে বি এস ইয়েদুরাপ্পা বলেন, খরায় বিধ্বস্ত সাধারণ মানুষের দাবিকে অগ্রাহ্য করে শুধুমাত্র ক্ষমতায় থাকাটাই জেডি(এস)-কংগ্রেস জোটের কাছে এক মাত্র লক্ষ্য। রাজ্যের ১৫৬ তালুক খরা কবলিত। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রাজ্যের কোনও মন্ত্রী ঘটনাস্থলে যায়নি। রাজ্যের সিংহভাগ মানুষই যখন পানীয় জলের অভাবে ভুগছে, যখন গবাদি পশুদের খাবারের অভাব দেখা দিয়েছে তখন মুখ্যমন্ত্রী নিজের চেয়ার বাঁচাতে ব্যস্ত।

পাশাপাশি চিত্তাপুরের কংগ্রেস বিধায়ক প্রিয়াঙ্কা খারগেকে তোপ দেগে ইয়েদুরাপ্পা বলেন, যেহেতু তাঁর (প্রিয়াঙ্কা) বাবা মল্লিকার্জুন খারগে লোকসভা নির্বাচনে এক লক্ষের বেশি ভোটে হেরেছে, তাই ভিত্তিহীন ভাবে উল্টোপাল্টা বলছেন তিনি।

উল্লেখযোগ্য বিষয় এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে কার্যভারগ্রহণ করেন অমিত শাহ। বিষয়টিকে কটাক্ষ করে প্রিয়াঙ্কা খারগে ট্যুইটারে লেখেন, দেশ নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পেয়েছে, ফলে এখন থেকে ক্লিনচিট মন্ত্রক হিসেবে পরিচিত হবে মন্ত্রকটি। এরপরেই ইয়েদুরাপ্পা এমন মন্তব্য করেন।

রাজস্থানে পুকুরে স্নান করার সময় জলে ডুবে মৃত্যু চারটি বালকের শোকস্তব্ধ পরিবারের সদস্যরা

কারৌলি (রাজস্থান), ১ জুন (হি.স.): রাজস্থানের কারৌলি জেলায় পুকুরে স্নান করার সময় জলে ডুবে মৃত্যু হল চারটি বালকেরঊ শুক্রবার সন্ধ্যায় মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে কারৌলি জেলার লাঙ্গরার সাঙ্কড়া গ্রামেঊ মৃত বালকদের বয়স ৫-৯ বছরের মধ্যেঊ তাঁদের নাম হল, মোনু (৯), মিট্টু (৬), কপিল (৯) এবং হিম্মত (৫)ঊ শুক্রবার সন্ধ্যায় শঙ্করি গ্রামে গবাদি পশুদের ঘাস খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিল ওই চারজন বালকঊ গবাদি পশুরা যখন ঘাস খাচ্ছিল, সেই সময় পুকুরে স্নান করতে নামে চারজন বালকঊ রাত হয়ে যাওয়ার পর গবাদি পশুরা বাড়ি ফিরলেও, বালকেরা নিখোঁজ ছিলঊ এরপর অনেক খোঁজাখুঁজির পর রাত ন'টার পরে পুকুর থেকে তাঁদের দেহ উদ্ধার হয়ঊ ময়য়নাতদন্তের পর মৃতদেহ গুলি শনিবার পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছেঊ

লাঙ্গরি পুলিশ স্টেশনের এসজিও গিররাজ জানিয়েছেন, শুক্রবার সন্ধ্যায় সাঙ্কড়ি গ্রামে গবাদি পশুদের মাঠে চড়াতে নিয়ে গিয়েছিল ওই চারজন বালকঊ গবাদি পশুরা যখন ঘাস খাচ্ছিল, সেই সময় পুকুরে স্নান করতে নামে ওই চারজন বালকঊ রাত হয়ে যাওয়ার পর গবাদি পশুরা বাড়ি ফিরলেও, বালকেরা নিখোঁজ ছিলঊ এরপর অনেক খোঁজাখুঁজির পর রাতেই পুকুর থেকে তাঁদের দেহ উদ্ধার হয়ঊ চারটি বালকের অকাল মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ তাঁদের পরিবারের সদস্যরা।

'পঃবঙ্গের নিজস্ব খামতি' দূর করার পরামর্শ প্রযুক্তি শিক্ষাবিদ অজয় রায়ের

কলকাতা, ১ জুন (হি. স.): শিক্ষামেলায় এসে 'রাজ্যের নিজস্ব খামতির' ওপর জোর দিলেন বিশিষ্ট প্রযুক্তি শিক্ষাবিদ অজয় রায়। শনিবার কলকাতায় 'এডুকেশন ইন্টারফেস ২০১৯' নামে তিন দিনের মেলার উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন।

খামতি প্রসঙ্গে অজয়বাবু বলেন, "সব রাজ্যে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা (জেইই) সময়মত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বুঝি ব্যতিক্রম। নির্বাচনের জন্য একমাত্র এ রাজ্যের জেইই-র তারিখ বদলে গিয়েছে। এ রাজ্যে সবে এই পরীক্ষা হল। ইতিমধ্যে প্রযুক্তির উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী এ রাজ্যের ছেলেমেয়েরা চলে গিয়েছে বা চলে যেতে বাধ্য হয়েছে অন্য রাজ্যের প্রতিষ্ঠানে। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।"

পূর্ব ভারতের বিভিন্ন বেসরকারি নানা ধরণের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রোফেশনাল একাডেমিক ইন্সটিট্যুশন (আপাই) আয়োজিত এই মেলায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দেড় শতাধিক প্রতিষ্ঠান এতে অংশ নিয়েছে। সেখানে অজয়বাবু তাঁর ভাষণে বলেন, "পড়ুয়াদের পড়াশোনা করার অধিকারের কথা মাথায় রেখে আগামী বছর যেন জেইই-র নির্ঘন্ট এগিয়ে আনা হয়। চার দশকের ওপর বিভিন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বের ছয়ের পাতায় দেখুন

তুফানগঞ্জে পরিত্যক্ত ব্যাগকে কেন্দ্র করে বোমাতঙ্ক

তুফানগঞ্জ, ১ জুন (হি. স.) : কোচবিহারের তুফানগঞ্জে পরিত্যক্ত ব্যাগকে কেন্দ্র করে বোমাতঙ্ক ছড়াল। শনিবার দুপুরে তুফানগঞ্জ শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের লম্বা পাড়ায় রাস্তার পাশে একটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন। যদিও পরে ব্যাগটিতে জামাকাপড় ছাড়া কিছু পাওয়া যায়নি।

এদিকে শুক্রবার রাতে তুফানগঞ্জের ১ নম্বর ব্লকের বালাভুত গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যবালাভুত এলাকার হরিমন্দিরের পাশে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় একটি বাড়ি।। শুক্রবার রাতে ঘুমিয়েছিলেন মৃণাল বর্মন ও তাঁর পরিবার। প্রতিবেশীরা আগুন দেখে চিতার শুরু করলে ছয়ের পাতায় দেখুন

উদ্বেগ বাংলাদেশ শিবিরে, অনুশীলনে চোট পেলেন তারকা ওপেনার তামিম ইকবাল

লন্ডন, ১ জুন (হি.স.) : আগামীকাল রবিবার দ্য ওভালে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি বেঙ্গল টাইগাররা। কিন্তু তার আগে অনুশীলনে চোট পেলেন দলের তারকা ওপেনার তামিম ইকবাল। নেটে ব্যাটিং করার সময় বাঁ-হাতের কব্জিতে চোট লাগে তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে ফিজিও থিয়ান চন্দ্রমোহনের সাথে মাঠ ছেড়ে ড্রেসিংরুমে ফিরে আসেন বাংলাদেশ ওপেনার। প্রাথমিকভাবে দলের তরফে চোট নিয়ে কিছু জানানো সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে চোট ঠিক কতটা গুরুতর তা জানতে তামিমের কব্জিতে এক্স-রে করা হয়। এক্স-রে রিপোর্ট অনুযায়ী তামিমের আঘাত খুব একটা গুরুতর নয়। তাতে চিড় ধরারও কোনও উল্লেখ নেই। তবুও প্রথম ম্যাচে তাঁকে পাওয়া যাবে কিনা, নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না বাংলাদেশ শিবিরের পক্ষ থেকে। স্বভাবতই বিশ্বকাপ অভিযান শুরুর আগেই দলের তারকা ওপেনারের চোট উদ্বেগ বাড়িয়েছে বাংলাদেশ শিবিরে। তামিমের চোট সম্পর্কে নির্বাচক হাবিবুল বাশার প্রাথমিকভাবে জানান, 'এখনই তামিমের চোট নিয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়। ওর কব্জিতে এক্স-রে করা হবে তারপরেই সবটা জানা যাবে। তবে চিড় ধরলে তাঁকে পাওয়া সম্ভব নয়। আশা রাখব সেসব কিছুই যাতে না হয়। ও যেন প্রথম ম্যাচেই মাঠে নামতে পারে।'

প্রথম ম্যাচে এই বাঁ-হাতি ওপেনারকে না পাওয়া বড় ধাক্কা হতে পারে এশীয় শক্তিটির জন্য। ২০০৭ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের হয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন তামিম।

রাজীব কুমারের বাড়িতে পৌঁছাল ফের দুই সদস্যের সিবিআই দল

কলকাতা, ১ জুন (হি.স.) : কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারের বাড়িতে পৌঁছাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল সিবিআই। ফের পার্ক স্ট্রিটে তাঁর পূর্বের বাসভবনে গিয়েছে সিবিআইয়ে প্রতিনিধি দল। রাজীব কুমারকে তলব করেছিল সিবিআই। কিন্তু ১০ দিনের সময় চেয়ে নেন তিনি। সেই সমসয়সীমা এখনও শেষ হয়নি। এর মধ্যেই তাঁর বাড়িতে পৌঁছল সিবিআই।আগামী ১২ জুনের মধ্যে এই সংক্রান্ত হলফনামা তলব করেছেন বিচারপতি প্রতীক প্রকাশ বন্দোপাধ্যায়। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১৪জুন।

পার্ক স্ট্রিটে রাজীব কুমারের বাড়ি যান সিবিআইয়ের দুই সদস্যের টিম। জানা গিয়েছে, রাজীব কুমারের হাজিরা নথিভুক্ত করার জন্যই সেখানে গিয়েছেন তাঁরা। সাধারণত, থানায় হাজিরা দিতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে যেহেতু রাজীব কুমার কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার, তাই তাঁর হাজিরা নথিভুক্ত করতে বাসভবনে পৌঁছে গিয়েছে সিবিআই অফিসাররা। বৃহস্পতিবার আদালতের নির্দেশে রক্ষাকবচ পান তিনি। আগামী একমাসের জন্যে এই রক্ষাকবচ বহাল থাকবে বলেই নির্দেশে জানিয়েছে হাইকোর্ট। যদিও সিবিআইকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে সবরকম সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। সম্ভবত আগামী ১৪ জুন এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি হতে পারে। শুনানি শেষে আদালত নির্দেশে আরও জানায় যে, এখনই দেশের বাইরে যেতে পারবেন না রাজীব কুমার। পাসপোর্ট এবং অন্যান্য জরুরি কাগজ পত্র সিবিআই এর কাছে জমা রাখতে হবে। স্থানীয় পুলিশ থানায় প্রতিদিন হাজিরা দিতে হবে রাজীবকে। যোগাযোগ রাখতে হবে সিবিয়াইয়ের সঙ্গেও। রাজ্য সরকারের কোনও কাজে রাজীব বাইরে যেতে পারবে না বলে জানিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

পাশাপাশি রাজীব কুমার যাতে সিবিআইকে সবরকম সাহায্য করেন সেই নির্দেশও দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। যখনই তাঁকে তলব করা হবে তখনই তাঁকে যেতে হবে। সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এড়িয়ে গেলে চলবে না। শুনানি শেষে এমনটাই নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের।

রাজস্থানের আজমের-এ বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ভস্মীভূত তিনটি দোকান ও তেলের গোডাউন

আজমের (বিহার), ১ জুন (হি.স.): রাজস্থানে আজমের-এ বাজারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডঊ আগুনের লেলিহান শিখায় ভস্মীভূত হয়ে গেল তিনটি দোকান ও একটি তেলের গোডউনঊ যদিও, এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবরঊ কীভাবে আগুন লাগল, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ ও দমকলঊ শনিবার সকালে আজমের-এর বেয়াওয়ার রোডে অবস্থিত তিনটি দোকান এবং তেলের গোডাউনে ভয়াবহ আগুন লাগেঊ তেলের গোডাউনে ২০ টনেরও বেশি ভোজ্য তেল ছিল এবং সংলগ্ন দোকানগুলিতে শস্য এবং পশুদের খাবার ছিল। সাত সকালে অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিনঊ দমকল কর্মীদের দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও, তেলের গোডাউন এবং তিনটি দোকান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছেঊ দমকল কর্মীদের প্রাথমিক অনুমান, শর্টসার্কিটের কারণেই সম্ভবত অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত।

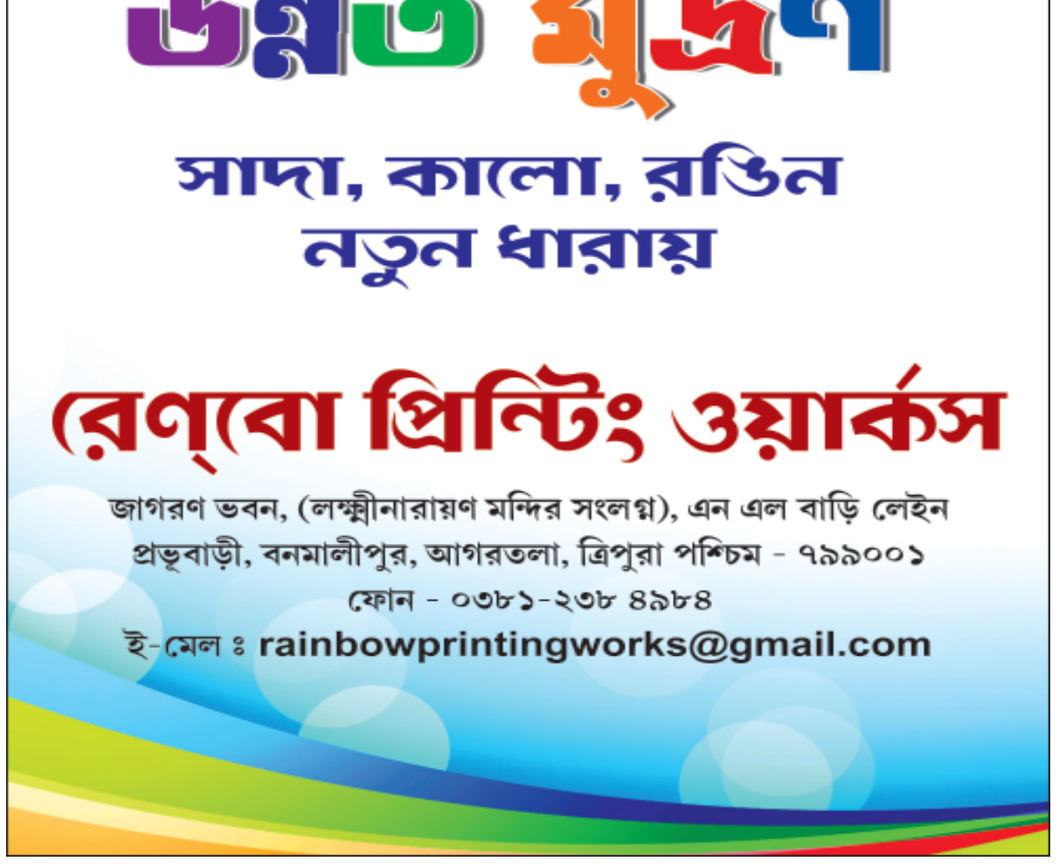

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।